ভগবদ্গীতা।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মূল ও পূজ্যপাদ

শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধনী টীকা

এবং

উক্ত টীকার অভিপ্রায়ানুসারে

মহামহোপাধ্যায় ৺ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত

মূলানুবাদ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নের অভিপ্রায়ানুসারে

পুনঃ সঙ্কলিত।

কলিকাতা

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা চতুর্থবার মুদ্রিত।

১২৭৮ সাল।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মূল ও পূজ্যপাদ

শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধনী টীকা

এবং

উক্ত টীকার অভিপ্রায়ানুসারে

মহামহোপাধ্যায় ৺ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত

মূলানুবাদ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নের অভিপ্রায়ানুসারে

পুনঃ সঙ্কলিত।

কলিকাতা

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা চতুর্থবার মুদ্রিত।

১২৭৮ সাল।

নমো জগদীশ্বরায় ।

সটীক

ভগবদ্গীতা ।

অনুবাদ সহিত

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥ সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা। আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং। ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি। যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্। পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥ যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্। সৌভদ্রো-দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম। নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥ ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জ্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানা শস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং। পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥ অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথা

স্বামিকৃত টীকা।

অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্র-ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে ; ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ভোঃ সঞ্জয়, ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণং। এষামাদি পুরুষঃ কুরুনামা বভূব, তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে মামকা মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ব্বত ॥ ১ ॥ সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্টেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্য সমীপং গত্বা ॥ ২ ॥ তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদি নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাং ॥ ৩ ॥ অত্রেত্যাদি। অত্রাস্যাং চম্বাং ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি, ইষ্বাসা ধনুংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ, ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি, তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪ ॥ চেকিতানো নাম একোরাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥ বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণং। একো দশসহস্রাণি যোধযেদ্যস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীনশ্চ মহারথ-ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথস্ত্বেকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথস্তু সঃ ॥ ৬ ॥ নিবোধ বুধ্যস্ব, নায়কা নেতারঃ, সংজ্ঞার্থং সম্যগ্জ্ঞানার্থ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্ত্র সকল এবং যুধিষ্ঠিরেরা কুরুক্ষেত্র নামক ধর্ম্মভূমিতে যুদ্ধইচ্ছায় একত্র হইয়া কি করিতেছেন? ॥ ১ ॥ সঞ্জয় উত্তর করিলেন, হে মহারাজ! ব্যূহাকারে (অর্থাৎ যুদ্ধীয় রীত্যনুসারে) দণ্ডায়মান পাণ্ডুপুত্ত্রদিগের মহাসৈন্যদল দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক এই সকল কথা কহিতেছেন ॥ ২ ॥ হে আচার্য্য! দ্রুপদ রাজার পুত্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক স্থাপিত যুধিষ্ঠিরাদির এই বৃহৎ সৈন্যদল আপনি দৃষ্টি করুন্ ॥ ৩ ॥ এই সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধকার্য্যে ভীমার্জ্জুনের তুল্য পরাক্রমশীল যে সকল মহা ধনুর্দ্ধর আছেন তাঁহা-রদিগের বিবরণ এই—সাত্যকি, বিরাট রাজা, দ্রুপদরাজা, এ সকলেই মহারথ (অর্থাৎ ইহাঁরা অস্ত্র শস্ত্রেতে অতি নিপুণ এবং এক এক জন দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত যুদ্ধকরণক্ষম হয়েন) ॥ ৪ ॥ অপর ধৃষ্টকেতু ও চেকিতান নামা রাজা, বলবান কাশীরাজ, পুরজিৎ রাজা, কুন্তিভোজ নৃপতি, শৈব্যরাজা ॥ ৫ ॥ এবং অতি পরাক্রমী যুধামন্যু, উত্তমৌজা নামক বীর, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্ত্র, ইহাঁরাও সকলেই মহারথ হয়েন ॥ ৬ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমারদিগের সৈন্যের মধ্যে যাঁহারা প্রধান যোদ্ধা, এইক্ষণে তাঁহারদিগের নাম কহি-তেছি তাহাও বিবেচনা করুন্ ॥ ৭ ॥ আপনি এক জন, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, এ সকলেই সংগ্রামে জয় করণক্ষম এবং অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥ ইহা ব্যতীত অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যাতে বিচক্ষণ অথচ আমার নিমিত্ত ধন-প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত এ প্রকার অনেক যুদ্ধবিশারদ বীরও এ পক্ষে আছেন ॥ ৯ ॥ কিন্তু এই প্রকার বীরগণেতে যুক্ত এবং ভীষ্ম সেনাপতিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও আমারদিগের সৈন্য যেন অসমর্থের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, আর পাণ্ডব দিগের এই সৈন্য ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত তথাচ তাহারদিগকে সমর্থ জ্ঞান হয় ॥ ১০ ॥ অতএব আপনারা সকলে সৈন্যমধ্যে প্রবেশকরণীয় পথে আপন২ অংশানুসারে

স্বামিকৃত টীকা।

মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ তানেবাহ ভবানিতি দ্বাভ্যাং। ভবান্ দ্রোণঃ সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্ত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥ মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্য-বসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে, যুদ্ধবিশারদাঃ, নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ কিমত আহ অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি, তত্তথাভূতৈর্ব্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণা-ভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যং অপর্য্যাপ্তং, তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি। ইদন্ত্বেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥ তস্মাদ্ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ, অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরি-

ভাগমবস্থিতাঃ। ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব-এব হি॥ ১১॥ তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। সিংহনাদং বিনাদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥ ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। সহসৈবাভ্যহন্যন্তঃ স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥ ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪॥ পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫॥ অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥ কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নো-বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭॥ দ্রুপদো-দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে। সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮॥ স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ। প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০॥ অর্জ্জুন উবাচ। হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে। সেনয়োরুভয়ো-র্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥ যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্। কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্রণসমুদ্যমে॥ ২২॥ যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যত্র

স্বামিকৃত টীকা।

ত্যাজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু যথাঽন্যৈর্যুদ্ধমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১॥ তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্ তদাহ তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্ম্মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ১২॥ তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্তইত্যাহ তত ইত্যাদিনা, পণবা আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণাদেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স চ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো-মহানভবৎ॥ ১৩॥ ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ তত-ইত্যাদি পঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ॥ ১৪॥ তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিত্যাদি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদি শঙ্খানাং। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ॥ ১৫॥ নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহদেবঃ মণিপুষ্পকং নাম॥ ১৬॥ কাশ্যঃ কাশীরাজঃ কথংভুতঃ শ্রেষ্ঠ ইষাসো যস্য সঃ তথা॥ ১৭॥ হে পৃথিবীপতে, হে ধৃতরাষ্ট্র॥ ১৮॥

অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন্ যেহেতু ভীষ্মই আমার দিগের জীবন রক্ষার মুল হয়েন ॥ ১১ ॥ দুর্য্যোধনের মুখে এইরূপ সম্মান বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুদিগের বৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপবান্ ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক শঙ্খনাদ করিলেন ॥ ১২ ॥ এই শঙ্খনাদের পর তৎক্ষণাৎ সকল সৈন্যকর্ত্তৃক শঙ্খ, ভেরী, মাদল, ঢাক, এবং গোমুখ নামক যন্ত্রবিশেষের বাদ্য হইবায় মহাতুমুল শব্দ হইল ॥ ১৩ ॥ (এইক্ষণে পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধারম্ভ কহিতেছেন) ইহার পর শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত এক মহা রথে থাকিয়া বাসুদেব এবং অর্জ্জুন স্বর্গীয় দুই শঙ্খনাদ করিলেন ॥ ১৪ ॥ শঙ্খের বিশেষ এই যে, বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ, ভয়ানক কর্ম্মকারী ভীম পৌণ্ড্র নামা শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৫ ॥ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ ও নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ এবং সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ নাদ করিলেন ॥ ১৬ ॥ তৎপরে প্রধান ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজা, এবং যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এবং এ পক্ষের অন্যান্য সৈন্যগণ ও সুভদ্রানন্দন, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! ইহাঁরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ এইরূপ হইবাতে সেই তুমুল শব্দ প্রতিশব্দদ্বারা পৃথিবী ও গগণমণ্ডলকে পূরিত করিয়া দুর্য্যোধনাদির হৃদয় বিদারণ করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এই মহাশব্দের পর অলক্ষিত অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ হইলে অর্জ্জুন রণস্থলে অবস্থিত দুর্য্যোধনাদিকে দেখিয়া স্বীয় ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন ॥ ২০ ॥ অর্জ্জুনের উক্তি। হে অচ্যুত! যুদ্ধের ইচ্ছায় দণ্ডায়মান যে এই যোদ্ধা সকল, আমি ইহাদিগকে যে পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া না দেখিব ততক্ষণ আমার রথ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থাপিত কর, এই যুদ্ধের আরম্ভে যুদ্ধকার্য্যে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষি কাহারদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবেক তাহা জানি না, অতএব যুদ্ধ করণার্থ যাহারা এই সংগ্রামস্থলে আগত হইয়াছে আমি তাহারদিগকে ভালরূপে দেখিব ॥ ২১ ॥ ২২

স্বামিকৃত টীকা।

স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোর ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্ কিং কুর্ব্বন্ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ অথাদ্যৈশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগস্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০ ॥ তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরুভয়োরিত্যাদি ॥ ২১ ॥ ননু ত্বং যোদ্ধা ন যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ যৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ॥ ২২ ॥ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাঃ তানহং জক্ষ্যামি

তেঽত্র সমাগতাঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধেযু‍র্দ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩ ॥ সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং॥ ২৪ ॥ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং। উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫ ॥ তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্। আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা। শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২৬ ॥ তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮ ॥ বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯ ॥ ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০ ॥ ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১ ॥ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ। ॥ ৩২ ॥ তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥ ৩৩ ॥ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ

স্বামিকৃত টীকা।

যাবত্তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ॥ ২৩ ॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্তইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন, জিতনিদ্রার্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন হে ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র॥ ২৪ ॥ মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাঞ্চ প্রমুখতঃ সংমুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পা... এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ॥২৫॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাস্তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ॥ ২৬ ॥ ততঃ কিং কৃতবানিত্যাহ তানিতি। কৃপয়া আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ॥ ২৭ ॥ কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবৎসমাপ্তি। হে কৃষ্ণ, যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি, বিশীর্য্যন্তে॥ ২৮ ॥ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ কম্পঃ রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে॥ ২৯ ॥ অপি চ ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি

॥ ২৩ ॥ এই সময়ে সঞ্জয় কহিতেছেন। হে ধৃতরাষ্ট্র! অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ইহা কহিলে পর উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে অথচ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য এবং অন্যান্য রাজাদিগের সম্মুখে অর্জ্জুনের মনোজ্ঞ স্যন্দন রক্ষিত করিয়া বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! অবস্থিত কুরুগণকে দর্শন কর ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ তৎপরে অর্জ্জুন দুই দলে অবলোকন করিয়া দেখিলেন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্রগণ, শ্বশুর এবং উপকারী, সকল লোকেরা সমর করণার্থ সংগ্রামস্থলে আগত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥ উভয় দলে এই সকল বন্ধুবর্গকে দেখিয়া অতিশয় কৃপাতে অভিভূত অর্জ্জুন বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন ॥ ২৭ ॥ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি) হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ ইচ্ছায় দণ্ডায়মান এই বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল এবং মুখশোষ হইতেছে ॥ ২৮ ॥ আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইল এবং হস্তহইতে গাণ্ডীব ধনুঃ পতিত হইতেছে, আর শোকাগ্নি শরীরের চর্ম্ম দাহ করিতেছে ॥ ২৯ ॥ হে কেশব! যে সকল কারণে অমঙ্গল ঘটে তাহাই দেখিতেছি, তাহাতে আমার মন যেন ঘূরিতেছে অতএব আমি আর তিষ্ঠিতে পারি না ॥ ৩০ ॥ সংগ্রামে আত্মীয়গণের বিনাশ করিয়া উত্তম ফল কি হইবে তাহা দেখি না (যদি বা বিজয়াদিরূপ ফল সম্ভাবিত বটে) কিন্তু হে কৃষ্ণ! জয়, রাজ্য, সুখভোগ, ইহার কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই ॥ ৩১ ॥ আমরা যাঁহারদিগের নিমিত্ত রাজ্য সুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষা করি তাঁহারা এই সকল লোক—আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং সম্পর্কীয় মনুষ্য। হে গোবিন্দ! ইহাঁরাই প্রাণ ধন পরিত্যাগ স্বীকার করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন, তবে আর আমারদিগের রাজ্য ও সুখভোগ এবং জীবনেতে কি প্রয়োজন আছে? হে মধুসূদন! যদ্যপি ইহাঁরা আমারদিগকে আঘাতও করেন, আর স্বর্গ মর্ত্য পাতালপর্য্যন্তও অধিকার পাই, তথাচ আমি ইহাঁরদিগের বধ ইচ্ছা করি না, তাহাতে এক পৃথিবীর নিমিত্ত দুর্য্যোধনাদিকে নষ্ট করিয়া আমারদিগের কি প্রিয়কার্য্য হইবে? (অর্থাৎ বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া পৃথিবী লাভও আমারদিগের কিঞ্চিৎ মাত্র প্রীতিজনক নহে) ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা

শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥ কিঞ্চ নচেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যামীতিচেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥ এতদেব প্রপঞ্চয়তি, কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৩২ ॥ যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং এতে তে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্য মিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হি ত্বমেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্য-

শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা। এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ।। ৩৪ ।। অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে। নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ।। ৩৫ ।। পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ৩৬ ।। যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহত-চেতসঃ। কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ।। ৩৭ ।। কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্। কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভি-র্জ্জনার্দ্দন ।। ৩৮ ।। কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোভিভবত্যুত ।। ৩৯ ।। অধর্ম্মাঽভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদূষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ।।৪০ ।। সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক-ক্রিয়াঃ ।। ৪১ ।। দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ।। ৪২ ।। উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ।। ৪৩ ।। অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং। যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজন-মুদ্যতাঃ ।। ৪ ।। যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রা

স্বামিকৃত টীকা।

ত্ত্যেব, অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ, তত্রাহ এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন। ঘ্নতোঽপি, অস্মান মারয়তোঽপি এতান ।। ৩৪ ।। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎ প্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্ম্মহীপ্রাপ্তয়েত্যর্থঃ ।। ৩৫ ।। ননু চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।" ইতি স্মরণাদগ্নিদত্বাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে আততায়িনঃ। আততায়িনাঞ্চ বধোযুক্তএব। "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চনেতি" বচনাৎ ।। তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদি-মর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং; যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন। স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ। ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচা-র্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ, অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য। অমুত্র বেহ বা সুখং স্যাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ।। ৩৬ ।। ননু চৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে, তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ যদ্য-পীতি দ্বাভ্যাং। রাজ্যলোভোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং, তে, 'দুর্য্যোধনাদয়ো, যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি ।। ৩৭ ।। তথাপ্যস্মাভির্দ্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন

৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ এই সকল আততায়িকে (অর্থাৎ বধ করিতে উদ্যত এই কুরুসৈন্যকে) নষ্ট করিলে আমারদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ত্রাদিকে বন্ধুবর্গসহিত নষ্ট করিতে আমরা সমর্থ নহি। হে মাধব! আমরা কিরূপে আত্মীয়গণের বিনাশ করিয়া সুখী হইব ॥ ৩৬ ॥ (যদি বল বন্ধুবধজনিত পাপ উভয় পক্ষেই সমান তথাচ দুর্য্যোধনেরা যদ্যপি এই পাপ স্বীকার করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল তবে তুমি কেন পাপভয়ে পরাঙ্মুখ হইবা? ইহার উত্তর এই যে) রাজ্যলোভে দুর্য্যোধনাদি বিবেচনাশূন্য হইয়াছে, অতএব যদ্যপি তাহারা কুলক্ষয়জন্য দোষ এবং মিত্রহত্যাজনিত পাতক দেখিতে না পায়, তথাচ হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়জন্য দোষ দেখিয়া আমরা কি রূপে এ ঘোর পাপ হইতে নিবর্ত্ত না হইব ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ (হে কৃষ্ণ! তুমি বিবেচনা কর) কুলক্ষয় করিলে চিরন্তন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং ধর্ম্মহানি হইলেই অবশিষ্ট কুলকে পাপে আক্রমণ করে ॥ ৩৯ ॥ এবং পাপের আক্রমণহেতু কুলকামিনী সকল ভ্রষ্টাচার হয় সুতরাং স্ত্রীলোকেরা নষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করে ॥ ৪০ ॥ ঐ বর্ণসঙ্করগণ, কুলের এবং কুলনাশকদিগের নরকের মূল কারণ, যেহেতু শ্রাদ্ধ তর্পণাদি লোপ হইবায় কুলনাশকদিগের পিতৃলোকেরা নরকে পতিত হয়েন ॥ ৪১ ॥ বর্ণসঙ্কর জন্মিবার কারণীভূত এই সকল দোষের দ্বারা কুলনাশকদিগের পুরুষানুক্রমে আচরিত জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হয় ॥ ৪২ ॥ এবং হে কৃষ্ণ! আমরা শুনিয়াছি, যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উচ্ছেদ যায়, তাহাদিগকে ধারাবাহিক নরকে বসতি করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥ হা! এরূপ মহা পাপ কার্য্যেতেও আমরা যত্ন করি যে—তুচ্ছ রাজ্যসুখাদির প্রলোভে আত্মীয়গণের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছি? ॥ ৪৪ ॥ অতএব আমি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলাম, ইহাতেও

স্বামিকৃত টীকা।

জ্ঞেয়ং, নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ তদেব দোষং দর্শয়তি কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ। উত অপি, অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি, প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥ এবং সতি, সঙ্করইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া যেষাং তে, তথা ॥ ৪১ ॥ উক্ত দোষমুপসংহরতি দোষৈরিত্যাদি দ্বাভ্যাং। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ। কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥ উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণং। অনুশুশ্রুম, শ্রুতবন্তোবয়ং। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ অহোবতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো-বয়ং অহোবত কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশাস্যম্ আহ যদিমামিত্যাদি। অকৃত-

রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ সঞ্জয়উবাচ। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থউপাবিশৎ। বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্ন-মানসঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সৈন্যদর্শনো-নাম-প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

সঞ্জয়উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্ট-মশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং। বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কুতস্ত্বাং কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং। অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্য-মকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥ মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥ অর্জ্জুনউবাচ। কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥ গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো-ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে। হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥ ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ। যানেব হত্বা ন জিজী-

স্বামিকৃত টীকা।

প্রতীকারং তুষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্তহিতং ভবেৎ, পাপনিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়উবাচ; এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে, রথোপস্থে রথস্যোপরি উপবিশেত। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য, স তথা ॥ ৪৬ ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়উবাচ তন্তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে অক্ষিণী যস্য তং তথা, উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥ তদেব বাক্যমাহ কুতইত্যাদি। কুতো-হেতো-স্ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতং, অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্য্যৈরসেবিতং অস্বর্গ্যং, অধর্ম্ম্যং অযশঃকরঞ্চ ॥ ২ ॥ তস্মান্মাক্লৈব্যমিত্যাদি। হে পার্থ, ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্মগমঃ ন প্রাপ্নুহি, যতস্ত্বয্যেতন্নোপপদ্যতে, যোগ্যং ন ভবতি, ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ, হে শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥ ন হি ক্লীবত্বেন যুদ্ধাদুপরতোস্মি কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদিত্যর্জ্জুন উবাচ কথমিত্যাদি। ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজায়া অর্হৌ যোগ্যৌ, তৌপ্রতি কথমহং যোৎস্যামি। তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচা যোৎস্যামীতি বক্তু মনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। অরিসূদন, হে শত্রুবিমর্দ্দন

যদ্যপি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা অস্ত্রধারী হইয়া আমাকে যুদ্ধে নষ্ট করে, তবে তাহাও আমার অত্যন্ত হিতজনক হইবে॥ ৪৫॥ (ইহার পরে অর্জ্জুন কি করিলেন সঞ্জয় তাহা কহিতেছেন) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! শোকব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া রথের উপরিভাগে অবসন্ন হইয়া বসিলেন॥ ৪৬॥

ব্যাসের কৃত শতসহস্র (অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার সৈন্যদর্শন নামক প্রথমাধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(ইহার পর অর্জ্জুন কি করিলেন, সঞ্জয় তাহা কহিতেছেন) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! উক্তপ্রকারে কৃপায় অভিভূত ও বারিপরিপূর্ণ নয়নদ্বয় ব্যাকুল বিষাদিত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা কহিতেছেন॥ ১॥ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানিলোকেরা যে মোহকে তুচ্ছ করেন আর যাহাতে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি জন্মে, এমন সঙ্কটসময়ে কি কারণ তোমাতে সেই মোহ উপস্থিত হইল? ॥ ২ ॥ হে বৈরিতাপন! তুমি এরূপ কাতর হইও না, যেহেতু এ প্রকার কাতরতা তোমার উপযুক্ত নহে, অতএব তুচ্ছ যে হৃদয়-কাতরতা তাহা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে গাত্রোত্থান কর॥ ৩ ॥ অর্জ্জুন কহিতেছেন। হে মধুসূদন! দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম, আমার পূজনীয়, যাঁহারদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করাও অযুক্ত হয়, আমি তাঁহারদিগের সহিত বাণদ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব॥ ৪॥ দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি যে এই সকল মহানুভব গুরুতর লোক, ইহাঁরদিগকে হত্যা করা নরকের কারণ, তাহা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়ঃকল্প (আর তাহাতে কেবল পরকালেই নরক এমত নহে) অর্থ এবং রাজ্যেতে আসক্ত এই সকল গুরু লোককে নষ্ট করিয়া ইহলোকেও ইহাঁরদিগের রক্তমিশ্রিত নরকতুল্য বিষয় ভোগ করিতে হইবে॥ ৫॥ আমরা ইহাঁদিগকে জয় করি কিম্বা ইহাঁরাই আমাদিগকে পরাজয় করেন, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌পক্ষ আমারদিগের গুরুতর হইবে তাহা জানা যায় না, আর যদি বা আমাদিগেরই জয় হয়, তাহাও ফলতঃ পরাজয়, ইহার

স্বামিকৃত টীকা।

॥ ৪ ॥ তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতিচেৎ তত্রাহ গুরূনিত্যাদি। অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়-উচিতং। বিপক্ষে তু, ন কেবলং পরত্র দুঃখং ইহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—গুরূন হত্বা ইহৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াং। ৫। কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো-বা ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত-ইত্যাহ ন চৈতদিত্যাদি। দ্বয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম-গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং

বিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥ কার্পণ্যদোষোপহত-
স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি
তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥ নহি প্রপশ্যামি
মমাপনুদ্যাদ্যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্যভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥ সঞ্জয়উবাচ। এবমুক্ত্বা
হৃষীকেশং গুড়াকেশং পরন্তপঃ। ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং
বভূবহ ॥ ৯ ॥ তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। সেনয়োরুভয়ো-
র্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানন্বশোচ
স্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ
॥ ১১ ॥ নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন
ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥ দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে

স্বামিকৃত টীকা

দর্শয়তি, কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয়—এবেত্যাহ যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছাম-স্তএ-
বৈতে সংমুখেঽবস্থিতাঃ। ৬। কার্পণ্যেত্যাদি। এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যামইতি কার্পণ্যং,
দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যলক্ষণো যস্য সোঽহং, ত্বাং
পৃচ্ছামি, তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোবাঽধর্ম্মো
বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো-মে যন্নিশ্চিতঃ শ্রেয়োযুক্তং স্যাত্তৎ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং
শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং, মাং শাধি শিক্ষয়। ৭ ॥ ত্বমেব বিচার্য্য যদ্যুক্তং
তৎ কুর্ব্বিতিচেৎ তত্রাহ, নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি শোষণকরং মদীয়ং
শোকং যৎকর্ম্মাপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন পশ্যামি, যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং
প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমেতৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং
ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যাহ সঞ্জয়উবাচ এবমিত্যাদি ॥ ৯ ॥
ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ তমুবাচেত্যাদি। প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ দেহাত্মনো
রবিবেকাদস্যৈবং শোকোভবতীতি তদ্বিবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানিত্যাদি।
শোকস্যাবিষয়ভূতানেব বন্ধূন্ অন্বশোচিতবানসি 'দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমুপস্থি-
তানিত্যাদিনা'। তত্র, কুতস্ত্বাং কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমিত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি,
পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন কেবলং
ভাষসে. ন তু পণ্ডিতোসি, যতো গতাসূন গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোপি বন্ধূন
বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥ অশোচত্বে হেতু
মাহ নত্বেবাহমিত্যাদি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ, লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরো-

কারণ এই যে যাহাঁরদিগের নিধনে আমরা প্রাণধারণ ইচ্ছা করি না ধৃতরাষ্ট্রের সেই সকল সন্তানেরাই যুদ্ধস্থলে পুরোভাগে উপস্থিত হইয়াছেন।। ৬।। কার্পণ্য, (অর্থাৎ বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব) এবং দোষ (অর্থাৎ কুল ক্ষয়জন্য পাপ) এই দুয়েতে আমার শূরত্বস্বভাবকে হত করিয়াছে এবং যুদ্ধ না করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তদ্বিষয়ে চিত্ত মোহিত হইয়াছে, অতএব হে কৃষ্ণ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার শাসনযোগ্য, এবং শরণাগত ব্যক্তি, অতএব আমাকে শিক্ষা দেও। ৭। আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেবতার আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখি না।।৮।। (ইহার পরে অর্জ্জুন কি করিলেন এই অপেক্ষাতে) সঞ্জয় কহিতেছেন। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! শত্রুতাপন ধনঞ্জয় পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল কহিয়া " আমি যুদ্ধ করিব না " গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বী হইলেন।। ৯ ।। এই সময়ে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে বিষাদাপন্ন অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নবদনে পরে লিখিত বাক্য সকল কহিতেছেন ।। ১০ ।। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে অর্জ্জুন! শোকের অযোগ্য যে বন্ধুবর্গ তাহারদিগের নিমিত্ত তুমি শোক করিতেছ (এবং " এই বন্ধুবর্গকে দেখিয়া আমার হস্তপদাদি সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইল " ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, তাহাতে " এমন সঙ্কট সময়ে কি কারণ তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল " ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রবোধ জন্মাইলেও) পণ্ডিতের ন্যায় কহিতেছ (দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম আমার পূজনীয় ইত্যাদি) কিন্তু কার্য্যে তুমি পণ্ডিতের ন্যায় নহ, যেহেতু বন্ধুবর্গ জীবিত কি মৃত পণ্ডিতেরা ইহাতে শোকাচ্ছন্ন হয়েন না (অর্থাৎ বন্ধুহীন হইয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব ? বিবেকিরা এরূপ শোক করেন না) ।। ১১ ।। হে অর্জ্জুন! আমার দেহের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে এই বলিয়া আমি পরমেশ্বর পূর্ব্বে ছিলাম না এমত নহে, যেহেতু আমি নিত্য। এবং তুমি, আর এই সকল রাজগণ কি পূর্ব্বে থাক নাই এমত নহে, আর এ দেহ নাশের পরেই কি সকলের স্থিতি হইবেক না তাহাও নহে (ফলত আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত সুতরাং শোকের যোগ্য ।। ১২ ।। যদি বল তুমি পরমেশ্বর, তোমার জন্ম মৃত্যু নাই, একথা যথার্থ

স্বামিকৃত টীকা।

ভাবেঽপি, নাসমিতি নৈব, অপিত্বাসমেব, অনাদিত্বাৎ। ন চ ত্বং নাসীর্নাভূঃ অপিত্বাসীরেব, ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন, অপিত্বাসন্নেব, মদংশত্বাৎ। তথাতঃ পরং উত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম-এব, জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা-ইত্যর্থঃ ।। ১২ ।। নম্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ দেহিন

কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি-র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো-বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্ব নয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥ অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥ অন্তবন্ত-ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ যএনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ ন জায়তে ম্রিয়তে বা

স্বামিকৃত টীকা।

ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাঽস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব, নতু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থা নাশেনাবস্থান্তরোৎপত্তাবপি সএবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তর প্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনা ন তাবদাত্মনোনাশঃ, জাত মাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্, তত্র তয়োর্দ্দেহনাশোৎপত্ত্যো ন মুহ্যতি। আত্মৈব জাতো-মৃতশ্চেতি ন মন্যতে। ১৩। ননু তানহং ন শোচামি কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজনং মামেবেতিচেত্তত্রাহ মাত্রাস্পর্শাইতি। মীয়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, তাসাং স্পর্শা বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তেত্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরা, অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রয়চ্ছন্তি, এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রয়চ্ছন্তি। তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং, নতু তন্নিমিত্ত হর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ যংহীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সমে দুঃখসুখে যস্য স, তং, তৈরবিক্ষিপ্যমানো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যোভবতি ॥ ১৫ ॥ ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমপি দুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনাশস্যাপি সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ নাসত ইত্যাদি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে, এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তঃ নির্ণয়ো দৃষ্টঃ তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ এবমুভবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬। তত্র সৎস্বভাবমবিনাশিবস্তুসামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি। অবিনাশিত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মকং দেহাদি ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তত্তু আত্মস্বরূপং, অবিনাশি বিনাশশূন্যং, তদ্বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ বিনাশমিতি। ১৭। আগমাপায়ধর্ম্মকমসৎ সন্দর্শয়তি অন্তবন্ত ইত্যাদি। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য অতএবানাশিনঃ। ইমে সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম

বটে, কিন্তু জীবের উৎপত্তি নাশ প্রসিদ্ধ আছে, ইহার উত্তর এই যে) দেহাভি-মানি জীবাত্মার বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাবস্থা যেমন কেবল এই স্থূলশরীরের দ্বারা হয়, বাস্তবিক নহে, সেইরূপ আত্মা এক দেহ নষ্ট হইলে অন্য দেহে গমন করেন (এতাবতা আত্মার বিনাশ হয় এমত নহে) অতএব পণ্ডিত লোক আত্মার জন্ম মৃত্যু মানিয়া মোহিত হয়েন না।। ১৩ ।। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সকলের যে সম্পর্ক আছে তাহার স্বভাবে যথাকালে শীত, উষ্ণ, আত্মীয়-গণের সংযোগ, বিয়োগ, সুখ, দুঃখ জন্মে কিন্তু সে ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক অনিত্য এবং তজ্জন্য শীত উষ্ণাদিও চিরস্থায়ী নহে, অতএব হে অর্জ্জুন! এই সকল ক্ষণিক শীতোষ্ণাদি সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্ত হর্ষবিষাদযুক্ত হওয়া উচিত নহে।। ১৪ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সকল ইন্দ্রিয়-সংসর্গ যে পুরুষের ক্লেশজনক না হইতে পারে সেই ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখে সমান ভাবে থাকিয়া মোক্ষের যোগ্য হয়েন।। ১৫ ।। (যদি বল অতিশয় শীতোষ্ণাদি সহ্য করিতে গেলে আত্মনাশের আশঙ্কা হয় একথার উত্তর এই যে) অসৎ অনিত্য যে শীতোষ্ণাদি তাহা আত্মাতে বর্ত্তে না এবং সৎস্বভাব যে আত্মা কদাচ তাঁহার নাশ হয় না, এই নিত্যানিত্য দুই বিষয়ের অন্ত জ্ঞানিলোকেরাই জানিতে পারেন (অর্থাৎ এই বিবেচনার দ্বারাই তাঁহারা এই সকলকে সহ্য করিয়া থাকেন)।। ১৬ ।। (পূর্ব্বশ্লোকে সামান্যা-কারে সৎ বস্তুর অবিনাশিত্ব কহিয়া বিশেষরূপে আত্মার বিনাশাভাব কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! যে আত্মা এই জগৎকে ব্যাপিয়া বিরাজমান, তাঁহাকে বিনাশরহিত জানিবা, যেহেতু তাঁহার বিনাশ কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে।। ১৭ ।। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বদা এক রূপ ও বিনাশরহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা তাঁহার দেহেরই কেবল বিনাশ হয়, অতএব তুমি শোক মোহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হও।। ১৮ ।। যে লোক আপনাকে আত্মার বিনাশকর্ত্তা জ্ঞান করে এবং যাহার নিশ্চয় বোধ আছে আত্মা মরেন তাহারা দুই জন কিছুই জানে না, যেহেতু আত্মার হন্তা কেহই নাই এবং তাঁহার বিনাশও হয় না।। ১৯।। জন্য বস্তুর ছয়প্রকার বিকার

স্বামিকৃত টীকা

দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।০ তস্মাদেবমাত্মনো ন বিনাশঃ, নচ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ । তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মাত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ । ১৮ । তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তশোকোনি-বারিতঃ, যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তং 'এতান্ন হন্তুমিচ্ছামীত্যাদিনা' তদপি তদ্বদেব নির্নি-মিত্তমিত্যাহ যএনমিত্যাদি । এনমাত্মানং হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ, তত্র হেতুর্নায়মিতি ।। ১৯ ।। ন হন্যতইত্যেতদেব ষড়্ভাব-বিকার শূন্যত্বে দ্রঢ়য়তি ন জায়ত ইত্যাদি জন্মপ্রতিষেধঃ । ন ম্রিয়তে চেতি বিনাশপ্রতিষেধঃ; বা শব্দশ্চার্থে । ন চায়ং ভূত্বা

কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো-নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ বেদাবিনাশিনং নিত্যং যএনমজমব্যয়ং। কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১ ॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥ নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো-ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥ অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে। তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥ অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং। তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥ জাতস্য হি ধ্রুবো-মৃত্যু

স্বামিকৃত টীকা

উৎপাদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপইতি জন্মান্তরাস্তিত্বলক্ষণ দ্বিতীয়-বিকারপ্রতিষেধঃ, তত্র হেতুঃ যস্মাদজঃ, যোহি জায়তে সহি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে, নতু যঃ স্বত-এবাস্তি স ভূয়োপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভবঃ ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণইতি পরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নবএব, নতু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। ২০। অতএবং বৃদ্ধ্যাদ্যভাবেঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ-ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যং, অব্যয়ং অপক্ষয়শূন্যং, অজমবিনাশিনঞ্চ যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি, কথং হন্তি, এবস্তু তস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকোভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি, ন কঞ্চিদপি ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন মমাপি প্রয়োজকত্বং তত্রাসদ্দৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ॥ ২১ ॥ নম্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয় শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতিচেৎ তত্রাহ বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাচ্চ, তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকানবকাশং ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসা[illegible]ং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটী করোতি নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি। ২৩। তত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্যইত্যাদিনা সার্দ্ধেণ। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়ং অক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ। দ্রবত্বাভাবাদশোষ্যইতি। ইতশ্চ ক্লেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী, সর্ব্বত্রগঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ, রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। ২৪। অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যঃ মনসোপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর-ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদাবক্তিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি, উপসংহরতি তস্মাদেবমিত্যাদি। ২৫। তদেব-মাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য

আছে, তাহার প্রথম, জন্ম, দ্বিতীয় জন্মের পর মৃত্যুর পূর্ব্বে অস্তিত্ব ব্যবহার; তৃতীয়, বৃদ্ধি, চতুর্থ, রূপান্তর গ্রহণ, পঞ্চম, হ্রাসতা, ষষ্ঠ, বিনাশ। কিন্তু আত্মার এ সকল বিকার সম্ভব হয় না, যেহেতু তিনি জন্মরহিত এবং সর্ব্বদা সমান-রূপ হয়েন, শরীরের নাশে কদাচ তাঁহার নাশ হয় না ॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি আত্মাকে হ্রাস বৃদ্ধি ও জন্ম-মৃত্যু রহিত বলিয়া জানে, সে কাহাকে মারিতে প্রবর্ত্ত হইবে ? আর, স্বয়ং প্রেরক হইয়া অন্যদ্বারাই বা কি প্রকারে কাহাকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়? (অতএব তুমি যে আপনাকে বধের কর্ত্তা জ্ঞান করিতেছ এবং আমাকে প্রয়োজক মানিতেছ, এ ভ্রম-বুদ্ধি পরিত্যাগ কর) ॥ ২১ ॥ (যদি বল—আত্মাই যেন বিনাশরহিত হইলেন, তাঁহার মরণ মানিয়া ব্যাকুল হই না কিন্তু শরীরের নাশ ভাবিয়া শোক করিতেছি ইহার উত্তর এই যে) লোকেরা যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নবীন বস্ত্র পরিধান করেন, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ কর্ম্মাধীন শরীরপরিগ্রহ অবারিত, ইহাতে শরীরনাশ ভাবিয়া শোকের বিষয় কি ?) ॥ ২২ ॥ (বধের কারণাভাব দর্শাইয়া এইক্ষণে প্রকাশ করিয়া আত্মার অবিনাশিত্ব কহিতেছেন) এই আত্মা অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন এবং অগ্নিদ্বারা দাহিত ও জলদ্বারা গলিত এবং বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয়েন না; যেহেতুক আত্মা ছেদনের ও দাহের এবং গলনের ও শোষণের অযোগ্য হয়েন। ইহার কারণ এই যে, তিনি বিনাশরহিত, এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম, সর্ব্বত্র স্থিত ও স্থিরস্বভাব এবং অচল ও আদিরহিত ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ পূর্ব্বে২ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন এই আত্মা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর এবং মনও ইহাঁকে জানিতে পারে না, আর হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যও নহেন, অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক ত্যাগ কর ॥ ২৫ ॥ (আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই; এ পক্ষে শোকের অকর্ত্তব্যতা দেখাইলেন, পক্ষান্তরে শরীরের জন্ম-মৃত্যুতে আত্মার জন্ম মৃত্যু স্বীকার করিলেও শোকচিন্তা অকর্ত্তব্য, অথ ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন) যদ্যপি শরীরের জন্মেতেই আত্মার জন্ম এবং শরীরের নাশেতেই আত্মার নাশ হয় এরূপ স্বীকার কর, হে মহাবাহো! তথাপি তুমি এরূপ শোকাকুল হইতে পার না ॥ ২৬ ॥ (ইহার কারণ এই যে) যে ব্যক্তি জন্মে, তাহার মৃত্যু অবধারিত

স্বামিকৃত টীকা।

ইত্যুক্তং, ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে, তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, স্বপুণ্যপাপয়োস্তৎ ফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥ কুতইত্যত—আহ জাতস্যহীত্যাদি।

ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭॥ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত। তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥ অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥ অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং। সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো-ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥ অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

হি যস্মাজ্জাতস্যারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো-নিশ্চিতঃ। মৃতস্য তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব। তস্মাদেবমপরিহার্য্যেহর্থেঽবশ্যং ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুমর্হসি, শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥ কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনোজন্মমরণে শোকোন কার্য্য-ইত্যতআহ, অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদিরুৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি, করণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তং অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তং নিধনং, বিনাশঃ প্রলয়োযেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি, স্বকারণে লীনানি। তানীমান্যেবং ভূতান্যেব তত্র তেষু কা পরিদেবনা, কঃ শোকনিমিত্তোবিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবন্ধুম্বিব শোকা ন যুজ্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মজ্ঞানাদেব? ইত্যাশয়েনাত্মনোদুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি, অসম্ভাবনাভিভূ[illegible] তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যোবদতি। শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চ শব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যং ॥ ২৯ ॥ তদেবং দুর্ব্বোধনাত্মকত্বং সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীত্যাদি ॥ ৩০ ॥ যথোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে" ইতি, তদপ্যযুক্তমিত্যাহ স্বধর্ম্মমপীত্যাদি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি তত্রাহ ধর্ম্ম্যাদিতি ধর্ম্মাদনপেতাৎ, ন্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১ ॥ কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপাগতে কুতোবিকম্পস্ব ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েত্যাদি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিত

আছে এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যই হয়, অতএব যে জন্ম-মরণের পরিহার নাই, তুমি জ্ঞানবান হইয়া এমত বিষয়ে শোক করণের যোগ্য নহ ॥ ২৭ ॥ শরীর সকল, জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত (অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন) থাকে, তৎপরে কারণবশতঃ জন্মিয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ মরিয়া সেই অব্যক্ত কারণে লয় পায়, অতএব এমন দেহের নাশনিমিত্ত বিলাপ কি আছে ? ॥ ২৮ ॥ (তবে যে পণ্ডিত লোকেরাও এ রূপ বিষয়ে মোহিত হয়েন তাহার কারণ এই যে) কোন২ ব্যক্তি শাস্ত্র দেখিয়া এবং আচার্য্যের নিকট উপদেশ পাইয়াও ইন্দ্রিয়ের অগোচরত্ব প্রযুক্ত নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাব আত্মাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় অঘটমান দেখেন, আর এই রূপ এক ব্যক্তি বাক্যে উপদেশ করেন এবং শ্রোতা ব্যক্তিও শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য ভাবেন, অতএব দেখিয়া, বলিয়া, শ্রবণ করিয়াও কোন২ ব্যক্তি অঘটমান বোধে আত্মাকে বিশেষ রূপে জানিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥ (পুনশ্চ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে আত্মোপদেশ কহিতেছেন) হে ভারত ! সকল শরীরেই আত্মা নিত্য এবং অবধ্যরূপে বিরাজমান, অতএব প্রাণির জন্য শোকাকুলতা প্রকাশ তোমার অকর্ত্তব্য হয় ॥ ৩০ ॥ (আত্মার নাশাভাব স্থির হইল, এইক্ষণে অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ে কহিয়াছেন "আমার শরীরে কম্প হইতেছে, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি না তাহাতে চিত্ত মোহিত" ভগবান ইহার উত্তর করিতেছেন) হে ধনঞ্জয় ! যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, তাহা না দেখিয়া কম্পনপ্রকাশ অনুচিত, যেহেতু ন্যায়োপাত্ত যুদ্ধ অপেক্ষা আর কিছুই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম নহে ॥ ৩১ ॥ প্রার্থনাব্যতীত স্বয়ং উপস্থিত যে যুদ্ধ তাহা অবারিত স্বর্গদ্বারস্বরূপ, হে পার্থ ! সৌভাগ্যশালি ক্ষত্রিয়েরা এরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২ ॥ ইহাতেও যদ্যপি তুমি ধর্ম্মজনক এই সংগ্রাম না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপাশ্রিত হইবা ॥ ৩৩ ॥ এবং লোকেরা তোমার এই অক্ষয় অকীর্ত্তি কহিবেন, কিন্তু সম্ভাবিত ব্যক্তির যে অকীর্ত্তি সে মরণ হইতেও অধিক হয় ॥ ৩৪ ॥ বিশেষত এই সকল বীরগণ তোমাকে যুদ্ধ হইতে ভয়প্রযুক্ত নিবর্ত্ত জ্ঞান করিবেন, সুতরাং পূর্ব্বে যাহারা তোমাকে অধিক পরাক্রমী জানিত এইক্ষণে তাহাদিগের নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইবা ॥ ৩৫ ॥ এবং তোমার বিপক্ষেরা

স্বামিকৃত টীকা।

মেবোপপন্নং প্রাপ্তং ঈদৃশমেব যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যাএব লভন্তে, যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবেতি" যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥ বিপর্য্যয়ে দোষমাহ অথচেদিত্যাদি ॥ ৩৩ ॥ কিঞ্চাকীর্ত্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীং, সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য, অতিরিচ্যতে অধিকো ভবতি ॥ ৩৪ ॥ যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতঃ সম্মানিতঃ তএব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি। ৩৫ ॥ কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তচ্ছত্রবো

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরং নু কিম্ ।। ৩৬ ।। হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনি-শ্চয়ঃ ।। ৩৭ ।। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈনং পাপমবাপ্স্যসি ।। ৩৮ ।। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো-যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ।। ৩৯ ।। নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো-ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ।। ৪০ ।। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরু-নন্দন। বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ।। ৪১ ।। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ।। ৪২ ।। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষ-

স্বামিকৃত টীকা।

বদিষ্যন্তি ।। ৩৬ ।। যদুক্তং "নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদিবা নো জয়েযুরিতি" তত্রাহ হতোবেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ।। ৩৭ ।। যদপ্যুক্তং পাপমেবাশ্রয়ে-দস্মান্ হত্বৈতানাততায়িন-ইতি তত্রাহ সুখদুঃখ ইত্যাদি। 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি, তৎকারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা। এতেষাং সমত্বকারণ হর্ষবিষাদরাহিত্যং। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধোভব, লাভসুখাদ্যভিভাবং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ।। ৩৮ ।। উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা', সম্যক্জ্ঞানং; তস্মিন্ প্রকাশ-মানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং, তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষ' তবাভিহিতা, এবমভিহিতায়া অপি তব চেদাত্ম তত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি, তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগেত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু ।। ৩৯ ।। ননু কৃষ্যাদি কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগে কর্ম্মবন্ধপ্রহরণং? তত্রাহ, নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগে-ঽতিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্ন-বৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতোভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, নতু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ।। ৪০ ।। কুতইত্যপেক্ষায়াং ... বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈ কনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাং তদ্বহির্ম্মুখানাং কামিনাং (কামানামানন্ত্যাৎ, অনন্তাস্তত্রাপি) কর্ম্মফলগুণফলাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়োভবন্তি ।। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি তদ্বিধীয়তে, ন চ বৈগুণ্যমপি, ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, নতু তথা কাম্যং কর্ম্ম অতো মহদ্বৈষম্যমিতিভাবঃ ।। ৪১ ।। ননু কামিনোপি কষ্টান কামান বিহায় ব্যবসায়াত্মিকা-মেব বুদ্ধিং কিং ন কুর্ব্বন্তি? তত্রাহ যামিত্যাদি। পুষ্পিতবিষলতাবদাপাতরমণীয়াং প্রকৃষ্টাং,

বিস্তর অযোগ্য বাক্য কহিবে আর তোমাকে নিন্দা করিবে, ইহা হইতে অধিক দুঃখ আর কি আছে॥ ৩৬॥ (প্রথমাধ্যায়ে অর্জ্জুন কহিয়াছেন "জয় পরাজয় দুয়ের মধ্যে আমারদিগের কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ তাহা জানি না" এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকের দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন) এই যুদ্ধে যদ্যপি মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গ, আর যদি জয়যুক্ত হইতে পার তবে পৃথিবী লাভ করিবা, অতএব হে কুন্তীনন্দন! যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়া গাত্রোত্থান কর॥ ৩৭॥ (প্রথমাধ্যায়ে অর্জ্জুন আরো কহিয়াছেন "এই সকল আততায়িকে নষ্ট করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে" এইক্ষণে তাহারো উত্তর করিতেছেন) সুখ, দুঃখ এবং তাহার কারণ লাভালাভের মূলীভূত জয় পরাজয় এ সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া (অর্থাৎ তন্নিমিত্ত হর্ষ বিষাদ রহিত হইয়া) স্বধর্ম্ম বোধে যুদ্ধে সন্নদ্ধ হও, এরূপ করিলে হত্যাজনিত পাপ হইবেক না॥ ৩৮॥ আত্মতত্ত্ববিষয়ে যেরূপ জ্ঞান করিতে হয়, তোমাকে তাহা কহিলাম, এইক্ষণে তাহার কারণীভূত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-বিষয়ে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম বন্ধন মুক্ত হইবেক, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩৯॥ কামনারহিত হইয়া আরম্ভ করিলে এ কর্ম্ম নিষ্ফল হয় না, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, মন্ত্রাদিরূপ অঙ্গহানি হইলেও তাহাতে পাপ নাই, বরঞ্চ পরমেশ্বরোদ্দেশে আচরিত অল্প কর্ম্মও সংসারস্বরূপ মহাবন্ধন হইতে রক্ষা করে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ না হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য কর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল হয় না)॥ ৪০॥ (নিষ্কাম কর্ম্ম কি হেতুক নিষ্ফল হয় না, এই অভিপ্রায়ে নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখাইতেছেন) হে কুরুনন্দন! নিষ্কাম কর্ম্ম বিষয়ে পরমেশ্বরভক্তিদ্বারা অবশ্য পরিত্রাণ পাইব এই রূপ নিশ্চয় বুদ্ধি, কেবল পরমেশ্বরনিষ্ঠা হইয়া থাকে, আর কামনা, কর্ম্মফল, গুণফল অনন্ত, এ কারণ পরমেশ্বরনিষ্ঠারহিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি নানাপ্রকার হয়॥ ৪১॥ বিষলতার ন্যায় আপাতত মনোরঞ্জক বাক্য (অর্থাৎ স্বর্গ অথবা পুত্র-ধনাদি-কামনাতে যাগ করিলে স্বর্গ ও পুত্রধনাদি লাভ হয় ইত্যাদি বোধক যে বেদবাক্য) যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাকে প্রতিপন্ন করে, হে অর্জ্জুন! তাহারা ঐ সকল ফলপ্রদর্শক বেদবাক্যে দার্ঢ্য করিয়া বলে যে, প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরতত্ত্ব ইহার অতিরিক্ত নাই॥ ৪২॥ ঐ সকল লোকদিগের চিত্ত, কামনাতে

স্বামিকৃত টীকা।

পরমার্থফলপরামিব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং, তেষাং, তয়া বাচাঽপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে, ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি যতোঽবিপশ্চিতোমূঢ়ঃ, তত্র হেতুঃ বেদে যে বাদা অর্থবাদা "অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্ম্মাস্যয়াযিনঃ সুকৃতং ভবতি, তথা, অপামসোম মমৃতা অভুম" ইত্যাদ্যাঃ; তেম্বেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ॥ ৪২॥ অতএব কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতএব স্বর্গএব পরঃ পুরুষার্থো

বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি ॥ ৪৩ ॥ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥ ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন। নির্দ্বন্দ্বো-নিত্যসত্ত্বস্থো-ঽনির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥ যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥ যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।

স্বামিকৃত টীকা

যেষাং তো জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণিচ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি, তথা, তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে, বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুসঙ্গঃ ॥ ৪৩ ॥ ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতমাকৃষ্টং চেতোযেষাং। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকমুখ্যত্বং তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে, কর্ম্মকর্ত্তরিপ্রয়োগ নোৎপদ্যতইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥ ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎ সাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে তত্রাহ ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইত্যাদি, ত্রিগুণাত্মকা সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ, কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ ; ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যোভব। তত্রোপায়মাহ, নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি, তদ্রহিতোভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত্রাহ নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারোযোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ, তদ্রহিতঃ আত্মবান্ অপ্রমত্তঃ, নহি ব্যাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাকুলিতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥ নন বেদোক্তকামনাপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানর্থ ইত্যাদি। উদকং পীয়তে যস্মিন্নিত্যুদপানং বাপীকূপাদিঃ তস্মিন স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নস্যার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র পরিভ্রমণে চ বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থপ্রয়োজনং ভবতি তাবান সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎ কর্ম্মফলভূতোঽর্থস্তাবান সর্ব্বোঽপি বিজা[illegible]ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব, ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্হিতত্ত্বাৎ। এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি, মাত্রামুপজীবন্তীতিশ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তর্হি সর্ব্বকর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধ্যায় প্রবর্ত্তেতেত্যাশঙ্ক্য তন্নিবারয়ন্নাহ, কর্ম্মণীত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুষ্বধিকারো–মাস্তু। ননু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব, ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ, মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ, কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য তথা মাভূঃ, কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধনং ভবিষ্যতীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মকরণেঽপি তব সঙ্গো-

ব্যাকুল, তাহারা স্বর্গকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে, অতএব যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় এবং পুনরায় কর্ম্ম ও তজ্জন্য ফল পাওয়া যায়, ঐ সকল কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য যাহা ঐশ্বর্য্য-সুখভোগের লোভপ্রদর্শক হয়, তাহা-কেই প্রধান বলে।। ৪৩।। যে সকল ব্যক্তির কেবল ঐশ্বর্য্য-সুখভোগেতে আসক্তি এবং পূর্ব্বোক্ত মনোরঞ্জক বেদবাক্যদ্বারা চিত্ত আকর্ষিত হইয়াছে, পরমেশ্বর-মুখ্যবোধে তাহাদিগের নিষ্ঠা হয় না, (অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরভক্তিদ্বারাই পরিত্রাণ পাইব, তাহাদিগের এরূপ নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মে না)।। ৪৪।। (যদি বল স্বর্গাদি ফল যদ্যপি প্রধান না হয়, তবে বেদের মধ্যে তাহার বিধান কি নিমিত্ত হইল? এ কথার উত্তর এই যে) যাহারা কর্ম্মজন্য ফল ইচ্ছা করে, তাহাদিগের প্রতিই স্বর্গাদিফলপ্রদর্শক বেদ সকল কথিত হইয়াছে, কিন্তু হে অর্জ্জুন, তুমি নিষ্কামী হও।। ৪৫।। অল্প জলবিশিষ্ট নানা কূপ-তড়াগাদিতে ভ্রমণদ্বারা যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, এক মহাহ্রদেতেই যেমন সে সমুদায় নিষ্পন্ন হয়, সেই রূপ "কেবল পরমেশ্বরভক্তিতেই পরিত্রাণ পাইব" এই বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বেদ বিহিত সমুদায় কর্ম্মজন্য ফলপ্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দলাভেতেই তদন্তঃপাতি ক্ষুদ্রানন্দ লাভ হয়)।। ৪৬।। (যদি বল কেবল পরমেশ্বর-ভক্তিদ্বারাই সকল কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইব, এই বুদ্ধি করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানেতেই কেন প্রবর্ত্ত না হই? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই যে) তুমি তত্ত্ব জ্ঞানার্থী হইয়া ও কর্ম্ম করিতে পার কিন্তু কর্ম্মের ফলকামনাতে কদাচ তোমার অধিকার নাই, যেহেতু কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা জন্ম-মরণাদিরূপ বন্ধনের কারণ হয় না, অতএব কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ, এই ভাবিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হও।। ৪৭।। (তবে কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন) কর্ম্মের ব্যবহিত ফল যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার সিদ্ধি অসিদ্ধিকে সমান বোধ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু কর্ম্মফলের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যে সমতাবোধ তাহাকেই যোগ কহেন।। ৪৮।। কেবল পরমেশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তদপেক্ষা সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত নিন্দিত হয়,

স্বামিকৃত টীকা।

নিষ্ঠা মাস্তু।। ৪৭।। কিং তর্হি যোগস্থইত্যাদি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তস্য ফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত-এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগউচ্যতে সদ্ভিঃ, চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ।। ৪৮।। কাম্যন্তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ দূরেণহ্যবরং কর্ম্মেত্যাদি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগঃ বুদ্ধিসাধনভূতোবা, তস্মাৎ সকামাদন্যৎ কাম্যং কর্ম্ম

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯॥ বুদ্ধিযুক্তো-জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ॥ কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥ যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥ শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলাবুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ অর্জ্জুনউবাচ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ ৫৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ-

স্বামিকৃত টীকা।

দুরেণাবরং অত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ ॥ ৪৯ ॥ বুদ্ধিযোগশ্চ শ্রেষ্ঠইত্যাহ, বুদ্ধিযুক্তইত্যাদি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুষ্কৃতং নিরয়প্রাপকং, তে উভে, ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন ত্যজতি। তস্মাত্তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥ কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমেবাহ কর্ম্মজমিত্যাদি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মকুর্ব্বাণা মনীষিণো-জ্ঞানিনো-ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥ কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেত্যাদি দ্বাভ্যাং। যদেত্যাদি, মোহো-দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিঃ, স-এব কলিলং, "কলিলং গহনং দুর্গমিতি" কোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধিঃ দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি; তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ততশ্চ শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেত্যাদি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকমর্থশ্রবণৈ-র্বিপ্রতিপন্না ইতঃপূর্ব্বং বিবিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্[illegible] সমাধৌ স্থাস্যসি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ, পরমেশ্বরঃ. তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরানাকৃষ্টা, অতএবাচলা,অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিতা সতী যদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥ পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যার্থতত্ত্বস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ, স্থিতপ্রজ্ঞস্যেত্যাদি। স্বাভাবিকযোগকে সমাধৌ স্থিতস্য। অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য কা ভাষা, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা, লক্ষণমিতি যাবৎ; কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ-উচ্যতইত্যর্থঃ। তথা স্থিতধীঃ কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গসাধনান্যাহ যাবদধ্যায় সমাপ্তিং।

অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ফল ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অভিলাষী হইয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা ক্ষুদ্র হয়॥ ৪৯॥ স্বর্গ-নরকাদি ভোগের কারণ যে পুণ্য-পাপ, জ্ঞানবান ব্যক্তি পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ সে উভয়কে এ জন্মেই পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হও; যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, পরমেশ্বরারাধনার্থ সেই কর্ম্ম করিয়া মোক্ষসম্পাদনরূপ যে কৌশল ইহাকেই যোগ কহি॥ ৫০॥ বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞান পাইয়া জন্মমরণাদিরূপ বন্ধন মুক্ত হইয়া সকল উপদ্রব রহিত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন॥ ৫১॥ এই রূপে ক্রমশঃ পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম করিয়া যখন তোমার বিশেষ বোধ হইবে যে, শরীর হইতে আত্মা পৃথক্, তখন যাহা শ্রবণ করিয়াছ এবং যত শুনিবা সে সকলেতেই অত্যন্ত বৈরাগ্য জন্মিবে॥ ৫২॥ লোকহইতে ও বেদহইতে নানাপ্রকার শ্রবণদ্বারা অস্থির হইয়াছে যে তোমার বুদ্ধি, তাহা যখন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া অভ্যাসাধীন কেবল পরমেশ্বরেতেই নিশ্চলরূপে অবস্থিত হইবেক, তখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবা॥ ৫৩॥ এইক্ষণে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে কেশব! পরমেশ্বরেতে নিশ্চল বুদ্ধিযুক্ত স্থিরপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির চিহ্ন কি? আর তিনি কি রূপ কথা কহেন এবং কিপ্রকার থাকেন ও কি রূপেই বা গমন করেন? আমাকে এই সকল বিশেষ করিয়া বল॥ ৫৪॥ (ভগবান দুই শ্লোকের দ্বারা প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন) হে পার্থ! যখন মনোগত সকল বিষয়াভিলাষ দূর হয়, আর পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে স্বয়ং সন্তোষ জন্মে, তখন সেই ব্যক্তিকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া কহেন॥ ৫৫॥ দুঃখ পাইলে যাঁহার বিষাদ না হয়, আর সুখভোগেতেও ইচ্ছা না থাকে এবং যখন বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধ, পরিত্যাগ হয়, তখন সেই মুনিকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহেন॥ ৫৬॥ (স্থিতপ্রজ্ঞ কি রূপ কথা কহেন ইহার উত্তর এই যে) যে ব্যক্তি পুত্র মিত্রাদির প্রতি অন্তরে স্নেহশূন্য হয়েন, আর অবশ্য ভাবি সুখ দুঃখেতে স্পৃহা-দ্বেষ রহিত হইয়া নির্ভয়ে উদাসী-

স্বামিকৃত টীকা।

তত্র চ প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাহ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাং। প্রজহাতীত্যাদি। মনসি স্থিতান্ কামান যদা প্রকর্ষেণ জহাতীতি। ত্যাগে হেতুমাহ, আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে, আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট-ইতিআত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ--উচ্যত-ইত্যর্থঃ॥ ৫৫॥ কিঞ্চ দুঃখেষনুদ্বিগ্নেত্যাদি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নং অক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ, তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে॥ ৫৬॥ কথং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ য ইত্যাদি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ। অতএব বাধিতধূত্যা তত্র-

স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥ যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥ যততো-হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তআসীত মৎপরঃ। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো-বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

শুভং অনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি কিন্তু কেবলমুদাসীনএব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ কিঞ্চ যদেত্যাদি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি। অনায়াসেন সংহারে দৃষ্টান্তঃ—অঙ্গানি মুখচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮ ॥ ননু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি? জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চৈব বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাত্তত্রাহ বিষয়াইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো—দেহিনো—দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবা বিনিবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসোরাগোভিলাষস্তদ্বর্জ্জং অভিলাষস্তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রসোরাগোপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো—নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন ভবত্যতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্যইত্যাহ যততোহ্যপীতি দ্বাভ্যাং। যততোহ্যপীতি, যততোমোক্ষে প্রযতমানস্যাপি বিপশ্চিতো বিবেকিনোপি মনইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি, যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকানি ॥ ৬০ ॥ যস্মাদেবং তস্মাত্তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তআসীত ইত্যাদি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত। যস্য বশে বশবর্ত্তিনি, এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরমুক্তম্ভবতি ॥ ৬১ ॥ বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা, মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ ধ্যায়তইত্যাদি দ্বাভ্যাং। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুরুষস্য তেষু সঙ্গ—আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষধিকঃ কামোভবতি, কামাচ্চ যেন কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥ কিঞ্চ ক্রোধাদিত্যাদি, ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ। ততশ্চ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থ স্মৃতের্ব্বিভ্রমঃ বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ বৃক্ষাদিম্বিবাভিভবঃ। ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যোভবতি ॥ ৬৩ ॥ নম্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবলস্বভাবানাং নিরোদ্ধমশক্যত্বাদয়ং দোষো

নের ন্যায় বাক্য কহেন, তাঁহারই বুদ্ধি ঈশ্বরনিষ্ঠা হয়।। ৫৭।। কচ্ছপ যেমন হস্ত পাদাদি সকল ইন্দ্রিয়কে স্বভাবতঃ শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত করে, সেই রূপ জ্ঞানবান ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে সকল ইন্দ্রিয়কে অনায়াসে নিবর্ত্ত করিতে সক্ষম হয়েন, তখন তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানী কহি।। ৫৮।। (যদি বল তত্তদিন্দ্রিয়-রহিত ব্যক্তিদিগেরও বিষয়নিবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তবে তাহাদের হইতে জ্ঞানিদিগের বিশেষ কি? এ আশঙ্কার উত্তর করিতেছেন) ইন্দ্রিয়রহিত অজ্ঞান লোকদিগের বিষয়বাসনা নিবৃত্তি হয় ইহা যথার্থ বটে কিন্তু তাহাদিগের মনোগত অভিলাষ দূর হয় না, পরন্তু পরমেশ্বরদৃষ্টিদ্বারা ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সকল অভিলাষ নিবৃত্তি হয়।৫৯।। (বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের নিবৃত্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, এ কারণ দুই শ্লোকের দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনের আবশ্যকতা দর্শাইতেছেন) বিবেকি ব্যক্তিও যদ্যপি মোক্ষের প্রতি যত্ন আরম্ভ করেন তথাপি ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়বর্গ মনকে বলপূর্ব্বক বিষয়েতে আকর্ষণ করে, অতএব যত্নপূর্ব্বক ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া যোগিব্যক্তি আমাতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরেতে) একমনা হইয়া থাকিবেন, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত হয় তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞ কহা যায়। (এই শ্লোকের দ্বারা, ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি কিরূপ থাকেন, এ জিজ্ঞাসারও উত্তর করা হইল অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইয়া স্থিতি করেন)।। ৬০।। ।। ৬১।। (চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়দমনাভাবে দোষ দর্শাইয়া মনের দমনাভাবে দোষ কহিতেছেন) যে পুরুষ নিরন্তর বিষয় ভাবনা করেন তাঁহার সেই সকল বিষয়েতে আসক্তি জন্মিয়া ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে, তৎপরে অভিলাষের কোন ব্যাঘাত হইলে সেই অভিলাষে ক্রোধ উপস্থিতি করে, ক্রোধ হইলে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা হয় না, বিবেচনাশূন্য হইলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ এবং আচার্য্যের উপদেশবাক্য স্মরণ থাকে না, স্মরণের অভাবে চেতনা ত্যাগ পায়, সুতরাং চৈতন্য শূন্য হইলে মৃততুল্য হয়।। ৬২।। ৬৩।। (যদি বল ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত অতএব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবর্ত্ত করা অতি কঠিন, এ কথার উত্তর এই যে) মনকে বশীভূত করিয়া মনের অধীন অথচ রাগদ্বেষরহিত যে ইন্দ্রিয় সকল তদ্দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।। ৬৪।। শান্তি হইলে

স্বামিকৃত টীকা।

দুষ্পরিহর ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ রাগদ্বেষবিমুক্তৈরিত্যাদি দ্বাভ্যাং। রাগদ্বেষরহিতৈর্ব্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়াংশ্চরন উপভুঞ্জানোপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ আত্মনো-মনসো বশ্যৈর্ব্বিধেয়ৈঃ বশবর্ত্তী আত্মা মনোযস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ান গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতীতি।। ৬৪।।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তি-রশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥ ৬৬ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥ তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥ যা নিশা সর্ব্বভুতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভুতানি সা নিশা পশ্যতো-মুনেঃ ॥৬৯॥ আপুর্য্যমাণমচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে ন শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো-নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি

স্বামিকৃত টীকা।

প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যাহ প্রসাদইত্যাদি। প্রসাদে সতি দুঃখনাশঃ, ততঃ প্রসন্নচেতসো-বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীতি ॥ ৬৫ ॥ ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি নাস্তীত্যাদি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা বার্ত্তা ইত্যাহ নচাযুক্তস্য ভাবনেতি, ভাবনা ধ্যানম্ভাবনয়াহি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতোনাস্তি নচাভাবয়তঃ আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ আত্মচিত্তোপরমঃ সুখং মোক্ষানন্দইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতামিত্যাদি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোহনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সৎ ইন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদেবেন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি; কিমুত বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি; যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥ ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞতা সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোপসংহরতি তস্মাদিত্যাদি। প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতিসম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥ ননু কশ্চিদপি প্রসুপ্তইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে ন দৃশ্যতে অতোহসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ যা নিশেত্যাদি। সর্ব্বেষাং ভুতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা; অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যবহারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুদ্ধ্যতে, যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুদ্ধ্যন্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতোমুনের্নিশা, তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি।—যথা দিবান্ধানামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং নতু দিবসে; এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টি-র্নতু বিষয়েষু। অতোনাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥ ননু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ আপুর্য্যমাণমিত্যাদি। আপুর্য্যমাণমপি অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরন্যা আপো

সকল দুঃখ নাশ পায়, পরে সেই প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অতি শীঘ্রই পরমেশ্বরনিষ্ঠা হয়।। ৬৫।। (ইন্দ্রিয়নিগ্রহব্যতীত যে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, দুই শ্লোকের দ্বারা এইক্ষণে তাহাই দর্শাইতেছেন) যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, আচার্য্যের উপদেশ-দ্বারাও তাহার বুদ্ধি পরমেশ্বরবিষয়িণী হয় না, যেহেতু সে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে পারে না অতএব পরমেশ্বরভাবনারহিত ব্যক্তির শান্তিলাভ কিরূপে হইবে? (অর্থাৎ শান্তিলাভ হইতে পারে না সুতরাং শান্তির অভাবেই মোক্ষানন্দ স্বরূপ সুখের অভাব হয়)।। ৬৬।। বিষয়েতে অবারিত ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে কোন একটী ইন্দ্রিয় বিষয়গামী হইলে মনঃ পুরুষের অবশ হইয়া সেই এক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই বিষয় প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ এক ইন্দ্রিয়ই পুরুষের বুদ্ধিকে পরমেশ্বরনিষ্ঠা হইতে দেয় না, অতএব সকল ইন্দ্রিয় বিষয়গামী হইলে যে, বুদ্ধিকে পরমেশ্বর হইতে চ্যুত করিয়া বিষয়নিষ্ঠ করিবে ইহাতে বক্তব্য কি? যেমন বায়ু অশিক্ষিত নাবিকের নৌকাকে জলেতে চতুর্দ্দিগে চালায় সেইরূপ অবশ ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক পুরুষের মতিও ঈশ্বরভিন্ন নানাপথে প্রধাবিত হয়।। ৬৭।। অতএব হে অর্জ্জুন! সকল ইন্দ্রিয়কে যে ব্যক্তি বিষয়হইতে ক্ষান্ত রাখিতে পারেন তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞানের স্থিরতা হয়।। ৬৮।। (যে প্রকারে জ্ঞানের লক্ষণ উক্ত হইল, লোকেতে এরূপ জ্ঞান বান দৃষ্ট হয় না অতএব এ লক্ষণের অসম্ভব হয়, পরশ্লোকে, এই আশঙ্কার উত্তর করিতেছেন) অজ্ঞানি প্রাণি সকলের পরব্রহ্মবিষয়িণী নিষ্ঠা রাত্রি তুল্যা হয় (অর্থাৎ তাহারা তদ্বিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না) কিন্তু ইন্দ্রিয়দমনশীল ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি কেবল সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই থাকে, আর যে বিষয়সুখেতে সর্ব্বপ্রাণির বুদ্ধি লিপ্ত আছে, তত্ত্বজ্ঞানি মুনিদিগের তাহা রাত্রি তুল্য হয় (অর্থাৎ মুনিরা বিষয়-সুখের প্রতি দৃষ্টি করেন না)।। ৬৯।। (যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদিগেরও বিষয়সম্ভোগ দৃষ্ট হইতেছে, তবে তাঁহারা কিরূপে জ্ঞানী হয়েন? এ কথার উত্তর এই যে) নানা নদ-নদীর জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, তথাচ তদ্দ্বারা পূর্ণ হইলেও যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক সীমার অতিক্রম হয় না, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ বিষয় সকল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যাহাকে পরমেশ্বর-নিষ্ঠা হইতে চ্যুত করিয়া আসক্ত করিতে সমর্থ হয় না, সেই পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হয়েন, বিষয়কামনাশীল ব্যক্তি তাহার যোগ্য নহে।। ৭০।। অতএব যে পুরুষ

স্বামিকৃত টীকা।

যথা প্রবিশন্তি তথা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরুপ্যহ্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, নতু কামকামী, ভোগকামনাশীলঃ।। ৭০।। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েত্যাদি। প্রাপ্তান্ কামান বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতোনিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্ অন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি, প্রারব্ধবশেন

॥ ৭১ ॥ এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যা মন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগোনাম-দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন। তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥ ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩ ॥ ন কর্ম্মণামনা-

স্বামিকৃত টীকা।

ভোগান ভুঙ্‌ক্তে, যত্র ক্বাপি গচ্ছতীতি বা, স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥ উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি এষেত্যাদি। ব্রাহ্মীস্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞানে নিষ্ঠা এষা এবংবিধা। এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ প্রাপ্য পুমান্ ন মুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি, যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতিদ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিমতং মন্বানোঽর্জ্জুনউবাচ; জ্যায়সীচেদিত্যাদি। কর্ম্মণঃ সকাশাৎ মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠাচেত্তব সম্মতা; তর্হি কিমর্থং "তস্মাদ্যুধ্যস্ব,তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি চ" বারংবারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ? ।১। ননু "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেবেত্যাদি। ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসা, ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মতিমুভয়ত্রদোলায়িতাং কুর্ব্বন্মোহয়সীব। স্বরূপকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবমাভাতীতি ইবশব্দেনোক্তং, অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি ॥ ২ ॥ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ। লোকেস্মিন দ্বিবিধেত্যাদি। অয়মর্থঃ, যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং বদেতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে, নতু ময়া তথোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা, গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যাএব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিত্যস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বিবিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন

প্রাপ্ত বিষয়ের উপেক্ষা করেন, আর অপ্রাপ্ত বিষয়ের স্পৃহা না রাখেন এবং অহঙ্কার-রহিত ও ভোগসাধনে নির্ম্মায়ী হইয়া কেবল পরমেশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ মাত্র করেন, তাঁহারই মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৭১ ॥ হে পার্থ ! ইহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ আর সংসারে মোহিত হয়েন না, এবং মৃত্যুকালে ক্ষণমাত্র এই নিষ্ঠাতে থাকিলেও পরমেশ্বরেতে লীন হয়েন, অতএব বাল্যাবধি এই নিষ্ঠাতে অবস্থিত হইলে তাহার ফল আর কি কহিব ॥ ৭২ ॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষশ্লোক-সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্ম পর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতানামক যোগশাস্ত্র তাহার সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ের এই শেষ হইল ॥]

(জ্ঞান ও কর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এই অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে জনার্দ্দন ! যদ্যপি তোমার মত এই হইল যে, কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে কেন "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব, তস্মাদুত্তিষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আমাকে ভয়ঙ্কর কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিতেছ ? ॥ ১ ॥ হে কেশব ! তোমার বাক্য বস্তুতঃ ভ্রমজনক নহে কিন্তু কোন স্থলে কর্ম্মের প্রশংসা, কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসা, এই রূপ করিবাতে ব্যামিশ্র (অর্থাৎ সংশয়জনক বাক্যের ন্যায়) হইয়া আমার বুদ্ধিকে দোলায়িত করিয়া মোহিতের ন্যায় করিতেছে, অতএব জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ের মধ্যে কাহার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইব তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥ (এইক্ষণে ভগবান উত্তর করিতেছেন) হে ধনঞ্জয় ! লোকের মধ্যে ভিন্ন২ অধিকারির প্রতি পূর্ব্বাধ্যায়ে দুই প্রকার মোক্ষোপায় কহিয়াছি, যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানের পরিপাকার্থ আত্মার শ্রবণ-মননাদিতে তাহাদিগের অধিকার, আর, যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাহারা কামনারহিত হইয়া কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥ ৩ ॥ কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির প্রতি কারণ, তাহা না করিলে জ্ঞানোৎ-

স্বামিকৃত টীকা ।

প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা । প্রকারদ্বয়মেব বিনির্দ্দিশতি—সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা, "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তআসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা । সাঙ্খ্যযোগভূমিকমনারূঢ়ানান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূত-কর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা ; "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা । অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা, এষাতেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি ॥ ৩ ॥ অতঃ সম্যক্‌চিত্ত শুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি । অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন

রম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য-আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥ দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥ ইষ্টান্

স্বামিকৃত টীকা।

জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিত্যাদি। কর্ম্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চ "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তীতি" সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতীতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥ কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসঃ তেষ্বনাসক্তিমাত্রং নতু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপীত্যাদি। জাতু কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং অজ্ঞানো বা ক্ষণমাত্রমপি, কশ্চিদপি জ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মণ্যকুর্ব্বাণস্তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে, অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥৫॥ অতোঽজ্ঞকর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্যেত্যাদি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে; অবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারঃ দাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ। ৬। এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসেত্যাদি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরনিষ্ঠানি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা স জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তমিত্যাদি। নিয়তং নিত্যং—কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদিকং কুরু, হি যস্মাদকর্ম্মণঃ কর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্ম জ্যায়ঃ অধিকতরং, অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীর নির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥ সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্মবন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুঃ, তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ যজ্ঞার্থাদিত্যাদি। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি" শ্রুতেঃ তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেবং বিনাঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ লোকঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে নত্বীশ্বরারাধনার্থেন। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গঃ নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯ ॥ প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। সহেত্যাদি। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত–ইতি সহযজ্ঞাঃ। যজ্ঞাধিকৃতাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা

পত্তি হয় না এবং জ্ঞানব্যতীত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও মোক্ষ হইতে পারে না॥ ৪। জ্ঞানবান বা অজ্ঞান ব্যক্তি যিনিই হউন, কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারেন না, যেহেতুক স্বাভাবিক রাগদ্বেষাদি কারণ হইয়া অবশ করিয়া সকলকেই কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত করে॥ ৫॥ তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরধ্যানচ্ছলে হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া মনেতে বিষয় ভাবনা করে, সে মূর্খকে কপটাচারী কহি॥ ৬॥ কিন্তু হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা কেবল পরমেশ্বরবিষয়ে নিযোজিত করিয়া ফলাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই জ্ঞানবান হন॥ ৭॥ কর্ম্ম ত্যাগ করণাপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান করণ শ্রেষ্ঠ, অতএব সন্ধ্যোপাসনাদি যে সকল নিত্য কর্ম্ম, তুমি তাহা কর, নতুবা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীর রক্ষা হইবেক না॥ ৮॥ (সাঙ্খ্যেরা বলেন—সকল কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তর করিতেছেন) পরমেশ্বরের আরাধনা-ব্যতিরিক্ত যে সকল কর্ম্ম, তাহাই বন্ধনের কারণ কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে লোকেরা বদ্ধ হয়েন না; অতএব হে কুন্তীনন্দন, তুমি ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ কর্ম্ম কর॥ ৯॥ (কর্ম্মানুষ্ঠান যে কর্ত্তব্য এতদ্বিষয়ে প্রজাপতির বাক্যও প্রমাণ দেখাইতেছেন)। পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারি বিপ্রাদি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন "হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভিলষিত ফলদাতা হউক, তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও (চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মোক্ষসাধন রূপ নিষ্কাম কর্ম্মপ্রকরণে যদ্যপি কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা অসঙ্গত হয়, তথাপি কর্ম্মের নিতান্ত অকরণাপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম করাও ভদ্রদায়ক বটে এই অভিপ্রায়ে কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন)॥ ১০॥ এই যজ্ঞদত্ত আহুতির দ্বারা তোমরা দেবতাদিগের সম্বর্দ্ধনা কর এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নের উৎপত্তি করিয়া তোমাদিগের সম্বর্দ্ধনা করুন, এই প্রকারে পরস্পর সম্বর্দ্ধনা করিলেই দেবগণের ও তোমাদিগের ইষ্ট সিদ্ধি হইবেক॥ ১১॥ যজ্ঞের দ্বারা

স্বামিকৃত টীকা।

সর্ব্বাদৌ সৃষ্ট্বা ইদমুবাচ ব্রহ্মা,-অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বং, প্রসবোবৃদ্ধিঃ, উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এষ যজ্ঞঃ বো যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্; ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধি ইতি তথা; অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যক-কর্ম্মোপলক্ষণার্থং, কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণাসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থে হ্যদোষঃ ॥১০॥ কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞোভবেদিত্যাহ দেবানিত্যাদি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত, হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত। তে চ দেবা বো-যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবা-যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ॥ ১১॥ এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্

ভোগান্ হি বো-দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২॥ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো-মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩॥ অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবাঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো-যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪॥ কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫॥ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো-মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬॥ যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট-স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭॥ নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮॥ তস্মাদসক্তঃ

স্বামিকৃত টীকা।

কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্ট্যানিত্যাদি। যজ্ঞৈর্ভাবিতা দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারা বো-যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি যতঃ দেবৈর্দ্দত্তান্নাদীন্ এভ্যো-দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যোভুঙ্‌ক্তে স তু চৌরএব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥ ইতশ্চ যজন্তএব শ্রেষ্ঠা নেতরে ইত্যাহ, যজ্ঞশিষ্টাশিনইত্যাদি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি পঞ্চশূনাকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্ম্মুচ্যন্তে। পঞ্চশূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ।—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভশ্চ মার্জ্জনী। পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতীতি"। যে ত্বাত্মনোভোজনার্থমেব পচন্তি নতু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং, তে পাপাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩॥ জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাৎ শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ ভূতানি উৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ, সচ পর্জ্জন্যো-যজ্ঞাদ্ভবতি, সচ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ, কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যঙ্নিষ্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। অগ্নৌ দত্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজেতি" শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥ তথা কর্ম্মেত্যাদি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম। ব্রহ্ম বেদঃ, তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, ব্রহ্ম-বেদাখ্যং অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি। অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো-যজুর্ব্বেদঃ সামবেদইতি শ্রুতেঃ। যত-এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তিরভিপ্রেতো-যজ্ঞঃ। তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্মনিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি। উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীরিতিবৎ ॥ ১৫ ॥ যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং; তস্মাদকুর্ব্বতো বৃথাজীবিতমিত্যাহ এবমিত্যাদি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাৎ বেদাখ্যাদ্ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জ্জন্যঃ, ততোঽন্নং, ততোভূতানি, ভূতানাঞ্চ পুনস্তদেব কর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি, অঘং পাপমায়ুর্যস্য স,—যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বরমতি নত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি ততো—মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥ তদেবং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য। ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ, অতএব আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ ভোগাপেক্ষা-

দেবতাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলে তাঁহারা তোমাদিগের অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন, অতএব দেবতারা প্রদান করেন যে অন্নাদি, পঞ্চযজ্ঞাদিদ্বারা দেবতা-দিগকে তাহা না দিয়া যে ভোজন করে তাহাকে চোর বলিয়া জানিবা ॥ ১২ ॥ যাঁহারা বিশ্বদেবাদির উদ্দেশে দান করিয়া তাহার অবশিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চশূনা-জনিত সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন কিন্তু যাহারা কেবল আপনারদিগের নিমিত্ত পাক করে, ঐ সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কেবল পাপান্ন ভোজন হয়। (শূনাশব্দে চুলা, শিল-লোড়া, ঝাঁটা, উদূখল-মুষল, জলের কলস, এই পাঁচ প্রাণিবধস্থানকে বুঝায়। এই সকলের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া গৃহস্থেরা পাপেতে লিপ্ত হয়েন) ॥ ১৩ ॥ শুক্রশোণিত রূপে অন্নের পরিণাম হইলে তাহা হইতে প্রাণির উৎপত্তি হয়, সে অন্ন মেঘবর্ষণদ্বারা জন্মে, এবং যাগ হইতে সেই মেঘের উৎপত্তি, আর যজমানাদির ব্যাপারস্বরূপ কর্ম্ম হইতে যাগের নিষ্পত্তি হয় ॥ ১৪ ॥ যজমানাদির ব্যাপারাত্মক যে কর্ম্ম, বেদ হইতে তাহার উৎপত্তি জানিবা এবং নিত্য যে পরমেশ্বর তাঁহা হইতে বেদের উদ্ভব, অতএব সর্ব্বব্যাপক যে পরব্রহ্ম যাগরূপ উপায়দ্বারা তিনি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়েন" ॥ ১৫ ॥ এই যে প্রবর্ত্তিত সংসারচক্র (অর্থাৎ পরমেশ্বরের বাক্যাত্মক বেদ হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তৎপরে কর্ম্মনিষ্পত্তি, কর্ম্মহইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণী, পুনশ্চ কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এইরূপ যে পরমেশ্বরের নিয়ম) যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সুখার্থ বিষয়ভোগ করে; হে পার্থ! তাহার আয়ুঃ পাপ-স্বরূপ ও জীবন বৃথা জানিবা ॥ ১৬ ॥ (অজ্ঞানির চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মা-নুষ্ঠানের আবশ্যকতা দর্শাইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানি ব্যক্তির অনুপযোগিতা দর্শাই-তেছেন) যাহার কেবল আত্মাতেই প্রীতি এবং আত্মানন্দানুভবদ্বারাই হৃদয় পুলকিত, আর বিষয় অপেক্ষা না করিয়া কেবল আত্মাতেই যে ব্যক্তির সন্তোষ, তাহার কর্ম্মেতে প্রয়োজন নাই, যেহেতুক এপ্রকার জ্ঞানি ব্যক্তির সৎ কর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় না, আর কর্ম্ম না করিলেও পাপ হইতে পারে না এবং মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্তও ত্রিভুবনের মধ্যে কোন সহকারির আবশ্যক রাখেনা ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা ।

রহিতোযস্তস্য কর্ত্তব্যং নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥ তত্র হেতুমাহ নৈবেত্যাদি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি ন চাকৃতেন কশ্চন কোপি প্রত্যবায়োঽস্তি, নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি তদেষাং ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদুরিতিশ্রুতেঃ। মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহা-রার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং। সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্য-পাশ্রয় আশ্রয়এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবশ্চ শ্রুত্যৈ-বোক্তত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ যদেবংভূতস্য জ্ঞানিনএব কর্ম্মানুপযোগী নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ

সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি-মাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥ যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো-জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥ ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥ যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥ উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। ২৪। সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাহসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥ ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। জোযয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥ প্রকৃতেঃ ক্রিয়-

স্বামিকৃত টীকা

তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥ অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেত্যাদি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সংসিদ্ধিং সম্যক্জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি সম্যক্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং। ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যত্যন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞঃ কর্ম্মত্যজেৎ, নির্ধর্ম্মোভজন্যত-ইত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ম্মকর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহোযথাস্যাত্তদাহ যদ্যদিত্যাদি। ইতরঃ প্রাকৃতোজনোঽপি তত্তদাচরতি। স শ্রেষ্ঠোজনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥ তত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইত্যাদিত্রিভিঃ। হে পার্থ, মে কর্ত্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষু অপ্রাপ্তং সংপ্রাপ্তব্যং নাস্তি, তথাপি কর্ম্মনিবর্ত্ত এব কর্ম্মকরোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি যদীতি। জাতু কদাচিৎ অতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিত্যাদি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ, ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাং ॥ ২৪ ॥ তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্মকার্য্যমিত্যুপসংহরতি সক্তাইত্যাদি। কর্ম্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽজ্ঞা যথা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাৎ লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥ ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ ন বুদ্ধিভেদমিত্যাদি। [illegible]

(উক্ত প্রকার জ্ঞানি ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম্ম করণের প্রয়োজন নাই কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞানরহিত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য) অতএব হে ধনঞ্জয়! শাস্ত্রেতে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল কর্ম্মের বিধান আছে, তুমি ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান কর, যেহেতু ফলাভিলাষ-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে মনুষ্য চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৯॥ (এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ব২ সাধু ব্যক্তিদিগের আচার প্রমাণ দেখাইতেছেন) জনকাদি জ্ঞানি লোকেরা কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তুমিও কর্ম্ম কর। আর যদ্যপি তোমার বোধ হইয়া থাকে যে, তুমি জ্ঞানী হইয়াছ, তথাপি স্বধর্ম্মেতে লোকের প্রবৃত্তিনিমিত্ত তোমার কর্ম্ম করা উচিত, নতুবা জ্ঞানির কর্ম্মপরিত্যাগ দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরাও কর্ম্মত্যাগ করিবে, তাহা হইলে একেবারে কর্ম্মলোপ হইয়া যাইবে॥ ২০॥ প্রধান ব্যক্তি যে ব্যবহার করেন, অন্য লোকেরাও তাহাই করে। আর, কর্ম্মশাস্ত্র বা তন্নিবর্ত্তক শাস্ত্র-এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে শাস্ত্রপ্রমাণে চলেন, অন্য লোকেরাও সেই শাস্ত্রাবলম্বী হয়॥ ২১॥ (শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে আপনাকেই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন) হে পার্থ! আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, যেহেতু ত্রিভুবনমধ্যে এমত কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নাই যে তদর্থে আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু তথাচ আমি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত আছি॥ ২২॥ (ইহার কারণ এই যে) আমি যদ্যপি আলস্যশূন্য হইয়া কখনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, হে অর্জ্জুন! তবে আমার কর্ম্মত্যাগ দেখিয়া সকলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আচারভ্রষ্ট হইবে, তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির মূল হইয়া এই প্রজাগণকে পাপযুক্ত করিব॥ ২৪॥ অতএব হে অর্জ্জুন! ফলাভিলাষি হইয়া অজ্ঞান লোকেরা যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, লোকসংগ্রহ-ইচ্ছুক জ্ঞানবান ব্যক্তিরও কামনা ত্যাগপূর্ব্বক সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য হয়॥ ২৫॥ জ্ঞানবান ব্যক্তি আপনি সাবধানে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞ লোক সকলকে কর্ম্মেতেই নিযোজিত করিবেন, (জ্ঞানোপদেশ করাই কর্ত্তব্য বটে কিন্তু অত্যন্ত মূর্খলোকদিগের প্রতি তাহা উচিত নহে) যেহেতুক কর্ম্ম হইতে অজ্ঞান লোকেরদের বুদ্ধি চালন করিলে তাহাতে জ্ঞানোদয় না হইয়া কেবল কর্ম্মেতেই তাহাদিগের অশ্রদ্ধা জন্মিবে, সুতরাং তাহাদিগের কর্ম্ম-ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা॥ ২৬॥ (যদি

স্বামিকৃত টীকা।

জনয়েৎ, কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বিচালনং ন কুর্য্যাৎ, অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ, অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তঃ অবহিতোভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্ বুদ্ধিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তেঃ

মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥ তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ। গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত-ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥ প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু। তান-কৃৎস্নবিদোমন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥ যে মে মতমিদং নিত্য-মনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ। শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥ যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো-নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্। সর্ব্ব-জ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ

স্বামিকৃত টীকা

তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কোবিশেষ? ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাং। প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে, অত্র হেতুঃ অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥ বিদ্বাংস্তু ন তথা মন্যতে ইত্যাহ তত্ত্ববিদিত্যাদি। নাহং গুণাত্মকইতি গুণেভ্য আত্মনো-বিভাগঃ। ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোপ্যাত্মনোবিভাগঃ। তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। অত্র হেতুঃ-গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু প্রবর্ত্তেরন্নহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥ ন বুদ্ধিভেদমিত্যাদ্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিত্যাদি। যে প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো-গুণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তৎ কর্ম্মসু সজ্জন্তে তান্ অকৃৎস্নবিদোমন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্মকর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিদতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ ময়ীত্যাদি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্ম-চেতসা অন্তর্যাম্যধীনোঽহং করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামঃ মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ যে মে ইত্যাদি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয় মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ সম্যগ্ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্ম্মুচ্যন্তে, বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা ॥ ৩১ ॥ বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বিত্যাদি। যে তু নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো-বিবেকশূন্যাস অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥ ননু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ সদৃশমিত্যাদি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্ম-সংস্কারাধীনস্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে। এবঞ্চ সতি ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ নন্বেবং

বল জ্ঞানবানেরও যদ্যপি কর্ম্ম করিতে হইল তবে জ্ঞানি-অজ্ঞানির প্রভেদ কি? দুই শ্লোকের দ্বারা ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন) স্বভাবের কার্য্য যে ইন্দ্রিয় সকল, তাবৎ কর্ম্ম তাহারাই করিয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মদৃষ্টিদ্বারা মোহিত ব্যক্তি সকল অভিমান করে—এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আমরাই হই॥ ২৭॥ কিন্তু হে মহাবাহো! যাঁহারা আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং অকর্ত্তা জানেন, তাঁহারা —ইন্দ্রিয় সকল আপন২ বিষয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে এইরূপ জ্ঞান করিয়া— কর্ম্মেতে আসক্ত হয়েন না॥ ২৮॥ প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণদ্বারা মোহিত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা জ্ঞান করে এবং ইন্দ্রিয় সকলের কর্ম্মেতেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব মানে, জ্ঞানবান ব্যক্তি সে অল্পবুদ্ধি অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিচালন করিবেন না॥ ২৯॥ (লোকসংগ্রহ নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানিরও কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দর্শাইয়া ভগবান তত্ত্বজ্ঞানার্থি অর্জ্জুনকে কর্ম্মানুষ্ঠানের সন্ধান কহিতেছেন) হে ধনঞ্জয়! আমাতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরেতে) সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, "পরমেশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি" এই বোধে ফলাভিলাষ, মায়া ও শোক ত্যাগপূর্ব্বক তুমি যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হও॥ ৩০॥ (এরূপ কর্ম্মারম্ভের কি গুণ তাহা বলিতেছেন) যাঁহারা দোষ দৃষ্টি না করিয়া আমার বাক্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বদা এই মত আশ্রয় করেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিতে২ ক্রমশঃ কর্ম্মবন্ধনহইতে মুক্ত হয়েন॥ ৩১॥ কিন্তু আমার এই মতের উপর দোষ দৃষ্টি করিয়া যাহারা কর্ম্মারম্ভ না করে, তাহারা সকল কর্ম্ম-বিষয়ে ও ব্রহ্মবিষয়ে যেরূপ জ্ঞান কর্ত্তব্য তাহা রহিত, অতএব তাহারদিগকে বিবেচনাশূন্য এবং কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত জানিবা॥ ৩২॥ (যদি বল নিষ্কাম কর্ম্মে এই মহৎ ফল আছে তবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিষ্কামী হইয়া সকলেই কেন স্বধর্ম্মারম্ভে প্রবর্ত্ত না হয়েন? এ কথার উত্তর এই যে) কর্ম্মের দোষ-গুণ জানিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও স্বীয়২ জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্য সংস্কারানুসারে চেষ্টা করেন তাহাতে অজ্ঞানির প্রতি বক্তব্য কি! যেহেতুক প্রাণিমাত্রই প্রারব্ধের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়েন॥ ৩৩॥ (যদি বল প্রাণিমাত্রই প্রারব্ধের অধীন হইয়া কর্ম্ম করেন

স্বামিকৃত টীকা

প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিঃ তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়-স্যেত্যাদি। বীপ্সায়াং প্রত্যেকং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যুক্তং। অর্থে স্ব স্ব বিষয়ে, অনুকূলে রাগঃপ্রতিকূলে, দ্বেষইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যং ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি [illegible] প্রকৃতিঃ তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে, হি যস্মাদস্য

ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥ অর্জ্জুনউবাচ। অথ কেন প্রযুক্তো-হয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কামএষ-ক্রোধএষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥ ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা-দর্শো-মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতোগর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥ আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয়

স্বামিকৃত টীকা।

বর্ত্তিতং পুরুষমনর্থেঽপি গভীরস্রোতইব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রং ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ প্রবর্ত্তয়তি, ততশ্চ গভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব না-বমাশ্রিতইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪ ॥ তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তং। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিত্যাদি। অঙ্গহী-নোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসংপূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সাকাশাৎ, তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং, স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ। পরধর্ম্মস্তু পরস্য তু ভয়াবহঃ ন সিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং। তদেত-দশক্যং মন্বানো অর্জ্জুনউবাচ; অথেত্যাদি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পাপে পুনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অন্যোঽপি তয়োর্ম্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রাবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ। কাম এষ ইত্যাদি, যস্ত্বয়া পৃষ্টোহেতুরেষঃ কামএব। ননু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তঃ ; সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্ কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ এব, কামএব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে। পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজয়--এব ক্রোধজয়-ইত্যভিপ্রায়েণ কামেন একীকৃত্যোচ্যতে রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি, তথা অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোজীয়ত ইতি সূচিতং। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্যএব, যতোনাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনঃ মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যঃ, যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥ কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি, ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেনাগন্তুকেন, যথা উল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতোনিরুধ্যাবৃতঃ। তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদং ॥ ৩৮ ॥ ইদং শব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি আবৃতমিত্যাদি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতং অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ

তবে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর) ইন্দ্রিয়মাত্রেরই প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এবং অনুকূল বিষয়ে অভিলাষ অবশ্য হইয়া থাকে (যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়-গন্ধ, তাহার মধ্যে দুর্গন্ধের প্রতি দ্বেষ, সদ্গন্ধের প্রতি অভিলাষ ইত্যাদি) অতএব শাস্ত্রে এই নিয়ম করেন, অভিলাষ-দ্বেষের বশীভূত হইবেক না; যেহেতুক অভিলাষ-দ্বেষ পুরুষের প্রবল শত্রুস্বরূপ হয়। (জন্মান্তরীয় সংস্কার, বিষয়চিন্তনের দ্বারা অভিলাষ-দ্বেষকে উৎপন্ন করাইয়া গভীর স্রোতে পাতিতের ন্যায় পুরুষকে প্রবর্ত্ত করায়, কিন্তু শাস্ত্র অভিলাষদ্বেষের প্রতিবন্ধকীভূত পরমেশ্বরারাধনাতে প্রবৃত্তি দেন, তথাচ গভীর স্রোতে পতনের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি নৌকারোহণ করে, তাহার ন্যায় অভিলাষদ্বেষের বশ না হইতে পরমেশ্বরারাধনায় প্রবর্ত্ত হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে না) ॥ ৩৪ ॥ [এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যে এই স্থির হইল যে, স্বভাবানুযায়ি প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মই করিবে। ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে-দুঃখদায়ক যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্ম না করিয়া অহিংসাদিরূপ যে পরধর্ম্ম তাহাই কেন না করি? ইহার উত্তর এই যে] সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন যে পরধর্ম্ম তদপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ, যেহেতুক যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্মেতে প্রাণ বিয়োগ হইলেও তাহাতে স্বর্গলাভ হয় কিন্তু এক জাতির ধর্ম্ম অন্য জাতির প্রতি নিষিদ্ধপ্রযুক্ত তাহা করিলে পাপ জন্মে ॥ ৩৫ ॥ (এইক্ষণে অর্জ্জুন রাগদ্বেষকে বশীভূতকরণ অশক্য বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও যেন অন্য কেহ বলপূর্ব্বক তাহাতে নিযোজিত করে, অতএব পাপকর্ম্মেতে প্রাবর্ত্তক অন্য কেহ আছে কি? ॥ ৩৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর। হে অর্জ্জুন! তুমি যে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেবল অভিলাষ। কোন কারণবশতঃ অভিলাষের ব্যাঘাত হইলে ঐ অভিলাষই ক্রোধরূপে উৎপন্ন হয়। অভিলাষ রজোগুণের কার্য্য তথাচ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিলে রজোগুণ বিনাশ পায়, তাহা হইলে আর অভিলাষ জন্মিতে পারে না। এই উগ্রতর অভিলাষের পরিপূরণ অতি দুঃসাধ্য, অতএব ইহাকেই মোক্ষপথের বৈরি জানিবা ॥ ৩৭ ॥ যেমন ধূম অগ্নিকে আচ্ছাদন করে, আর মলা দর্পণকে ঢাকিয়া রাখে এবং গর্ভবেষ্টন-চর্ম্ম যে প্রকার গর্ভস্থ প্রাণিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই অভিলাষ বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানির পক্ষে নিত্যবৈরি যে অভিলাষ তাহা বিবেক-জ্ঞানকে প্রকাশ হইতে দেয় না। হে কুন্তীনন্দন! ভূরি২ বিষয় পাই,

স্বামিকৃত টীকা।

সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনঃ তৎকালমপ্যর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তং। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যোদুষ্পূরঃ আপূর্য্যমাণস্তু

দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥ তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু-রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি-র্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥ এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসু কর্ম্মযোগো-নাম-তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥ এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত-মিমং রাজর্ষয়ো-বিদুঃ। স কালেনেহ মহতা যোগে নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥ স এবায়ং ময়া তেঽদ্য

স্বামিকৃত টীকা।

শোকসন্তাপহেতুত্ত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তং ॥ ৩৯ ॥ ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাং। ইন্দ্রিয়াণীত্যাদি। বিষয়দর্শন-শ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাৎ ইন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভি-র্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি। ৪০ ॥ যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমিত্যাদি। আদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেব ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপরূপমেনং কামং (হি স্ফুটং) প্রজহি ঘাতয় ॥ ৪১ ॥ যত্র চিত্তপ্রণিধানেন ইন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীত্যাদি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো-গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ, সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমর্থাদুক্তং ভবতি ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ, পরং, তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। মনসস্তু বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা পরা, নিশ্চয়-পূর্ব্বত্বাৎ সঙ্কল্পস্য। যস্তু বুদ্ধেঃ পরঃ তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা তং বিমোহয়তি, দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা, স ইতি পরামৃষ্যতে ॥ ৪২ ॥ উপসংহরতি এবমিতি। বুদ্ধে-রেব বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ। আত্মা, তু নির্ব্বিকারঃ, তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরং আত্মানং বুদ্ধ্বা আত্মনা এবংভূতনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখে নাসাদনীয়ং; দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতিতৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ো-জ্ঞানযো-গোমোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ। তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বং পদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতিত্রিভিঃ। ইমমিত্যাদি, অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাঽহং

লেও অভিলাষের পরিপূরণ দুঃসাধ্য, অতএব শোক সন্তাপের হেতুপ্রযুক্ত এই অভিলাষ অগ্নিতুল্য হয়।। ৩৯।। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহারাই অভিলাষের আশ্রয়স্থান, যেহেতু বিষয়দর্শনাদিদ্বারা ইহারাই জ্ঞানের আবরণ-স্বরূপ অভিলাষকে উৎপন্ন করিয়া পুরুষকে মোহিত করে।। ৪০।। অতএব হে ভরতবংশ্যপ্রধান! তুমি মোহিত হইবার পূর্ব্বে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিকে দমনে রাখিয়া আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিনাশকারিণী যে বাসন তাহাকে আঘাত কর।। ৪১।। (যে আত্মাতে চিত্ত প্রবেশ করিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়, সেই আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন) শরীরাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, এ প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ, শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়ের প্রাবর্ত্তকহেতুক সংকল্প-স্বরূপ মন সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান। মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যেহেতুক পূর্ব্বে নিশ্চয় হইলেই মন ইন্দ্রিয়কে প্রবর্ত্ত করে। এই বুদ্ধিহইতেও যিনি সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বশরীরে সাক্ষিস্বরূপ বিরাজমান, তিনিই আত্মা হয়েন।। ৪২।। হে মহাবাহো! বিকারশূন্য জগৎ সাক্ষিস্বরূপ অথচ বুদ্ধি হইতে অতীত আত্মাকে জানিয়া, এই আত্মজ্ঞানের দ্বারা মনকে পরমেশ্বরেতে নিশ্চল করিয়া অতি দুর্জ্জেয় যে অভিলাষরূপ শত্রু তাহাকে সংহার কর।। ৪৩।।

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষশ্লোকসংহিতা মহাভারতের অন্তর্গতা ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র, তাহার কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয়াধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

(মোক্ষসাধন যে জ্ঞানযোগ, দুই অধ্যায়দ্বারা তাহার পরম্পরা-কারণ কর্ম্ম-যোগ কহিয়া, এইক্ষণে ঐ জ্ঞানযোগের প্রশংসা পূর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিস্তার কহিতেছেন) হে ধনঞ্জয়! অক্ষয় ফলজনক যে যোগ তোমাকে কহিলাম, পূর্ব্বে আমি সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছিলাম, পরে সূর্য্য তাঁহার পুত্র মনুকে উহা কহিয়াছিলেন, মনু তাঁহার ইক্ষ্বাকু নামা পুত্রকে কহেন।। ১।। এই রূপে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির উপদেশদ্বারা পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ রাজর্ষিরা সকলে জানিয়াছি-লেন, কিন্তু হে অর্জ্জুন! কালবশতঃ সেই যোগ সংসারেতে লুপ্ত হইয়াছিল।। ২।। বহুকালাবধি লুপ্ত সেই যে পুরাতন যোগ, তাহা এইক্ষণে তোমাকে কহিলাম

স্বামিকৃত টীকা।

বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায়েক্ষ্বাক-বেহব্রবীৎ।। ১।। এবমিত্যাদি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেহপি রাজর্ষয়ো-নিমি-প্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জ্জানন্তিস্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ হে পরন্তপ শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো-বিচ্ছিন্নঃ।। ২।। স

যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেত-দুত্তমং ॥ ৩ ॥ অর্জুন উবাচ। অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥ অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্য-মেবং যো-বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥ বীতরাগভয়-ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো-জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। মম বর্ত্মানু

স্বামিকৃত টীকা।

এবায়মিত্যাদি। স-এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যত-স্ত্বং মম ভক্তোঽসি, সখা চ, অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে হি যস্মাদেতদুত্তমং ॥ ৩ ॥ ভগবতোবিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্ অর্জ্জুনউবাচ: অপরমিত্যাদি। অপরমর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতোজন্ম, তস্মাত্তবাধুনাতনত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াং ॥ ৪ ॥ রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভি প্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, বহূনীত্যাদি। তান্যহং বেদ বেদ্মি, অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥ ননু অনাদেস্তব কুতোজন্ম, অবিনাশিনশ্চ কথং জন্ম, যেন বহনি ব্যতিক্রান্তানীত্যুচ্যতে? ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথম্বা জীববজ্জন্মেত্যাহ অজোঽ-পীত্যাদি। সত্যমেবং, তথাপি অজোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্ তথা ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি, সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যা-দিশক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মক-লিঙ্গদেহশূন্যস্য চ কুতো জন্মেত্যতউক্তং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াঽবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ যদা যদেত্যাদি। গ্লানির্হানিঃ, অভ্যুত্থানমাধিক্যং ॥ ৭ ॥ কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ পরিত্রাণায়েত্যাদি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ। এবঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ এবম্বিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ জন্মেত্যাদি। মম জন্ম স্বেচ্ছয়া কৃতং, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম নৈতি, ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥ কথং জন্ম-কর্ম্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত্রাহ বীতরাগেত্যাদি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা রাগা বিগতা

এ যোগ উত্তম রহস্য এ কারণ আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কাহাকেও বলি নাই, কিন্তু তুমি আমার ভক্ত এবং সখা অতএব এইক্ষণে তোমাকেই বলিলাম ॥ ৩ ॥ (সূর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন ইহা অসম্ভবজ্ঞানে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে বাসুদেব! সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে হয়, তোমার জন্ম তাহার অনেক পরে হইয়াছে; ইহাতে সূর্য্য যে তোমার নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিয়াছেন ইহা আমি কি রূপে নিশ্চয় জানিব? ॥ ৪ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তর করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম গত হইয়াছে, সে সকল জন্মের তাবদ্বিবরণ আমি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জানি কিন্তু তুমি অবিদ্যাতে আবৃত আছ এ কারণ তাহা জানিতে পার না ॥ ৫ ॥ (শ্রীকৃষ্ণের বহুতর জন্ম গত হইয়াছে এ বিষয়ে আরো আপত্তি হইতে পারে যে—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, অনাদিপুরুষ; মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার বারম্বার জন্মগ্রহণ কিরূপে সম্ভবে? পরশ্লোকদ্বারা বাসুদেব ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন) আমি জন্ম-মৃত্যু ও পুণ্য-পাপ রহিত, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ হইয়াও আপন মায়াবশতঃ স্বীয় স্বত্ত্বস্বভাবকে অবলম্বন করিয়া, জ্ঞান বল ও পরাক্রমাদির সহিত ইচ্ছাধীন শরীর ধারণ করি ॥ ৬ ॥ হে ভরতবংশ্য! যেং সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় সেইং কালে আমি আপনি আপন শরীর সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥ (যদি বল ঈশ্বরের দেহ ধারণ করণের কারণ কি? ইহার উত্তর) সাধুপ্রতিপালন ও দুষ্ট নষ্ট করিয়া নিত্যধর্ম্ম স্থাপিত করণার্থ আমি প্রতি যুগেতেই অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥ হে অর্জ্জুন! আমার জন্মপরিগ্রহ ও কর্ম্ম সকল স্বেচ্ছাকৃত অলৌকিক, ইহা যে ব্যক্তি যথার্থরূপে (অর্থাৎ কেবল পরানুগ্রহার্থ হইয়া থাকে,) জানে, সে ব্যক্তি দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে লীন হয় ॥ ৯ ॥ আমি কেবল করুণা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করি, যাঁহারা এইরূপ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধ এ সকল দুরে যায়, পরে আমাতে চিত্তার্পণপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই রূপে বহুতর জ্ঞানিলোক আমার প্রসন্নতালব্ধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান পাইয়া তপস্যার দ্বারা পবিত্রতা লাভে আমাতে লিপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥ (যদি বল উক্ত প্রকারে কেবল নারায়ণভজনা করিলে বিষ্ণুতে

স্বামিকৃত টীকা।

রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে বিক্ষেপাভাবাৎ মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মশ্চ, তয়োর্দ্বৈকবদ্ভাবঃ, তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাহজ্ঞান-তৎকার্য্যমলা মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, নত্বধুনৈব প্রবৃত্তোয়ং মদ্ভক্তিমার্গ-ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিত্যাং তত্ত্বং পদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্যাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাৎ জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য সতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ১০ ॥ ননু তর্হি কিং

বর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ১১ ॥ কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥ ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥ এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ॥১৫॥ কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি

স্বামিকৃত টীকা।

ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যইত্যাদি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্ণামি, নতু সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তীতি তানহমুপেক্ষে—ইতি মন্তব্যং, যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা-অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে. ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥ তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ন ভজন্তীত্যাহ কাংক্ষন্ত ইত্যাদি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাংক্ষন্তঃ প্রায়শ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা-এব যজন্তে, নতু সাক্ষান্মামেব, হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, নতু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুষ্প্রাপ্যত্বাৎ জ্ঞানস্য ॥ ১২ ॥ ননু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্ত্তৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং উত্তমমধ্যমবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিত্যাদি। চত্বারোবর্ণা-এব চাতুর্বর্ণ্যং, স্বার্থে ষ্যঞ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ। সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়া-স্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রা-স্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি। তত্র হেতুঃ অব্যয়ং আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং ॥ ১৩ ॥ তদেবং দর্শয়ন্নাহ ন মামিত্যাদি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাৎ, আপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং। যত ইতি কর্ম্মলেপরাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে। মম নির্লেপতাকারণং নিরহঙ্কারত্ব-নিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥ যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বর বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি এবমিত্যাদি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীতি জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষপি কৃতং। তস্মাত্ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥ তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লৌকিক-পরম্পরামাত্রেণেত্যাহ কিং কর্ম্মেত্যাদি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং

লীন হয়, আর ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করিলে মোক্ষ হয় না, তবে কি ঈশ্বরেতেও করুণার ইতর বিশেষ আছে? পরশ্লোকদ্বারা এ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন) সকাম অথবা নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহার মধ্যে যে কর্ম্মদ্বারা যে ব্যক্তি আমার সাধনা করে, আমি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই কর্ম্মানুযায়ি ফল প্রদান করি। সকলের প্রতিই আমার অনুগ্রহ এইরূপ। অতএব যাহারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করে, আমি তাঁহাদিগকেও উপেক্ষা করি না, যেহেতুক ইন্দ্রাদি দেবতাকে যে উপাসনা করে, তাহাও আমারই প্রকারান্তরে উপাসনা হয়॥ ১১॥ (যদি বল, তবে কেন সকল ব্যক্তিই মোক্ষার্থ কেবল নারায়ণের উপাসনা করেন না? ইহার উত্তর এই যে) মনুষ্যের মধ্যে প্রায় সকলেই কর্ম্মফলাভিলাষী হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার উপাসনা করে না, ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মজন্য ফল অতি শীঘ্র হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এ প্রযুক্ত আশু সিদ্ধ হয় না॥ ১২॥ (যদি বল, সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম দুই প্রকার এবং ঐ সকল কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণাদি জাতি চারি প্রকার, নারায়ণই এ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব ঈশ্বরেতেও ইহার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব সম্ভাব্য হইল, ইহার উত্তর এই যে) সত্ত্বাদি গুণ ও শম-দমাদি কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি আমিই করিয়াছি (অর্থাৎ সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগের কর্ম্ম শম-দমাদি, রজোগুণে ক্ষত্রিয়; কর্ম্ম—যুদ্ধাদি; রজস্তমোগুণে বৈশ্য, কর্ম্ম কৃষ্যাদি; তমোগুণে শূদ্র, কর্ম্ম-দ্বিজসেবাদি) কিন্তু আমি এ সকলেতে আসক্ত নহি, অতএব আমাকে এ সকলের কর্ত্তা জানিয়াও ফলত অকর্ত্তা জানিবা॥ ১৩॥ কর্ম্মজন্য ফলেতে আমার ইচ্ছা নাই, অতএব সংসার-সৃষ্টি-পালনাদিরূপ যে কর্ম্ম ইহাতে আমি লিপ্ত নহি। যে ব্যক্তি আমাকে জগৎকারণ অথচ নির্লিপ্ত এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্পৃহা রহিতরূপ জানেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন॥ ১৪॥ (প্রসঙ্গতঃ পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ববৈষম্য দোষের পরিহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের বিস্তারিত কহিবার নিমিত্ত পুনঃ স্মরণ করিতেছেন।) কর্ত্তৃত্বাভিমান ও বাসনাদি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না, জনক প্রভৃতি পূর্ব্ব২ মোক্ষার্থি লোকেরা এইরূপ জানিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব হে অর্জ্জুন! চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বতন জ্ঞানি লোকেরা পূর্ব্ব২ যুগে যাহা করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তুমিও সেই সকল কর॥ ১৫॥ (তত্ত্বজ্ঞানি ব্যক্তিদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া সেই কর্ম্ম

স্বামিকৃত টীকা।

কর্ম্মকরণং কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণমিত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, অতোযজ্জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে মুক্তোভবিষ্যসি তৎকর্ম্ম অকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি,

যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥ কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥ ১৭ ॥ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্ম-কৃৎ ॥ ১৮ ॥ যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্য-তৃপ্তো-নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥ নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ২১ ॥ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো-বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥ গতসঙ্গস্য মুক্তস্য

স্বামিকৃত টীকা।

শৃণু ॥ ১৬ ॥ নন্মু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকং। অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকং অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা–ইতি–তত্রাহ কর্ম্মণ ইত্যাদি। কর্ম্মণোবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, নতু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব। অকর্ম্মণোঽব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। বিকর্ম্মণো–নিষিদ্ধস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। যতঃ কর্ম্মণোগতির্গহনা কর্ম্ম-ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তদেবং কর্ম্মাদীনা দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ কর্ম্মণীত্যাদি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ, তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ। অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ মনুষ্যেষু কর্ম্মকুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠঃ তং স্তৌতি, স যুক্তোযোগী তেন কর্ম্মণা যোগাবাপ্তেঃ সএব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতঃ, তৎ প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্তিদোষঃ। অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ ইত্যাদিনা যঃ কর্ম্মাধিকারানুপযোগউক্তঃ তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চকৃতঃ বেদিতব্যঃ। যদা রুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীতি তদা আরূঢ়স্য কুতোবন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকোযুজ্যতে কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো–দেহাদিব্যতিরেকানুভবেনা-কর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ। তথাঽকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্যে-ত্যাদিনা। যঃ এবম্ভূতঃ সতু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান পণ্ডিতঃ। তত্র হেতুঃ-যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তান্যাহারাদীনি, কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্তএব, অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ–এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষঃ, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষ ইতি, বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যং ॥ ১৮ ॥ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থাভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি যস্যেত্যাদি পঞ্চভিঃ। যস্যেত্যাদি, সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ, কর্ম্মাণি কাম্যত-ইতি কামঃ ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ, যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ। অত্র হেতুঃ, যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি-কর্ম্মাণি যস্য তং। আরূঢ়াবস্থায়ান্তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ

কর্ত্তব্য হয় কিন্তু অন্য লোকের দেখিয়া করা উপযুক্ত নহে) কর্ম্মানুষ্ঠান কি প্রকার এবং অকর্ম্মই বা কি? ইহার প্রভেদ জানিতে বিবেকি ব্যক্তিরাও মোহিত আছেন অতএব হে অর্জ্জুন! সেই কর্ম্ম, আর অকর্ম্ম, যাহা জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসার হইতে মুক্ত হইবা, আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৬॥ (শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম,অকর্ম্ম তাহার অভাব; লোকেতে এ দুই প্রসিদ্ধই আছে, তবে কেন পণ্ডিতেরা ইহাতে মোহিত হইবেন? এই আশঙ্কাতে কহিতেছেন)বিহিত কর্ম্ম, অকর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম, এ তিনের যাথার্থ্য জানা আবশ্যক হয়,যেহেতু ইহার গতি অতি দুর্জ্ঞেয়॥ ১৭॥ পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম বন্ধহেতু নহে, অতএব যে ব্যক্তি তাহাকে অকর্ম্ম বলিয়া জানেন, আর নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় অতএব নিত্যকর্ম্মকেই যে ব্যক্তি কর্ম্ম জ্ঞান করেন; কর্ম্মানুষ্ঠায়ি মনুষ্যের মধ্যে সেই বুদ্ধিমান এবং সেই ব্যক্তিই যোগী ও সকল কর্ম্মকর্ত্তা হয়েন, যেহেতু তাঁহার ক্ষুদ্রানন্দ সকল ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভূত হয়॥ ১৮॥ যে ব্যক্তি ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সকল কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়, অতএব জ্ঞানিলোকেরা তাঁহাকেই পণ্ডিত কহেন॥ ১৯॥ যে ব্যক্তি আপনাকে কর্ম্ম আর কর্ম্মফল,ইহার কর্ত্তা বোধ না করিয়া শরীর নির্ব্বাহার্থ অন্য আশ্রয় ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যানন্দে তৃপ্ত থাকেন, তিনি স্বাভাবিক অথবা বিহিত কর্ম্ম করিলেও কিছুই করেন না (অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না)॥ ২০॥ চিত্ত এবং শরীরকে বশীভূত রাখিয়া সকল বিষয়েতে অনুরাগ ও ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শরীর নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম করিলে, বিহিতকর্ম্ম ত্যাগ-নিবন্ধন যে পাপ, তাহা হয় না॥ ২১॥ প্রার্থনা ব্যতিরেকে যে লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট, জগতের বৈরভাবশূন্য, শীতোষ্ণাদি সহনশীল; এবং প্রার্থনীয় লাভের সিদ্ধি, অসিদ্ধি, উভয়েতে সমভাব, (অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদ-রহিত) এরূপ হইয়া কর্ম্ম করিলে পুরুষ তাহাতে বদ্ধ হয়েন না॥ ২২॥

স্বামিকৃত টীকা।

সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টং॥ ১৯॥ কিঞ্চ ত্যক্ত্বেত্যাদি। কর্ম্মণি তৎ ফলে চ আসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবংভূতো যঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি। তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥ কিঞ্চ নিরাশীরিত্যাদি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ। যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা চ শরীরং যস্য। ত্যক্তঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ। শারীরং শরীরমাত্রনির্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগিস্বাভাবিকং ভিক্ষাটনং কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি॥ ২১॥ কিঞ্চ যদৃচ্ছেত্যাদি। অপ্রার্থিতোপস্থিতোলাভঃ যদৃচ্ছালাভঃ, তেন সন্তুষ্টঃ। দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতঃ অতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ। বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ। যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমঃ হর্ষবিষাদরহিতঃ। য এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোক্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বা ন বন্ধং প্রাপ্নোতি॥ ২২॥ কিঞ্চ গতসঙ্গ-

জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥২৪॥ দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে। ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে। আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥ দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহ

স্বামিকৃত টীকা।

স্যেত্যাদি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভির্ম্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো-যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মাচরতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে, অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়পক্ষে যজ্ঞায়েতি যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহায় কর্ম্মকুর্ব্বতইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ তত্রৈবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ অকর্ম্মৈব। আরূঢ়াবস্থায়াস্তু অকর্ত্রাত্মজ্ঞানবাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্মাকর্ম্মৈবেতি কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্ম্মণি চ তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং জুহ্বাদিঃ, তদপি ব্রহ্মৈব। অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মৈবাগ্নিঃ, তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং, হোমঃ অগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য, তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং; নতু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেনৈব জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দৈবমিত্যাদি। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয়—ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণ ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং। তদেবং যজ্ঞং অপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি; যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রোত্রাদীনীত্যাদি। অন্যে নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণস্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়ঃ তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি, বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তত্বেনাগ্নিত্বেন ভাবিতেষিন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বাণীত্যাদি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং বচনোপাদানাদীনি, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি, প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোনয়নং, ব্যানস্য ব্যায়নাকুঞ্চনপ্রসারণানি; সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্য ঊর্দ্ধনয়নং। ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি। আত্মনি সংযমোধ্যানৈকাগ্র্যং সএব যোগঃ সএবাগ্নিঃ তস্মিন্, জ্ঞানেন ধ্যানবিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যক্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরমন্তীত্যর্থঃ। ২৭।

যাঁহার ফলাভিলাষ ও বিষয়ানুরাগ নাই এবং কেবল আত্মজ্ঞানেতেই চিত্ত স্থির হইয়াছে, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিলেও সে ব্যক্তির কর্ম্ম অকর্ম্মের ন্যায় হয় ॥ ২৩ ॥ (পাঁচ শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মাকর্ম্মের বিস্তারিত কহিয়া এইক্ষণে কর্ম্ম কর্ম্মাঙ্গ সকলেতেই ব্রহ্মভাবনার বিধান কহিতেছেন) যাহার দ্বারা আহুতি প্রদান করা যায় (অর্থাৎ জুহূ প্রভৃতি) এবং হবি, অগ্নি, আহুতিপ্রদানকর্ত্তা, হোমরূপ ক্রিয়া, এ সকলই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মাত্মক যে কর্ম্ম তাহাতে যে ব্যক্তির চিত্তার্পণ হয় তিনি ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার বন্ধনের কারণ আর কোন ফল হয় না ॥ ২৪ ॥ (যজ্ঞস্বরূপে বর্ণিত এই ব্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞদ্বারা হয় এ কারণ সকল যজ্ঞাপেক্ষা এই যজ্ঞ প্রধান, অতএব ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিরা জ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল যজ্ঞ করিয়া থাকেন, এই যজ্ঞের প্রশংসা করণার্থ আট শ্লোকের দ্বারা ঐ সকল যজ্ঞেরও উল্লেখ করিতেছেন) যে যজ্ঞেতে ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা হয়, কর্ম্মযোগিরা ইন্দ্রাদি দেবতাকে ব্রহ্মবোধ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর জ্ঞানি লোকেরা ব্রহ্মরূপাগ্নিতে উক্ত প্রকারে ব্রহ্ম ভাবিয়া যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মের সমাধা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ যাবজ্জীবন গুরুকুলবাসি ব্রহ্মচারিরা জ্ঞানবলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে হবি জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়দমনরূপ অনলেতে সমর্পিত করেন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানি গৃহস্থেরা বিষয় সম্ভোগ কালে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকলকে অগ্নি জ্ঞান করিয়া শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়রূপ ঘৃতজ্ঞানে তাহাতে প্রক্ষেপ করেন ॥ ২৬ ॥ যাঁহারা আত্মধ্যানেতে নিযুক্ত, তাঁহারা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি মহাবায়ু—এ সকলের তাবৎ কর্ম্মকে জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত আত্মধ্যানৈকাগ্রতা-রূপ অগ্নিতে অর্পিত করেন ॥ ২৭ ॥ কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, এই প্রকার কেহ বা, চান্দ্রায়ণাদি, কেহ বা, সমাধি যজ্ঞ, কেহ বা, বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ বা, ব্রতরূপ যজ্ঞেতে যত্ন পূর্ব্বক নিযুক্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥ অপর কোন কোন ব্যক্তি নাসিকারন্ধ্র আকর্ষণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ বায়ুকে অধোবায়ুতে লীন করিয়া কুম্ভকদ্বারা ঊর্দ্ধবায়ু ও অধোবায়ুর গতি প্রতিরোধ পূর্ব্বক রেচনকালে ঊর্দ্ধ বায়ুতে অধোবায়ুর লয় করেন (অর্থাৎ

স্বামিকৃত টীকা ।

কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞাইত্যাদি । দ্রব্যদানমেব যজ্ঞোযেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপো-যজ্ঞো-যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং স এব যোগো যেষাং তে । যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ । সং সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে । ২৮ । কিঞ্চ

পানং তথাপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ॥ ২৯॥ অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥ ৩০॥ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো-যান্তি ব্রহ্মসনাতনং। নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ পুরুষোত্তম॥ ৩১॥ এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে। কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪॥ যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব। যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি॥ ৩৫॥ অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি-

স্বামিকৃত টীকা।

অপানইত্যাদি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণং ঊর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি। যথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধ্বা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥ কিঞ্চ অপরে নিয়তাহারা ইত্যাদি। অপরে ত্বাহারসংকোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেষিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়লয়বৃত্তিং লয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বে ত্যাদি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্তইতি যজ্ঞবিদঃ, যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা। যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ॥ ৩০॥ যজ্ঞান কৃত্বাঽবশিষ্টকালে অনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জীতেতি তথা সনাতনং নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ নায়মিত্যাদি। অয়মল্পসুখো মনুষ্য লোকঃ অযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানশূন্যস্য নাস্তি, কুতোঽন্যঃ পরলোকঃ। অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥ জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুং উক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি এবং বহুবিধা ইত্যাদি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা, বেদেন সাক্ষাৎ বিহিতা ইত্যর্থঃ। তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মজাতানাত্মসংস্পর্শরহিতান বিদ্ধি জানীহি, আত্মনঃ কর্ম্মাগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি। ৩২। জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠইত্যাহ শ্রেয়ানিত্যাদি। দ্রব্যযজ্ঞাৎ অনাত্মব্যাপারজন্যাৎ দৈবাদিযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি জ্ঞানস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপি আত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃ পরিণামেঽভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধুকুর্ব্বন্তীতি শ্রুতেঃ। ৩৩। এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ তদিত্যাদি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি প্রাপ্নুহি, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন, কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে? ইতি প্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ

পূরক, কুম্ভক, রেচকদ্বারা প্রাণায়ামপরায়ণ থাকেন) ॥ ২৯ ॥ কেহ কেহ আহারের সংকোচাভ্যাসে ইন্দ্রিয়গণকে কৃশ করিয়া ঐ সকল দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়েতে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য লয়কে যজ্ঞ জ্ঞান করেন। এই যে দ্বাদশ প্রকার যাজ্ঞিকের কথা বলা গেল, ইহাঁরা সকলেই যজ্ঞ জানেন এবং ঐ নানা প্রকার যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ নষ্ট করেন ॥ ৩০ ॥ যজ্ঞ সমাপন করিয়া অবশিষ্ট কালে যে অনিষিদ্ধ অন্নাহার, যাজ্ঞিকদিগের তাহাই অমৃত ভোজন। এইরূপে তাঁহারা আত্মজ্ঞানদ্বারা সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞ না করে, হে কুরুপ্রধান! কিঞ্চিৎ সুখস্থান যে মর্ত্ত্যলোক এই খানেই সে ব্যক্তি জন্মিতে পারে না, তাহাতে মোক্ষপদ কোথায় পাইবে? (অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্তি কদাচ হয় না, অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য) ॥ ৩১ ॥ বেদেতে বাহুল্যরূপে এই প্রকার অনেক যজ্ঞের বিধান আছে কিন্তু সকল যজ্ঞই শরীর, বাক্য ও কর্ম্ম, ইত্যাদির দ্বারা হয়, আত্মার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; হে অর্জ্জুন! ইহা নিশ্চয় জানিয়া কর্ম্ম করিলেই সংসারবন্ধন-মুক্ত হইবা ॥ ৩২ ॥ (এইক্ষণে কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের প্রধানতা কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ দেবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাবৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এ সকল জ্ঞানযজ্ঞের অন্তঃপাতি হয় ॥ ৩৩ ॥ হে ধনঞ্জয়! শাস্ত্রজ্ঞানি তত্ত্বদর্শিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও তাঁহাদিগের সেবা করিয়া প্রশ্ন (অর্থাৎ আমার এই সংসার কোথা হইতে হইল, আর কি প্রকারেই বা মুক্ত হইব? ইত্যাদি প্রকার) জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন, তবেই তুমি সেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবা ॥ ৩৪ ॥ হে পাণ্ডব! আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর বন্ধুবধ ভাবিয়া মোহিত হইবা না এবং ঐ জ্ঞানদ্বারা মায়ানির্ম্মিত পুত্র-মিত্রাদিকে এক দেখিয়া, অনন্তর পরমাত্মারূপ আমাতে আত্মাকে অভিন্ন দেখিবা ॥ ৩৫ ॥ যদ্যপি তুমি সকল পাপকারী হইতেও অধিক পাপিষ্ঠ হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকারোহণ করিলে পাপসমুদ্র হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইবা ॥ ৩৬ ॥ (এই শ্লোকার্থে আশঙ্কা হইতে পারে—জ্ঞানতরণী

স্বামিকৃত টীকা।

তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি। ৩৪। জ্ঞানফলমাহ যজ্জ্ঞাত্বেত্যাদি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ, যদিত্যাদি। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুঃ, যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথোঽনন্তরং ময়ি পরমাত্মনি অভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ। ৩৫। কিঞ্চ অপীত্যাদি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যঃ যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি তথাপি পাপসমুদ্রং জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্রবৎ ছিত্বৈনৈব

র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥ নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮॥ শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯॥ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো-ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥ যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ং। আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১॥ তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু জ্ঞানযোগো-নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

পাপস্যাত্তিলঙ্ঘনমাত্রং নতু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথেত্যাদি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধফলকর্ম্মব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতি॥ ৩৭॥ তত্র হেতুমাহ নহীত্যাদি। পবিত্রং শুদ্ধিকরং ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব। তর্হি সর্ব্বেপ্যাত্মজ্ঞানমেব কিমিতি নাভ্যস্যন্তীত্যত-আহ তদিত্যাদি সার্দ্ধেন। তদিত্যাদি। তত্র আত্মনি বিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে নতু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ॥ ৩৮॥ কিঞ্চ শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টেঽর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ, সংযতেন্দ্রিয়শ্চ উক্তজ্ঞানং লভতে, নান্যঃ, ততশ্চ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগএব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধ্বা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি॥ ৩৯॥ জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞশ্চেত্যাদি। অজ্ঞোগুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি স্বার্থাৎ ভ্রংশ্যতি, এতেষু ত্রিষপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকোনাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকঃ, ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ॥ ৪০॥ অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেত্যাদি দ্বাভ্যাং যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং। কর্ম্মাণি স্বফলেনৈব নিবধ্নন্তি, ততশ্চ জ্ঞানেন অন্তরাত্মারাধনেন সংছিন্নঃ-সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো-যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি তানি ন নিবধ্নন্তি॥ ৪১॥ যস্মাদেবং তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থমিত্যাদি। আত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদিস্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা

আরোহণে পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় পাপ বর্ত্তমান থাকে,—অতএব পরশ্লোকে ইহার নিবারণ করিতেছেন) হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠমাত্রকেই দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও প্রারব্ধ কর্ম্মব্যতীত সকল কর্ম্মকেই ভস্মীভূত করে ॥ ৩৭ ॥ যত যজ্ঞ আছে, তাঁহার মধ্যে কোন যজ্ঞই জ্ঞানযজ্ঞের ন্যায় শুদ্ধিজনক নহে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ-চিত্ত হইলে পর কালক্রমে এই আত্মজ্ঞান অনায়াসে উপস্থিত হয় ॥ ৩৮ ॥ গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়দমন, কর্ম্মানুষ্ঠান, এ সকল অপেক্ষা করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অবিলম্বে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তাহাতে আর কিছু আবশ্যক রাখে না ॥ ৩৯ ॥ (জ্ঞানাধিকারী বলিয়া এইক্ষণে জ্ঞানের অনধিকারী কহিতেছেন) গুরু যে অর্থ বলেন তাহা বুঝিতে পারে না, যদি বা কোন প্রকারে বুঝে তথাচ তাহাতে শ্রদ্ধা হয় না; যদিও শ্রদ্ধা হয় তথাপি এ বিষয় সিদ্ধ হইবে কি না? এই প্রকার সংশয় থাকে; এমন যে ব্যক্তি সে ভোগ মোক্ষ দুই বঞ্চিত হয়, যেহেতু সংশয়াত্মা লোকের ইহলোক বা পরলোক অথবা সুখভোগ কিছুই হয় না ॥ ৪০ ॥ (দুই অধ্যায়েতে উক্ত যে কর্ম্মভূমিকা ও জ্ঞান ভূমিকা তৎপ্রভেদে ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রতি কারণ যে কর্ম্ম আর জ্ঞান, এইক্ষণে দুই শ্লোকের দ্বারা তাহার প্রস্তাব শেষ করিতেছেন) যে ব্যক্তি পরমেশ্বরারাধনা দ্বারা সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরেতে অর্পিত করেন এবং আত্মারাধনার দ্বারা যাঁহার দেহাভিমান লয় পায়, এ প্রকার আত্মজ্ঞানি মনুষ্য যদ্যপি লোকরক্ষার্থ অনু-ষ্ঠিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করেন, তথাপি সে কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না ॥ ৪১ ॥ হে অর্জ্জুন! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তোমার হৃদয়েতে শোকাদিনিমিত্ত যে সংশয় বর্ত্তিয়াছে, আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা তাহা চ্ছেদ করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর (অর্থাৎ উপস্থিত যে যুদ্ধ তদর্থে উত্থিত হও) ॥ ৪২ ॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষশ্লোকসংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতানামক যোগশাস্ত্র তাহার জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থাধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

স্বামিকৃত টীকা।

কর্ম্মযোগমাশ্রয়, তত্র প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারতইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মত্বং দর্শিতং ॥ ৪২ ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং জ্ঞানযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং ॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো-বিশিষ্যতে ॥ ২॥ জ্ঞেয়ঃ স নিত্য-সন্ন্যাসী যো-ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো-হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥ সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং ॥ ৪॥ যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫॥ সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠেত্যুক্তং। তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুনউবাচ। সংন্যাসমিতি। যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদিত্যাদিনা, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থে-ত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথযসি। জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুন-র্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ একদৈব সংভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মা-দেতয়োর্মধ্যে একস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম শ্রেষ্ঠং যৎ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১॥ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাসইতি। সংন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ। নহি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি। যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপিতু দেহাত্মাভিমানী ত্বং বন্ধুবধনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মতত্ত্বো-পায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎ-পরিপাকায়াত্মজ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সংন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্ব্বিকল্পাযোগাৎ সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ তথাপি তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টোভবতি ॥২॥ কুত ইত্যপেক্ষায়াং সংন্যা-সিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবন তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি জ্ঞেয়ইতি। রাগদ্বেষরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্পং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সংন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো-রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যোহি শুদ্ধচিত্তো-জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥ যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন সমুচ্চয়ঃ অতোবিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানিনামেবোচিতো ন বিবেকিনামিত্যাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি, সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠা বাচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়তি,সংন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এবং প্রবদন্তি নতু পণ্ডিতাবদন্তি। তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলং প্রাপ্নোতি। তথাহি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি। সংন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া যৎ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪॥ এতদেব স্ফুটয়তি যৎ সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞান

(তৃতীয়াধ্যায়ের ১৭ শ্লোক এবং চতুর্থাধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকদ্বারা জ্ঞানিলোক-দিগের কর্ম্মত্যাগ কহিয়াছেন, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণে সংশয়চ্ছেদ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কহিলেন, কিন্তু এক কালে এক ব্যক্তিতে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না অতএব অর্জ্জুন সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি কর্ম্মত্যাগ কহিয়াছ, পুনশ্চ কর্ম্ম করিতে বল, ইহাতে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি না, অতএব কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহার মধ্যে আমার যাহা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এ কথার উত্তর করিতেছেন।—অধিকারিভেদে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষের কারণ, তথাচ দুয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২ ॥ (কর্ম্মযোগ কি হেতু শ্রেষ্ঠ? এই আশঙ্কানিবারণার্থ সন্ন্যাসী বলিয়া কর্ম্মযোগির প্রশংসা পূর্ব্বক কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেছেন) রাগ, দ্বেষ, ফলাভিলাষ, এ সকল ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল পরমেশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী জানিবা। হে মহাবাহো! যেহেতু রাগ-দ্বেষরহিত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে জ্ঞানদ্বারা সংসারবন্ধন মুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এ উভয়ের ফল এক মোক্ষ, তথাচ যাহারা এ দুইকে স্বতন্ত্র বলে তাহারা অজ্ঞান। পণ্ডিতেরা কদাচ স্বতন্ত্র বলেন না, যেহেতুক ইহার এক পক্ষ অবলম্বন করিলেই উভয়ের ফল যে মোক্ষ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় (অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়, এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সন্ন্যাসাশ্রয় করিলেও সে ব্যক্তির মোক্ষপদ লাভ হয়) ॥ ৪ ॥ কর্ম্মসন্ন্যাসিরা যে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়েন, কর্ম্ম-যোগিদিগেরও পরম্পরা সেই স্থান গম্য, অতএব কর্ম্মসন্ন্যাস আর কর্ম্মযোগ, এ উভয়কে যিনি এক দৃষ্টি করেন তিনিই সকল দেখেন ॥ ৫ ॥ (কর্ম্মসন্ন্যাসের ফল যে মোক্ষ, যদ্যপি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও শেষ তাহাই হয়, তবে কেন অগ্রেই কর্ম্ম-সন্ন্যাস না করা যায়? পরশ্লোকের দ্বারা এই আশঙ্কার উত্তর করিতেছেন) কর্ম্মা-নুষ্ঠান ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি না হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না, অতএব হে ক্ষত্রিয়বংশ্য! কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত যে কর্ম্মত্যাগ সে কেবল দুঃখপ্রাপ্তির কারণ

স্বামিকৃত টীকা।

নিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভির্যৎস্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, (যোগৈরিত্যত্র অর্শ-আদিত্বেনাৎ প্রত্যয়োদ্রষ্টব্যঃ।) কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ একফলত্বেন একং যঃ পশ্যতি স-এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥ যদি কর্ম্মযোগিনোপ্যন্ততঃ সংন্যাসেনৈব নিষ্ঠা, তর্হ্যাদিতএব সংন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্তইতি মন্বানং প্রাহ সংন্যাসস্ত্বিতি। অযোগতঃ জ্ঞান কর্ম্মযোগং বিনা সন্ন্যাসং প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুর্ভবেদিত্যর্থঃ। চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন

যোগযুক্তো-মুনির্ব্রহ্মমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ যোগযুক্তো-বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥ নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো-মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত-ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥ কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো-নিবধ্যতে ॥১২॥ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব

স্বামিকৃত টীকা।

জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সংন্যাসী ভূত্বাঽচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগএব সংন্যাসাদ্বিশিষ্যত-ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধ্যতি ॥ ৬ ॥ কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্তইতি। যোগেন যুক্তঃ অতো বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অতএব জিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন, ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মভূত আত্মা যস্য সঃ লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাৎ ন বিরুদ্ধমিত্যাহ নৈবেতি দ্বাভ্যাং। নৈবেতি। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত-ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত, তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপোবুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য ॥ ৮ ॥ প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষণনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। তথাচ পরমার্থং সূত্রং তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ॥ ৯ ॥ যস্য তর্হি করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপোদুর্ব্বারঃ, তথাবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সংন্যাসোপি নাস্তীতি মহৎসঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণীত্যাদি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলেন সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥ বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি মনসা ধ্যানাদি বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদিকেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিনঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥ ননু তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বদ্ধ্যত-ইতি ব্যবস্থা, অতআহ যুক্তইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বন্ আত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামনয়া প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিয়তং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥ এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতমিদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ

হয় কিন্তু কর্ম্মযোগবিশিষ্ট মুনি চিত্তশুদ্ধির পর কর্ম্মত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মেতে লীন হয়েন। (অতএব সন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ যাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তাহাও সংলগ্ন হইল)॥ ৬॥ কর্ম্মযোগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পর শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় এবং আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হইতে পারেন, অতএব এ প্রকার মনুষ্য যদ্যপি লোকরক্ষার্থক অথবা স্বাভাবিক কর্ম্মও করেন, তথাচ সে কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না॥ ৭॥ (কর্ম্ম করেন অথচ কর্ম্মজন্য ফলেতে লিপ্ত হয়েন না, এ কথা আপাতত অসঙ্গত বোধ হয়, অতএব কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবরূপ বিশেষণ দিয়া সংশয় ভঞ্জন করিতেছেন) কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানবান ব্যক্তি, "ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে আমি তাহাতে লিপ্ত নহি" এই অবধারণ করিয়া, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, নিদ্রা নিশ্বাস ত্যাগ, আলাপ, মলমূত্রত্যাগ, দ্রব্যাদি গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ, এই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তঃকরণে স্থির থাকে যে, ইন্দ্রিয়াদিহইতে এবং বিষয়হইতে আমি পৃথক্, অতএব আমি কিছুই করি না॥ ৮॥ ৯॥ (যে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করে নাই, অথচ আপনি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে সে ব্যক্তিও যে প্রকার কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হয় না তাহা কহিতেছেন) ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরেতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, বন্ধহেতু যে কর্ম্মজন্য পাপ, তাহাতে সে ব্যক্তি লিপ্ত হয় না, যেমন জলে স্থিত পদ্মপত্র জলেতে লিপ্ত নহে॥ ১০॥ শরীরদ্বারা স্নানাদি কর্ম্ম, মনের দ্বারা বস্তুর ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা যথার্থনিশ্চয়াদি, এবং আসক্তিরহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি—যোগিরা নিষ্কামী হইয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এ সকলের অনুষ্ঠান করেন॥ ১১॥ ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি করিয়া কর্ম্ম করিলে নির্ব্বাণ মোক্ষ হয় কিন্তু পরমেশ্বরবিষয়ে দৃঢ়তা ব্যতিরেকে ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই তজ্জন্য ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে বদ্ধ করে॥ ১২॥ (যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, কর্ম্মারম্ভ তাহার পক্ষে প্রধান, এ কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এইক্ষণে তাহার বিস্তার করণার্থ প্রথমতঃ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাসের প্রশংসা করিতেছেন) শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনের দ্বারা তাবৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বার (অর্থাৎ নয়নদ্বয়,

স্বামিকৃত টীকা।

শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সর্ব্ব কর্ম্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সর্ব্বাণি বিক্ষেপকালে মনসা বিবেকযুক্তেন সন্ন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে। কাস্তে; ইত্যত-আহ নবেতি। নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বে পায়ুপস্থরূপে, ইত্যেবং—নবদ্বারাণি যস্মিন তস্মিন্ পুরে, পুরবদহংকারশূন্যে দেহী অবতিষ্ঠতে। অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেনৈব

কুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥ ১৩ ॥ ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬ ॥ তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মান-স্তন্নিষ্ঠা-স্তৎপরায়ণাঃ। গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥ বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥ ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো-যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥ ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বি-

স্বামিকৃত টীকা।

দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিত্যবিশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা। অশুদ্ধচিত্তোহি সংন্যস্য পুনঃ করোতি চ নত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ননু পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভ-ফলেষু কর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানস্ত্যক্ষ্যতীতিচেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং প্রয়োজনকর্ত্তৃত্বাৎ ঈশ্বর-স্যাপি পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ত্তৃত্বমিত্যাদি-দ্বাভ্যাং। তত্র ন কর্ত্তৃত্বমিতি। প্রভুঃ জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে। নতু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ যস্মাদেবন্তস্মাৎ নাদত্ত ইতি, প্রয়োজকোঽপি সন প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতং বা নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ, প্রভুঃ পরিপূর্ণঃ প্রাপ্তকাম-ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েৎ তর্হি তথা স্যাৎ নত্বেতদস্তি প্রাপ্তকাম ত্বৈস্যবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। ননু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নি-গৃহ্নবৈষম্যোপলম্ভাৎ কথং প্রাপ্তকামত্বমত-আহ অজ্ঞানেনেতি। অজ্ঞানেন নিগ্রহোঽপি দণ্ড-রূপোঽনুগ্রহ-এবেত্যেবং অজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর-ইত্যেবংভূতং জ্ঞানমাবৃতং। তেন হেতুনা জন্তবো-জীবা মুহ্যন্তি, ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত-ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তী-ত্যাহ জ্ঞানেন ত্বিতি। আত্মনো-ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা পরিপূর্ণমীশ্বররূপং প্রকাশয়তি। যথা আদিত্যস্তমোনিরস্য সমস্তং প্রকাশয়তি তদ্বৎ। ১৬। এবম্ভূতেশ্বরস্যোপাসকানাং ফলমাহ তদ্বুদ্ধয়ইতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তস্মিন্নেবাত্মা প্রযত্নো যেষাং তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং। ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধে জ্ঞানে নির্দ্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তে অপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি। ১৭। কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে। শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চৈবেতি বৈষম্যং কর্ম্মণা। গবি হস্তিনি-শুনি-চেতি জাতিতো বৈষম্যং

নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, মল-মূত্র-নির্গমপথ, এই নবচ্ছিদ্রবিশিষ্ট) দেহপুরে সুখে বসতি করেন এবং "আমি করি, আমি করাই" তাঁহার এ প্রকার অভিমান থাকে না; অতএব তিনি স্বয়ং বা অন্যকে দিয়া কিছুই করেন না ॥ ১৩ ॥ (পরমেশ্বরকৃত নিয়মানুসারে লোকেরা শুভাশুভ কর্ম্মেতে লিপ্ত হয়েন এবং পুনরায় জ্ঞানপথ প্রদর্শন করাইয়া পরমেশ্বরই কর্ম্মত্যাগী করেন; অতএব তাঁহার অসমদৃষ্টিতা ও নির্দয়তা হইল এবং এপ্রযুক্ত পরমেশ্বরেতেও পুণ্য-পাপস্পর্শের আশঙ্কা হইতে পারে, ভগবান দুই শ্লোকের দ্বারা এ আপত্তির সিদ্ধান্ত করিতেছেন) পরমেশ্বর কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই এবং সুখ-দুঃখাদিতেও স্বয়ং প্রবর্ত্ত করেন না কিন্তু জীবের স্বভাবরূপ যে অনাদি মায়া, তাঁহার অধীন হইয়া নিজে প্রবর্ত্তমান যে জীব তাহাকে প্রবর্ত্ত করেন ॥ ১৪ ॥ (পরমেশ্বর এইরূপে প্রয়োজক হয়েন অতএব কাহারো পুণ্য-পাপের অংশ গ্রহণ করেন না; যেহেতুক তিনি কোন বিষয়েতেই অপূর্ণ নহেন, তাঁহার সকল সমান, অর্থাৎ যদ্যপি কামনাবিশিষ্ট হইয়া জীবকে প্রবর্ত্ত করিতেন তবে ইহা সম্ভব ছিল, তাহা নহে) কিন্তু অজ্ঞানে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এপ্রযুক্ত মোহিত হইয়া জীব তাঁহাতে বৈষম্য দৃষ্টি করেন ॥ ১৫ ॥ পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞানেতে যাহারদিগের অসম দৃষ্টির কারণীভূত অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াছে, প্রভাকর যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া সকল বস্তু প্রকাশ করেন, সেইরূপ আত্মজ্ঞান তাঁহাদিগের অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥ (এই রূপ ঈশ্বরোপাসনার ফল কহিতেছেন) যাঁহারা পরমেশ্বরেতে নিশ্চয় বুদ্ধি করিয়া তাঁহাতেই যত্ন করেন এবং পরমেশ্বরে নিশ্চল হইয়া তাঁহাকেই একান্ত আশ্রয় জানেন, তাঁহারা পরমেশ্বরকৃপাতে জ্ঞান লাভ করিয়া সকল পাপমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥ (এইক্ষণে জ্ঞানির লক্ষণ কহিতেছেন) বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গোরু, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল ইত্যাদি সকল প্রাণিতেই পরমেশ্বর সমান ভাবে অবস্থিত, যাঁহারা এই রূপ দৃষ্টি করেন, তাঁহারাই জ্ঞানী হয়েন ॥ ১৮ ॥ যাঁহারদিগের মন সমান ভাবে স্থিত, তাঁহারা জীবনেতেই সংসারমুক্ত, যেহেতুক পরমেশ্বর দোষরহিত এবং সর্ব্বত্র সমানাবস্থিত এই রূপ দৃষ্টি করিয়া তাঁহারাও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

দর্শিতং ॥ ১৮ ॥ ননু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বতোঽপি কথন্তে পণ্ডিতাঃ? তত্রাহ ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ স্বজ্যতইতি সর্গঃ সংসারোজিতো-নিরস্তঃ। কৈঃ-যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং। তত্র হেতুঃ হি যস্মাৎ ব্রহ্মসমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ

জেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো-ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥ যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়-এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥ শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥ যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম-স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥ কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং। অভিতো-ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৬ ॥ স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥ যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্তএব সঃ ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

স প্রিয়ম্প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যতি, ন প্রকৃষ্টহর্ষবান্ স্যাৎ। অপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেন্ন বিষাদং করোতীত্যর্থঃ। যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ, স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য সঃ। তৎ কুতঃ যতোঽসম্মূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০ ॥ মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যহেতুমাহ বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত-ইতি স্পর্শা, বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু অসক্তাত্মা, অসক্ত আত্মা চেতোযস্য, আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি, লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যপ্রাপ্ত আত্মা যস্য, সোঽক্ষয়ং সুখং প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥ ননু প্রিয়বিষয়ভোগিনামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ; তত্রাহ যে হীতি। সংস্পর্শস্তইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জায়ন্তে ভোগাঃ সুখানি, তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখযোনয়ঃ দুঃখহেতুভূতা আদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ। অতো-বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥ তস্মান্মোক্ষএব পরমঃ পুরুষার্থ-ইতি তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষস্তৎ সহনসমর্থএব মোক্ষভাগীত্যাহ শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তং ইহৈব তদুদ্ভবসময়এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্যাবদ্দেহপাতমিত্যর্থঃ, এবম্ভূতঃ সঃ এবযুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ ॥ ২৩ ॥ ন কেবলং কামক্রোধবেগসম্বরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপিতু যোঽন্তরিতি। অন্তরেব আরামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতিঃ দৃষ্টির্যস্য ন নৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥ কিঞ্চ লভন্তইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ, ক্ষীণং কল্মষং যেষাং। ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাং। যত-সংযতআত্মা চিত্তং যেষাং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ কৃপাবন্তো যে, তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ কামক্রোধেতি। কামক্রোধাভ্যাং বিমুক্তানাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং অভিত উভয়তো মৃতানাং জীবতাঞ্চ ন দেহান্ত-এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ো জীবতামপি তু বর্ত্তত-এবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী

(ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তের লক্ষণ এই যে) যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন, প্রিয় বস্তু লাভেতেও তাঁহারদিগের হর্ষ হয় না এবং অপ্রিয় বিষয়েতেও বিষাদ নাই, যেহেতুক মোহরহিত প্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি বিচলিত হয় না ॥ ২০ ॥ বহিঃস্থিত বিষয়েতে যাঁহাদিগের চিত্ত আসক্ত নহে, তাঁহারা অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক সুখ পাইয়া সমাধির দ্বারা পরমেশ্বরেতে লীন হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥ বিষয়জন্য যে সুখভোগ, সে কেবল দুঃখের কারণ, যেহেতুক কদাপি চিরস্থায়ী নহে এবং বিষয় সম্ভোগকালেও রাগ দ্বেষ উপস্থিত হয়, হে অর্জ্জুন! এ প্রযুক্তই বিবেকি লোকেরা তাহাতে রত হয়েন না ॥ ২২ ॥ কাম ক্রোধ হইতে মনের ও চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের যে ক্ষোভ জন্মে, যে ব্যক্তি শরীর ধারণে তাহা সহিতে পারেন, তিনিই যোগী ও পরম সুখী হয়েন ॥ ২৩ ॥ বিষয়েতে যাহার ক্রীড়া-সুখাদি না হইয়া আত্মাতেই হয়, আর নৃত্য-গীতাদিতে দৃষ্টি না থাকিয়া আত্মার প্রতিই দৃষ্টি থাকে, সেই যোগী ব্রহ্মভাবে থাকিয়া পরে পরব্রহ্মেতে লিপ্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥ সকল প্রাণিতে সমান দয়াশীল জ্ঞানি ব্যক্তিরা সংশয় ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরেতে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥ কাম-ক্রোধ-বিহীন শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানি লোকেরদের কি জীবদ্দশা কি মরণদশা সর্ব্বকালেই ব্রহ্মভাব সমান থাকে ॥ ২৬ ॥ (যোগির মোক্ষ হয়, ইহা বলিয়া এইক্ষণে দুই শ্লোকের দ্বারা সংক্ষেপে যোগের লক্ষণ কহিতেছেন) বিষয় সকল বস্তুতঃ বহিঃস্থিত কিন্তু চিন্তা করিলে অন্তরে প্রবেশ করে অতএব সেই চিন্তা ত্যাগদ্বারা বিষয় সকলকে বহির্গত করিবেক এবং নয়ন মুদ্রিত করিলে নিদ্রায় আকর্ষণ করে, আর উন্মীলিত রাখিলে বিষয়েতে দৃষ্টি হয়, অতএব এই দোষ পরিহারার্থ ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া নাসিকার মধ্যে গমনশীল প্রাণাপান বায়ুকে রুদ্ধ করিবেক। এই রূপে যিনি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে বশীভূত করেন এবং ইচ্ছা ভয় ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মোক্ষ চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত হয়েন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ (কেবল ইন্দ্রিয়দমনেতে

স্বামিকৃত টীকা।

মোক্ষমাপ্নোতীত্যুক্তং। তমেব যোগং সংক্ষেপেণ দর্শয়ন্নাহ স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাং। তত্র স্পর্শানিতি। বাহ্যএব স্পর্শরূপরসাদয়ো-বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি অতস্তেষাং চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যএব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনোলীয়তে, উন্মীলনে বহিঃ প্রসরতি তদুভয়োর্দ্দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধাধোগতী নিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ অনেন উপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য। মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা রাগভয়ক্রোধা যস্য। য এবম্ভূতো-মুনিঃ স সদা-জীবন্নপি মুক্ত-এবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ননু এবমিন্দ্রিয়সংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ-স্যাৎ ন তাবন্মাত্রেণ

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু সন্ন্যাসযোগো-নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥ যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব। নহ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥ আরুরুক্ষো-র্মুনে-র্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে। সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসা-

স্বামিকৃত টীকা।

কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ স্বভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদিচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং অন্ত-র্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎ প্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যেত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তম্বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি, অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাং। তত্র অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমানঃ সন্ অবশ্যকার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি সএব সন্ন্যাসী চ যোগী চ নতু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী ন চাক্রিয়ো ঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্য-কর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥ কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগইসন্ন্যাসত্বং সম্পাদ-য়ন্নাহ যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ, ন্যাস-এবাত্যরেচয়দিত্যাদিশ্রুতয় ইতি কেবলাৎ সন্ন্যসনাদ্ধেতোঃ যোগমেব তং জানীহি। কুতইত্যপেক্ষায়ামিতিশব্দঃ, হেতু যোগেপ্যস্তীত্যাহ নহীতি, ন সন্ন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো-জ্ঞাননিষ্ঠো-বা কশ্চিদপি নহি যোগী ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সন্ন্যাসী চ সঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবা-দ্যোগী ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগএব প্রাপ্ত-ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধি-মাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্মো-চ্যতে, চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য চ তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমঃ বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাককারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ঃ যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ? ইত্যত্রাহ

মোক্ষ হয় না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা হয়, অতএব সেই জ্ঞানের লক্ষণ কহিতেছেন)। যে ব্যক্তি আমাকে যজ্ঞ তপস্যাদির ভোক্তা ও সকলের ঈশ্বর এবং সকল ভূতের অন্তর্যামী, এইরূপ জানেন, তিনি আমার প্রসাদে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৯॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার সন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চমাধ্যায়ের এই শেষ হইল]।

(পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তে সংক্ষেপে যে যোগ কথিত হইল, তাহা বিস্তারিত রূপে কহিবেন,এই অভিপ্রায়ে ষষ্ঠাধ্যায়ের আরম্ভ,তাহাতে পঞ্চমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকেরদ্বারা বিহিত হইয়াছে—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনের দ্বারা সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করেন। ইহার তাৎপর্য্যেতে শিষ্যের বোধ হইতে পারে—দুঃখজনক কর্ম্ম সহসা ত্যাগ করাই উত্তম। অতএব এই দোষপরিহারার্থ ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে কর্ম্ম সন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন) কর্ম্মজন্য ফলের অপেক্ষা না করিয়া, কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া, যে কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তিই সন্ন্যাসী এবং তাহাকেই যোগী কহি, নতুবা কেবল অগ্নিহোত্রাদি ও তড়াগোৎসর্গাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না॥ ১॥ হে পাণ্ডুনন্দন! বেদে যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ কহেন, তাহাকেই যোগরূপ জানিবা, যেহেতুক ফলসঙ্কল্প ত্যাগ ব্যতিরেকে, কি কর্ম্মনিষ্ঠ, কি জ্ঞাননিষ্ঠ, কেহই যোগী হইতে পারেন না (অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাকেই সন্ন্যাস জানিবা)॥ ২॥ (যদ্যপি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দুই এক হইল, তবে মরণপর্য্যন্তই কর্ম্মযোগ করিবে, কি তাহার বিচ্ছেদ আছে? ইহা জানা গেল না; অতএব শিষ্যের আশঙ্কা নিবারণার্থ কর্ম্মযোগের সীমা কহিতেছেন) জ্ঞানযোগপ্রাপণাকাঙ্ক্ষি যে মুনি, প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ তাঁহার সেই জ্ঞানযোগ প্রাপ্তির কারণ হয়, তদ্দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মসন্ন্যাস তাঁহার সেই জ্ঞানপরিপাকের কারণ জানিবা॥ ৩॥ (এইক্ষণে জ্ঞানযোগির লক্ষণ কহিতেছেন) যখন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জন্য সুখভোগেতে এবং তাহার কারণীভূত কর্ম্মেতে আসক্ত না হয়েন, আর বিষয়ভোগ ও কর্ম্ম, এ সকলের বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তখন তাঁহাকে জ্ঞানযোগী কহি॥ ৪॥ জীব মনকে বিবেকযুক্ত করিয়া সংসারবন্ধন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবেন

স্বামিকৃত টীকা।

যদাহীতি। ইন্দ্রিয়ভোগেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুসজ্জতে আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ। আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সংন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলমস্য স তদা যোগারূঢ়উচ্যতে॥ ৪॥ অতএব বিষয়াসক্তিত্যাগে যোক্ষং, তদাসক্তৌ

দয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো-বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ বন্ধুরাত্মাত্মন-স্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থো-বিজিতে ন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত-ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥ সুহৃন্মিত্রা-র্য্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচি-ত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥ শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন-মাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং ॥ ১১ ॥ তত্রৈ-কাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্ম-বিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ সমং কায়শিরো-গ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য

স্বামিকৃত টীকা।

চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ। নত্ববসাদয়েৎ অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাদাত্মৈব মনঃ আত্মন্যুপরক্তঃ আত্মনঃ স্বস্যৈব বন্ধুরুপকারকঃ, রিপুরপকারকঃ ॥ ৫ ॥ কথন্তু তস্য আত্মৈব বন্ধুঃ? কথন্তু তস্য বা রিপু-রিত্যপেক্ষায়ামাহ; বন্ধুরাত্মাত্মন ইতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনঃ আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারকত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥ জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি জিতাত্মনইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমা-হিত-আত্মনিষ্ঠো-ভবতি নান্যস্য ॥ ৭ ॥ যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রেষ্ঠত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি জ্ঞান বিজ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো-নিরাকাঙ্ক্ষী আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো-নির্ব্বিকারঃ। অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতঃ সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য, মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ। স যোগী যোগজ্ঞঃ যুক্তো যোগারূঢ়ইত্যু-চ্যতে ॥ ৮ ॥ সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠইত্যাহ সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবে-নৈব হিতাশংসী। মিত্রঃ স্নেহবশেনোপকারকঃ। অরির্ঘাতকঃ। উদাসীনো-বিবদমানয়োরুভয়ো-রুপেক্ষকঃ। মধ্যস্থো-বিবদমানয়োরপি হিতাশংসী। দ্বেষ্যো-দ্বেষবিষয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। সাধবঃ সদাচারাঃ। পাপা দুরাচারাঃ। এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য সতু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥ এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীন্তস্য সঙ্গত্যাগং বিধত্তে, স যোগী পরমোমত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যুঞ্জীতেতি। যোগী যোগারূঢ়ঃ আত্মানং মনোযুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ। সততং নিরন্তরং, রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্; একাকী সঙ্গশূন্যঃ। যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহো-যস্য। নিরাশীঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ, পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥ আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ দ্বাভ্যাং। তত্র শুচৌ দেশ ইতি। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশং স্থিরমচঞ্চলং, নাতীবোন্নতং, ন চাতি নীচং; চেলং বস্ত্রং, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম চেলাজিনকুশেভ্য উত্তরে যস্মিন্। কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি

কিন্তু কদাচ আপনাকে অধঃপাতিত করিবেন না; যেহেতু কেবল আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু হয়েন॥ ৫॥ (কোন্ ব্যক্তির আত্মা মিত্র আর কাহারই বা অমিত্র হয়েন, তাহার বিশেষ কহিতেছেন) যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আপনার বা অন্যের অনিষ্ট না করেন, তিনিই আপনি আপনার মিত্র হয়েন আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শাসনে অসমর্থ, সে আপনি আপনার শত্রু হইয়া অনিষ্ট করে॥ ৬॥ (জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে আপনার বন্ধু হয়েন, তাহা দর্শাইতেছেন) জিতেন্দ্রিয় এবং রাগাদি রহিত যে ব্যক্তি শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান এ সকল উপস্থিত হইলেও অবশ্যভাবি জ্ঞান করিয়া তাহাতে অস্থির না হয়েন, তিনিই আপনি আপনার বন্ধু॥ ৭॥ (যোগারূঢ়ের লক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে, এইক্ষণে তাহার কথা সমাপ্ত করিতেছেন) শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশজন্য যে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণাদিজন্য জ্ঞান) তাহার দ্বারা আকাংক্ষা রহিত হইয়া যাহার চিত্ত নির্ব্বিকার হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল বশে থাকে, আর মৃত্তিকাপিণ্ড, প্রস্তরখণ্ড, সুবর্ণ, এসকল ত্যাজ্য গ্রাহ্য বোধ না হয়, এমন ব্যক্তিকে যোগারূঢ় কহি॥ ৮॥ (ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যোগির লক্ষণ কহিতেছেন) সুহৃৎ (অর্থাৎ যাঁহারা স্বভাবত উপকারক হয়েন) এবং মিত্র অর্থাৎ যাঁহারা স্নেহপ্রযুক্ত উপকার করেন) আর শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষযোগ্য লোক, কুটুম্ব, সাধু, পাপিষ্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রতি যাঁহার রাগ-বিদ্বেষ না থাকে, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান॥ ৯॥ (যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিয়া তাঁহার সঙ্গত্যাগের বিধান কহিতেছেন) যোগি ব্যক্তি একাকী নির্জ্জন স্থানে গিয়া শরীর ও চিত্তকে নিয়মে রাখিয়া বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে পরমেশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত করিবেন॥ ১০॥ (এইক্ষণে দুই শ্লোকের দ্বারা আসনের নিয়ম কহিতেছেন) শুদ্ধ স্থানে প্রথমতঃ কুশাসন, তাহার উপর ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র, অতি উচ্চ নীচ না হয়, এই প্রকার আপনার অচঞ্চল আসন স্থাপন করিয়া, মনের শান্তিলাভার্থ সেই আসনে বসিয়া, চিত্ত ইন্দ্রিয়াদির গতি প্রতিরোধ পূর্ব্বক মনকে একধ্যানে রাখিয়া আত্মচিন্তা অভ্যাস করিবেন॥ ১১॥ ১২॥ মূলাধার অবধি মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত শরীর অবক্র এবং অটল রাখিয়া, অন্য দিগে দৃষ্টি না

স্বামিকৃত টীকা।

বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ॥ ১১॥ তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যসেৎ। যতা উপরতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য। আত্মনো-মনসো-বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে॥ ১২॥ চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহধারণাং দর্শয়ন্নাহ সমং কায়েতি দ্বাভ্যাং। কায়ইতি দেহমধ্যভাগোবিবক্ষিতঃ। কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমং অবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন স্থিরো-দৃঢ়প্রযত্নোভূত্বেত্যর্থঃ। স্বীয়ং নাসিকাগ্রং

নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥ প্রশান্তাত্মা বিগতভী-র্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্তআসীত মৎপরঃ॥ ১৪ ॥ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥ যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥ যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো-যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥ যথা দীপো-নিবাতস্থো-নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতাঃ। যোগিনো-যতচিত্তস্য যুঞ্জতো-যোগমাত্মনঃ॥ ১৯ ॥ যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥ সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১ ॥ যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং

স্বামিকৃত টীকা।

সংপ্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্রইত্যর্থঃ। ইহ স্থিতোদিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য। ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য ময্যেব চিত্তং যস্য। অহমেব পরঃ পুরুষার্থো-যস্য স মৎপরঃ। এবং যুক্তোভূত্বাসীতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ যোগাভ্যাসফলমাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদাত্মানং মনোযুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি। কথম্ভূতাং, নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং, মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিং ॥ ১৫ ॥ যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ দ্বাভ্যাং। নাত্যশ্নতস্ত্বিতি। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি। তথাতিনিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো-নৈবাস্তি ॥১৬॥ তর্হি কথম্ভূতস্য যোগোভবতীত্যতআহ যুক্তাহার ইতি। যুক্তো-নিয়ত-আহারো-বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তৈব চেষ্টা যস্য। যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য, তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো, নিবর্ত্তকোবা, যোগো-ভবতি সিদ্ধ্যতি ॥১৭॥ কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষোভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। বিনিয়তং নিরুদ্ধং সৎ চিত্তং যদাত্মন্যেব নিশ্চলং তিষ্ঠতি তদা প্রাপ্তযোগইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥ আত্মৈকাগ্রতয়া স্থিতস্য চিত্তোপমানমাহ-যথা দীপ ইতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতোদীপোযথা নেঙ্গতে ন বিচলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ, কস্য আত্মবিষয়ং যোগমভ্যসতো-যোগিনো-যতং নিয়তং চিত্তং যস্য, নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চ চিত্তং তথাতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তীত্যাদৌ তু সমাধিঃ যোগশব্দেনোক্তঃ, তত্র মুখ্যোযোগঃ কঃ? ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব ফলতঃ স্বরূপতশ্চ লক্ষয়ন্ সএব মুখ্যোযোগইত্যাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্রেতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তং, যত্র যস্মিন্নবস্থিতিবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি নতু দেহাদিকং পশ্যংশ্চ আত্মন্যেব তুষ্যতি ন বিষয়েষু, যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগ-

করিয়া অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রক্ষণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইবেন॥ ১৩॥ শান্তচিত্ত ভয়রহিত ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে বিষয়হইতে মনকে আকর্ষণপূর্ব্বক কেবল পুরুষার্থবোধে আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া অবস্থিত হইবেন॥ ১৪॥ (এইরূপ যোগাভ্যাসের ফল কহিতেছেন) চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া, উক্ত প্রকারে কেবল পরমেশ্বরেতে মন সমর্পণ করিলে, যোগী সংসারোপশমরূপ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপে স্থিত হয়েন॥ ১৫॥ (এইক্ষণে দুই শ্লোকের দ্বারা যোগাভ্যাসকারির আঁহারাদির নিয়ম বলিতেছেন) যে অত্যন্ত অধিক আহার করে, কিম্বা একেবারেই আহারত্যাগী হয় এবং অধিক নিদ্রালু কিম্বা এক কালে নিদ্রা ত্যাগ করে; হে অর্জ্জুন! এমত ব্যক্তির যোগ হয় না। অতএব যাঁহার গমনাগমনচেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ, আহার, এ সকল নিয়মিত রূপ থাকে, যোগ তাহারই দুঃখনিবৃত্তির কারণ হয়॥ ১৬॥ ১৭॥ (কোন্ সময়ে যোগ নিষ্পন্ন হয় তাহা কহিতেছেন) যখন বশীভূত চিত্ত কেবল আত্মাতেই নিশ্চল হইয়া থাকে, আর সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহা দূর হয়, তখনই ব্যক্তিকে যোগপ্রাপ্ত কহি॥ ১৮॥ (পরমাত্মাতে চিত্তস্থৈর্য্য-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন) যেমন বায়ুশূন্য স্থানেতে দীপ কম্পিত হয় না, আত্মজ্ঞান অভ্যাসকারির বশীভূত চিত্তও সেই রূপ নিশ্চল এবং প্রকাশক হইয়া আত্মাতে স্থিত হয়॥ ১৯॥ (এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে যোগশব্দে কর্ম্মযোগ কহিয়া, পুনরায় ষোড়শ শ্লোকে যোগশব্দে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধিযোগ কহিলেন, তবে মুখ্য যোগ কি? এই সংশয়বারণার্থ ভগবান সাড়ে তিন শ্লোকের দ্বারা সমাধিযোগের মুখ্যত্ব কহিতেছেন) যে অবস্থাতে যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মাতে স্থির থাকে এবং সংশোধিত মনের দ্বারা কেবল আত্মাকে দেখিয়া সন্তোষ জন্মে, তাহারই নাম যোগাবস্থা জানিবা॥ ২০॥ এবং যে নিত্যসুখ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অথচ কেবল আত্মার স্বরূপ জ্ঞানদ্বারা অনুভূত হয়, যে সময়ে ব্যক্তি সেই সুখ অনুভব করিতে পারেন, তখন আর তত্ত্বজ্ঞান হইতে চলিত হয়েন না॥ ২১॥ যেহেতু সেই আত্মার স্বরূপ লাভ হইলে, অন্য লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান হয় না এবং আত্মসুখে সুখী হইলে অন্য গুরু-

স্বামিকৃত টীকা।

সংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ২০॥ আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নেবাবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যং। অতএব যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মতত্ত্বান্নৈব চলতি আত্মস্বরূপান্ন চলতীত্যর্থঃ॥ ২১॥ অচলত্বমেবোপপাদয়তি যং লব্ধ্বেতি। যতো যমাত্মস্বরূপলাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকমপরং লাভং ন মন্যতে তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ। যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতো-

ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো-ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥ তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং। স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগো নির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥ সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥ যতোযতো-নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং। ততস্ততো-নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥ প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ॥ ২৭ ॥ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনং ॥ ২৯ ॥ যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥ সর্ব্বভূতস্থিতং যো-মাং

স্বামিকৃত টীকা।

ক্ষাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে। এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যং ॥ ২২ ॥ তং বিদ্যাদিতি। যত এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং। দুঃখশব্দেন দোষবশাদ্দুঃখমিশ্রিতত্ত্বাদ্বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে। দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো-যস্মিন্ তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ। যস্মাদেবং মহাফলো-যোগঃ তস্মাৎ সএব যত্নতোঽভ্যসনীয়-ইত্যাহ সইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিদ্ধ্যতি তথাপি অনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ ॥ ২৩ ॥ কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাং ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়-দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগোযোক্তব্য-ইতি পূর্ব্বেণাম্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যদি প্রাক্তনসংস্কারেণ মনোবিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ শনৈঃ শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা, তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থং আত্মন্যেব সম্যক্স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বোপরমেৎ। তত্তু শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ নতু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানঃ পরমানন্দনির্বৃতো-ভূত্বাত্মধ্যানাদপি নিবর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ এবমপি রজোগুণবশাদ্যদি মনঃ প্রচলেত্তর্হি প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ যতোযত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥ এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনোবশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখমাপ্নোতীত্যাহ প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ শান্তং রজোযস্য তং, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তং এবং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তং যোগিনং উত্তমসমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥ ততশ্চ কৃতার্থোভবতীত্যাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদাত্মানং মনোযুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং

তর দুঃখেতেও পরাভব করিতে পারে না॥ ২২॥ যে অবস্থাবিশেষে এই সকল হয়, সেই অবস্থার নাম যোগাবস্থা জানিবা। এ অবস্থাতে আর দুঃখসম্বন্ধ হইতে পারে না (অর্থাৎ যোগশব্দের মুখ্যার্থ সমাধি, কর্ম্মেতে যোগশব্দ লাক্ষণিক হয়) অতএব শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশদ্বারা নিশ্চিত জানিয়া এই যোগ অভ্যাস করিবে, যদ্যপি শীঘ্র সিদ্ধ না হয় তথাচ দুঃখজ্ঞান করিয়া তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেক না॥ ২৩॥ বিষয়চিন্তনদ্বারা উৎপন্ন অথচ যোগের প্রতিকুল যে সকল কামনা, অশেষ রূপে তাহা ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশ রাখিয়া সেই যোগ অভ্যাস করিবে॥ ২৪॥ মনকে আত্মাতেই নিশ্চল করিয়া এবং ধারণাশালি বশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ মনকে বিষয় হইতে বিরত করিবেক, পরে আত্মাতে মন নিশ্চল করিলে, সেই মনেতে প্রকাশমান পরমানন্দে তৃপ্ত হইয়া আত্মচিন্তা-হইতেও বিরত হইবে॥ ২৫॥ মনের চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত বারণ করিলেও বিষয়েতে ধাবমান হয়, অতএব যে২ বিষয়ে গমন করিবে, সেই২ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে স্থির রাখিবে॥ ২৬॥ এই প্রকারে মন এবং রজোগুণ যাহার শান্ত হয়, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত সেই নিষ্পাপ যোগিকে নিত্যসুখ স্বয়ং আশ্রয় করে। ২৭॥ যে যোগী এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করেন, তাঁহার সকল পাপ বিনাশ পায় এবং তিনি অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন॥ ২৮॥ যোগাভ্যাসাধীন যাঁহার চিত্ত বশীভূত হয় এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে সমান দর্শন করেন, তিনি অবিদ্যাজনিত দেহাদিশূন্য আত্মাকে ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণিতে বিরাজমান এবং আত্মাতে জগৎ সেই রূপ অবস্থিত দেখিতে পান॥ ২৯॥ (এই রূপ ঈশ্বরোপাসনার ফল কহিতেছেন) যে ব্যক্তি সকল প্রাণিতে পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে এবং সকল প্রাণিকে আমাতে দৃষ্টি করেন, তিনি আমার অপ্রত্যক্ষ নহেন এবং আমিও সে ব্যক্তির অপ্রত্যক্ষ নহি (অর্থাৎ আমি তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাবলোকনে তাঁহাকে অনুগ্রহ করি

স্বামিকৃত টীকা।

কল্মষং যস্য স যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে, জীবন্মুক্তো-ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৮॥ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং দর্শয়তি, সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতীতি তথা সঃ স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু অবস্থিতং পশ্যতীতি তানি চাত্মন্যভেদেন পশ্যতি॥ ২৯॥ এবম্ভূতাত্মজ্ঞানেন সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং কারণমিত্যাহ; যোমামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি, অদৃশ্যোন ভবামি, সচ মমাদৃশ্যো-ন ভবতি, প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্নামীত্যর্থঃ॥ ৩০॥ ন চৈবম্ভূতো-বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ

ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন। এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥ ৩৩ ॥ চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথিবলবদ্দৃঢ়ং। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥ ৩৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহঞ্চলং। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥ অসংযতাত্মনা যোগো-দুষ্প্রাপ-ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ অর্জ্জুনউবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো-যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। অপ্র-

স্বামিকৃত টীকা।

সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং মামভেদেনাশ্রিতং যো-ভজতি স যোগী জ্ঞানীসন্ সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো মষ্যেব বর্ত্ততে নতু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানামনুকম্পাবান্ শ্রেষ্ঠইত্যাহ আত্মাবিতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি নতু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো-মমাভিমতইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ উক্ত লক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বা-নোঽর্জ্জুন উবাচ; যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসোলয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্ত এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালাবস্থিতিং ন পশ্যামি, মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥৩৩॥ এতদেব স্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং কিঞ্চ প্রমাথি-প্রমথনশীলং দেহে-ন্দ্রিয়াণাং ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবৎ বিচারেণাপি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধ-তয়া দুর্ভেদ্যং। অতোযথা আকাশে দোধয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥ তদুক্তং চঞ্চলত্বাদি-কমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ। অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনোনিরোদ্ধু-মশক্যমিতি যদ্বদসি এতস্মিংসংশয়মেব, তথাপি অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়বৈ-তৃষ্ণেণ চ গৃহ্যতে। অভ্যাসেন চ লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয়-ইত্যাহ অসংযতেতি। অভ্যাসবৈরাগ্যতোযোগস্থিতনিশ্চয় ইত্যাহ অসংযতেতীতি বা। উক্ত প্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যা-ভ্যাসসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন যোগোদুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাঞ্চ বশ্যো-বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য, তেন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥ অভ্যাস বৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুনউবাচ। অযতি-রিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেতএব যোগে প্রবৃত্তো নতু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরন্তু অযতির্ন সম্যগ্-যততে, কিন্তু শিথিলাভ্যাসইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য; মন্দ-

॥ ৩০ ॥ যিনি সকল দেহেতে অবস্থিত আমাকে সর্ব্বদা এক রূপ দৃষ্টি করেন, সেই জ্ঞানি ব্যক্তি অন্য সকল কর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩১ ॥ (যোগীর যেং লক্ষণ কথিত হইল, ইহা অপেক্ষাও প্রধান লক্ষণ বলিতেছেন) যে ব্যক্তি আত্মদৃষ্টান্তে সর্ব্ব প্রাণিতে সম দৃষ্টি করেন (অর্থাৎ যেমন সুখ আপনার প্রিয়, সেই রূপ অন্যেরো প্রিয় এবং দুঃখ যেমন আপনার অপ্রিয়, অন্যেরও সেই রূপ হয়, সর্ব্বত্র এই প্রকার সমান দৃষ্টি পূর্ব্বক কাহারো দুঃখের প্রার্থনা না করিয়া সকলেরই সুখ ইচ্ছা করেন) আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥ (শ্রীকৃষ্ণ যে সকল যোগের কথা কহিলেন, তাহা অসম্ভাব্য জ্ঞান করিয়া) অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে মধুসূদন! চিত্তস্থৈর্য্য পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিরূপ যে এই যোগ তুমি কহিলে,মনের চঞ্চলতাহেতুক এ যোগ যে দীর্ঘ কাল থাকে,এমত বুঝিতে পারিলাম না ॥ ৩৩ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল অথচ দেহের ও ইন্দ্রিয়-গণের ক্ষোভ জন্মায় এবং তাহাকে বিচারেও পরাজয় করা অসাধ্য, আর বিষয়ের সহিত মনের এমত দৃঢ় বন্ধন যে, তাহা ভেদ করণ অতি কঠিন অতএব যেমন আকাশে গমনশীল বায়ুর প্রতিরোধ করা যায় না, সেই রূপ মনকে বশীভূত করাও দুষ্কর বোধ হয় ॥ ৩৪ ॥ (এইক্ষণে মনের চঞ্চলতাদি স্বীকার করিয়া ভগবান মনকে বশীভূত করণের উপায় বলিতেছেন) হে অর্জ্জুন! চঞ্চলতাদি প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত মনকে বশীভূত করণ অসাধ্য যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থই বটে, তথাপি অভ্যাস অর্থাৎ মন যখন যে বিষয়ে ধাবমান হয় তখন সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরেতে) অবস্থিত করণ, আর বিষয়বৈরাগ্য, এই দুই রূপে মন বশীভূত হয় ॥ ৩৫ ॥ উক্ত দুই প্রকারে যাহার মন বশ না হইয়াছে, এ যোগ তৎকর্ত্তৃক অপ্রাপ্য, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যাহার মন বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি যত্ন করিলে এ যোগ প্রাপ্ত হইতে পারে ॥৩৬॥ অর্জ্জুন পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি প্রথম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগারম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অভ্যাসশীল নহে, এবং বিষয়বৈরাগ্যও সংপূর্ণ রূপ হয় নাই, সুতরাং যোগাভ্যাসের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান সে ব্যক্তি তাহা পাইবেক না, তবে তাহার কি গতি হইবে? ॥ ৩৭ ॥ (জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া কহিতেছেন) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পরমেশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া পরে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই সুতরাং কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ফল তাহার হইতে পারে না এবং

স্বামিকৃত টীকা।

বৈরাগ্যইত্যর্থঃ। এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাৎ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমনবাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ?॥ ৩৭ ॥ প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরার্পিতত্বাদননুষ্ঠা-নাচ্চ ন তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি, যোগানিষ্পত্তেশ্চ ন মোক্ষং প্রাপ্নোতি, এবমুভয়

তিষ্ঠো-মহাবাহো বিমূঢ়ো-ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥ এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ। ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নহ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো-ঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥ অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥ ৪২ ॥ তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং। যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥ পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥ প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো-যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥ তপস্বিভ্যো-ঽধিকো-যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে-

স্বামিকৃত টীকা।

স্যাত্তু উভয়থাঽপ্রতিষ্ঠো-নিরাশ্রয়ঃ। অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি কিম্বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তোযথা—ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সত্তন্মধ্যএব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহোনিরসনীয়স্ত্বত্তোঽন্যস্তু সন্দেহনিবর্ত্তকোনাস্তীত্যাহ এতদিতি। এতৎ ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ; সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। পার্থেতি। ইহ লোকে নাশ—উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যং, অমুত্র পরলোকে নাশো—নরকপ্রাপ্তিঃ; এতদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাত্তাতেতি—লোকরীত্যোপলালয়ন সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥ তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা, বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে, যোগভ্রষ্টো—জন্মপ্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥ অল্প-কালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, নতু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগীনাং কুলে। এতজ্জন্ম স্তৌতি;—এতদ্ধি জন্ম লোকে ইহলোকে দুর্লভতরং, মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥ ততঃ কিমতআহ তত্রেতি সার্দ্ধেন। এতদ্দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি, পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে। ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥ অত্র হেতুঃ। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেন অবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াপ্যনিচ্ছন্নপি স ক্রিয়তে, বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্ফুটয়তি সার্দ্ধেন। জিজ্ঞাসুরপীতি। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং নতু প্রাপ্তযোগঃ। এবম্ভূতো—যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দ-

সম্পূর্ণ যোগাভ্যাসাভাব হেতুক মোক্ষও হইবেক না; হে বাসুদেব! তবে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়েতে এই রূপ বিমুখ অথচ আশ্রয়রহিত ব্যক্তি স্বর্গ মোক্ষ উভয় না পাইয়া কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হইবেক? ॥ ৩৮ ॥ হে কৃষ্ণ! অশেষ রূপে আমার এই সংশয় নিরাস করণের যোগ্য তুমিই হও, যেহেতু এ সংশয় ছেদ করিতে পারেন এমন আর কেহই নাই ॥ ৩৯ ॥ ভগবান ইহার উত্তর করিতেছেন। হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকেও নরকভোগ নাই, যেহেতু শুভ কর্ম্মকারির কোন দুর্গতি হয় না ॥ ৪০ ॥ কিন্তু অশ্বমেধাদি শুভ কর্ম্ম করিয়া লোক যে স্থানে গমন করেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন, তৎপরে বহু কাল পর্য্যন্ত তথায় সুখভোগ করিয়া সদাচারযুক্ত ধনিলোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥ (যাঁহারা অল্প কাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগচ্যুত হন, তাঁহাদিগের যোগাভ্যাসের এই ফল কথিত হইল, কিন্তু যাঁহারা বহু কাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগভ্রষ্ট হয়েন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের যোগাভ্যাসের অন্য ফল কহিতেছেন) বহু কাল যোগাভ্যাস করিয়া যিনি যোগভ্রষ্ট; তাঁহার এককালে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানি লোকের কুলেতেই জন্ম হয়। হে পার্থ! এই জন্মও মোক্ষের কারণ, অতএব এরূপ জন্মও লোকের অতি দুর্লভ হয় ॥ ৪২ ॥ উক্ত দুই প্রকার জন্মেতেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা পূর্ব্ব জন্মে উপার্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, পরে পুনশ্চ মোক্ষের প্রতি অধিক যত্ন আরম্ভ করেন। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্ব জন্মের যোগাভ্যাসদ্বারা অনিচ্ছাতেও বিষয় ত্যাগ করিয়া মোক্ষ সাধনে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর, যোগ কি? ইহা জানিবার ইচ্ছা হইলেই বেদবিহিত কর্ম্মজন্য ফল ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহা ফলে প্রবৃত্তি হয় ॥৪৩॥ ৪৪॥ হে অর্জ্জুন! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অল্প যত্নেতেই এই ফল প্রাপ্ত হন, এতাবতা অনেক জন্মপর্য্যন্ত যোগাভ্যাসদ্বারা যাঁহার শরীর নিষ্পাপ হইয়াছে এবং যিনি যোগাভ্যাসেতে গুরুতর যত্ন করেন এমন ব্যক্তির যে মোক্ষ প্রাপ্তি হইবেক তাহাতে বক্তব্য কি? ॥ ৪৫ ॥ যেহেতুক কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যাকারক এবং শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট লোক, আর অগ্নিহোত্রাদি ও জলাশয়াদি উৎসর্গরূপ যাগকর্ত্তা, এ সকল হইতেই যোগী প্রধান, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥ (এই যোগীর মধ্যেও বিশেষ কহিতেছেন)

স্বামিকৃত টীকা।

ব্রহ্ম—বেদমতিবর্ত্ততে, বেদোক্তকর্ম্মফলান্যতিক্রামতি, তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত—ইত্যর্থঃ॥৪৪ যদেবং মন্দযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো—বিধূতপাপঃ, সোঽনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্যইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি কর্ম্মিভ্য—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠোঽভিমতস্তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥ যোগি-

নান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমো-মতঃ॥ ৪৭॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে ধ্যানযোগোনাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ। যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ। অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥ জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্য-শেষতঃ। যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥ ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার-ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥ অপ-রেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেঽপরাং। জীবভূতাং মহাবাহো

স্বামিকৃত টীকা।

নামপি যমনিয়মাদি পরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠইত্যাহ যোগিনামিতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তে-নান্তরাত্মনা মনসা যো-মাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠো-মম সম্মতোঽতোমদ্ভক্তোভবেতি ভাবঃ॥ ৪৭॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনেত্যাদ্যুক্তং, তত্র কীদৃশস্ত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা? ইত্যপে-ক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ; ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ। মদাশ্রয়ঃ, অহমেবাশ্রয়ো-যস্য; অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্ অসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ১॥ বক্ষ্যমাণং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবঃ, তৎসহিতং ইদং মদ্বিষয়ং অশে-ষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্জ্ঞাত্বা ইহ যোগমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি। তেনৈব কৃতার্থোভবতীত্যর্থঃ॥ ২॥ মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্ল্লভমিত্যাহ মনুষ্যা-ণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রবর্ত্ততে। প্রযত্নং কুর্ব্বতা-মপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি। তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো-বেত্তি। তদেবমতিদুর্ল্লভমপি জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥ ৩॥ এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য ইদানীং প্রকৃতিদ্বারা ভূম্যাদিকর্ত্তৃত্বেন ঈশ্বরতত্ত্বং প্রতি জ্ঞানং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাং। তত্র

এই রূপ যোগিদিগের মধ্যেও যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক কেবল আমাকে ভজনা করে, আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, অতএব তুমি আমাতে ভক্তি কর ॥ ৪৭ ॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকসংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতানামক যোগশাস্ত্র তাহার ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠাধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

(ষষ্ঠাধ্যায়ের শেষে কথিত হইল—যে ব্যক্তি আমার ভজনা করেন তিনিই প্রধান যোগী, ইহাতে শিষ্যের আকাংক্ষা হইতে পারে—যাঁহার উপাসনা করিব তিনি কি রূপ? এই অপেক্ষাতে ভগবান এইক্ষণে আত্মস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন) হে পার্থ! কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাতে চিত্তাভিনিবেশ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিলে বল ও ঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট আমাকে যে প্রকারে নিশ্চিত জানিতে পারিবা তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ হে অর্জ্জুন! শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও তাহার অনুভব, এ উভয়ের সহিত আমার প্রতি যে জ্ঞান কর্ত্তব্য, তাহা আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি, যাহা জ্ঞাত হইলে মোক্ষপথাবলম্বির আর কিছু জানিতে অবশিষ্ট থাকে না ॥ ২ ॥ অসখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্যব্যতীত অন্য জীবের মোক্ষেতে প্রবৃত্তি হয় না এবং অসখ্য মনুষ্যের মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি সৌভাগ্যবশত আত্মজ্ঞান লাভার্থ যত্ন করেন, সেই যত্নকারিদিগের মধ্যেও যাঁহারা মহা পুণ্যবন্ত, তাঁহারাই আমাকে জানেন এবং আত্মজ্ঞানি সহস্র লোকের মধ্যেও পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ কোন২ ব্যক্তি যথার্থ রূপে পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন, অতএব পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান যে এমন দুর্লভ পদার্থ তাহাও তোমাকে কহিতেছি ॥ ৩ ॥ (অর্জ্জুনকে এই রূপে শ্রবণোন্মুখ করিয়া প্রকৃতির দ্বারা পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব দর্শাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ পরাপরভেদে প্রকৃতিদ্বয় কহিতেছেন) ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চ ভূত, এবং মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধিতত্ত্ব, এই সকল আমার মায়াশক্তি অষ্ট প্রকারে বিভক্তা ॥ ৪ ॥ উক্ত অষ্ট প্রকার প্রকৃতি জড়রূপা, দেহরূপে ইহাদিগের পরিণাম হয়, অতএব ইহারা

স্বামিকৃত টীকা।

ভূমিরাপইতি ভূম্যাদীনি পঞ্চভূতসূক্ষ্মাণি, মনঃ শব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বং, অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা, ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না সৃষ্টা ॥ ৪ ॥ অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। অষ্টধোক্তা প্রকৃতিরিয়মপরা নিকৃষ্টা, জড়ত্বাদপরমার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং জানীহি

যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥ মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥ রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥ পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥ বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং। বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥ বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতং। ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥ যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা-স্তামসাশ্চ যে। মত্ত-এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপয়া কর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥ অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ এতদ্যোনীনীতি। এতৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপে যোনী প্রকৃতিকারণভূতে যেষাং, তানি এতদযোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানি বুধ্যস্ব। তত্র জড়াপ্রকৃতির্দ্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদংশভূতা, ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি। তে চ প্রকৃতী মদংশভূতে, অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি পরমকারণমহমেবেত্যর্থঃ। তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ যস্মাদেবং তস্মান্মত্তইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টি-সংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি। স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতং আশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥ জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি পঞ্চভিঃ। তত্র রসোঽহং রসতন্মাত্রতয়া বিভূত্যাশ্রয়ত্বেনাপ্যপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি, চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলীভূত-প্রণব-ওঙ্কারোঽস্মি। খে আকাশে শব্দ-তন্মাত্ররূপোঽস্মি। নৃষু পুরুষেষু পৌরুষং উদ্যমোঽস্মি, উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮ ॥ কিঞ্চ পুণ্যোগন্ধ ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতগন্ধ-গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়মিত্যর্থঃ। তথা বিভাবসৌ বহ্নৌ যত্তেজঃ সুদুঃসহা দীপ্তিস্তদহং। সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ। তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনাদিরূপং তপোঽহমস্মি ॥ ৯ ॥ কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং স্বজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যং উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষনুস্যূতং তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, নতু প্রকৃতিব্যক্তিবিনশ্যং। তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি। তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহং ॥ ১০ ॥ কিঞ্চ বলং বলবতামিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষঃ, রাজসঃ রাগঃ, পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকতৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসস্তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং। বলবতাম্বলমস্মি, সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্য

অপকৃষ্টা। হে মহাবাহো! জীবরূপে যে প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করেন, সেই চেতনরূপ প্রকৃতিকে আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়া জানিবা ॥ ৫ ॥ এই পরা-পর প্রকৃতি হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হয়। তাহার মধ্যে অপরা প্রকৃতি হইতে জড়রূপ দেহ জন্মে এবং পরা প্রকৃতি জীবরূপে ঐ দেহে প্রবিষ্টা হইয়া কর্ম্মজন্য ফল ভোগ করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্তা অষ্টধা, প্রকৃতির ও জীবরূপা প্রকৃতির উদ্ভব আমা হইতেই হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! আমা-কেই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কর্ত্তা জানিবা ॥ ৬ ॥ যেমন গ্রথিত মণি সকল এক সূত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ এই জগৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত; অতএব হে ধনঞ্জয়! আমিব্যতীত জগতের কারণ আর কিছুই নাই ॥ ৭ ॥ (জগৎ কি প্রকারে পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত? পাঁচ শ্লোকের দ্বারা তাহার বিস্তারিত বলিতেছেন) জলেতে রস, চন্দ্র-সূর্য্যেতে প্রভা, এবং সকল বেদেতে মূলীভূত প্রণব, আকাশেতে শব্দ, সকল পুরুষেতে উদ্যম,—হে কুন্তীনন্দন! এ সকল রূপে জল চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পুরুষ ইত্যাদির আশ্রয় আমিই হই ॥ ৮ ॥ পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ এবং অগ্নিতে তেজ ও সকল জীবেতে আয়ু এবং বানপ্রস্থাদি তপস্বিতে তপস্যাস্বরূপ আমি ॥ ৯ ॥ হে পার্থ! নিত্যপদার্থ-স্বরূপ আমাকেই সকল চরাচর ভূতগণের কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিস্বরূপ জানিবা। বুদ্ধিমানেতে বুদ্ধি ও তেজোবিশিষ্টে তেজোরূপ আমিই হই ॥ ১০ ॥ অপ্রাপ্ত বস্তু-বিষয়ক অভিলাষ এবং প্রাপ্ত ধন অপেক্ষা অধিকেতে প্রবৃত্তি, ইহার সম্পাদক অথচ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে কারণ যে বলবান ব্যক্তিদিগের সামর্থ্য, তাহা আমিই হই, আর স্বদারেতে সন্তানোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামস্বরূপ আমাকেই জানিবা ॥ ১১ ॥ এতদ্ভিন্ন শমদমাদিরূপ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম এবং হর্ষ-দর্পাদিরূপ রজোগুণের ধর্ম্ম ও শোক-মোহাদিরূপ তমোগুণের ধর্ম্ম, যাহা প্রাণিদিগের শুভাশুভ কর্ম্মা-ধীন জন্মে, তাহাও আমা হইতে হয়, কিন্তু আমি এ সকলের অধীন নহি, এই সকল সত্ত্ব ধর্ম্মাদিই আমার অধীন জানিবা ॥ ১২ ॥ (যদি বল জগতের এরূপ

স্বামিকৃত টীকা

মিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১ ॥ কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যে সাত্ত্বিকাভাবাঃ শমদমাদয়ো রাজসা হর্ষদর্পাদয়স্তামসাশ্চ শোকমো-হাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্ত-এব জাতান্ বিদ্ধি, মদীয় প্রকৃতিগুণ-কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে, জীববত্তদধীনোঽহং ন বর্ত্তে, জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু ময়ি মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্তএবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ এবম্ভূতং মাং পর-

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥ ন মাং দুষ্কৃতিনো-মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত-একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ উদারাঃ সর্ব্ব-এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং ॥ ১৮ ॥ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥ কামৈ-

স্বামিকৃত টীকা।

মেশ্বরময়ঞ্জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যতআহ ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ কামলোভাদিভিঃ গুণময়ৈগুর্ণবিকারৈর্ভাবৈঃ মোহিতমিদং জগদতোমাং নাভিজানাতি। কথম্ভুতং এভ্যোভাবেভ্যঃ পরং এভিরস্পৃষ্টং এতেষাং নিয়ন্তারং অতএবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ; দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা, মম পরমেশ্বরস্য শক্তিঃ মায়া দুরত্যয়া দুস্তরাহতিপ্রসিদ্ধমেতৎ। তথাপি মামেবাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং দুস্তরামপি তরন্তি ততো-মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥ কিমিতি তর্হি ত্বামেব সর্ব্বে ন ভজন্তে তত্রাহ ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন ভজন্তি, অধমত্বে হেতুঃ মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ। তৎ কুতোদুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ। অতোমায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা। অতএব "দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চেত্যাদিনা" বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন ভজন্তীতি ॥ ১৫ ॥ সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্তি তে চ সুকৃতিতারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তে, তে চতুর্ব্বিধাঃ। আর্ত্তো-রোগাদ্যভিভূতঃ, স যদি কৃতপুণ্যস্তদা মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতা ভজনেন সংসরতি। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬ ॥ তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠইত্যাহ তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে বিশিষ্টঃ। তত্র হেতবঃ। নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠো ধ্যানেন একস্মিন্নমষ্যেব ভক্তির্যস্য স তথা। জ্ঞানিনো-দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকভক্তিশ্চ সম্ভবতি নান্যস্যাতএব তস্যাহমত্যন্তপ্রিয়ঃ। স চ মম প্রিয়ঃ। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভিহের্তুভির্বিশিষ্যতে উত্তমইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তর্হি কিমিতরে ত্রয়স্তুক্তাঃ সংসরন্তি নহি নহীত্যাহ উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তো-মোক্ষভাজ-এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী পুনরাত্মৈবেতি মে মতঃ নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্। ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্; মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত-

আশ্রয় যে পরমেশ্বর তাঁহাকে লোকেরা জানিতে পারে না ইহার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে) একাদশ শ্লোকে উক্ত যে অভিলাষাদিরূপ তিন প্রকার গুণ-বিকার, তাহাতেই জগৎ মোহিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমি ঐ গুণত্রয়ের অতীত এবং বিকার-রহিত অতএব আমাকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ (কোন্ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হয় তাহা কহিতেছেন) পরমেশ্বরের সত্ত্বাদি গুণস্বরূপ মায়া যাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অতি কঠিন, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই ঐ মায়ামুক্ত হইয়া আমাকে জানিতে পারেন। ।১৪॥ কিন্তু নরের মধ্যে পাপকর্ম্মে রত মূঢ় ব্যক্তিরা এ প্রকারে আমার উপাসনা করে না. অতএব তাহারা দম্ভ-দর্পাদি-রূপ আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও সে জ্ঞানকে মায়া অপহরণ করে ॥ ১৫ ॥ হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যভেদে চারি প্রকার সুকৃতি লোকেরা আমাকে ভজনা করেন। সেই চারি প্রকার এই যে—যোগী, তত্ত্বজ্ঞানার্থী এবং এ জন্মে বা পরজন্মে অর্থাভিলাষী ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানবিশিষ্ট। ইহাঁরদিগের যদ্যপি জন্মান্তরীয় সুকৃতি না থাকিত, তবে আমাকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র দেবতাদিগের উপাসনাই করিতেন; কিন্তু জন্মান্তরীয় সুকৃতিপ্রযুক্তই আমাকে ভজেন ॥ ১৬ ॥ ঐ চার প্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং এক পরমেশ্বরেতেই তাঁহার অচলা ভক্তি থাকে, অতএব আত্মজ্ঞানির আমিই প্রিয় এবং ঐ জ্ঞানীও আমার প্রিয়তম হয়েন ॥ ১৭ ॥ (যদি বল তবে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য তিন প্রকার ভক্তেরা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন না? ইহার উত্তর এই যে) চারি প্রকার ভক্তই মোক্ষভাজন বটেন, তথাচ আত্মজ্ঞানিকে আমি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি, যেহেতু জ্ঞানবান ব্যক্তি, সকলহইতে উত্তমগতি-স্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাব্যতীত অন্য ফলের আকাংক্ষা করেন না ॥ ১৮ ॥ অনেক জন্মের পুণ্য-সঞ্চয়প্রযুক্ত, চরাচর সকল সংসার বাসুদেব, ইহা দেখিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি অশেষ জন্মে কেবল আমাকেই ভজনা করেন, অতএব এমন ভক্ত অতি দুর্লভ ॥ ১৯ ॥ পুত্রাভিলাষ বা শত্রুজয়াদি কামনাতে যাহাদিগের

স্বামিকৃত টীকা।

ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ এবম্ভূতো ভক্তোঽত্যন্তদুর্লভ-ইত্যাহ বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বিশ্ব বাসুদেব ইতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি। অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং। ॥ ২১ ॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২ ॥ অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং। দেবান্ দেবযজো-যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। ॥ ২৩ ॥ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো-মমাব্যয়মনুত্তমং ॥ ২৪ ॥ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥ ২৫ ॥ বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥ ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত। সর্ব্ব-

স্বামিকৃত টীকা।

তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব ভজন্তি, তে কামান প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈস্তৈস্তৈরিত্যাদিচতুর্ভিঃ। তত্র কামৈরিতি। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেত-যক্ষাদি দেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা তত্তদ্দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো-যো-যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তন্তন্নিয়মং স্বীকৃত্যাশ্রিত্য বা, তথাপি স্বকীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিজস্বভাবেন নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি ॥ ২০ ॥ যো যো ভক্তঃ যাং যাস্তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি ॥ ২১ ॥ ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি। ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাস্তান্ কামান ততো-দেবতাবিশেষাল্লভতে। কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্যামিণা বিহিতান্নির্ম্মিতান্। হি স্ফুটমেতৎ। দেবতানাম্মদধীনত্বান্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনবঃ অতস্তদারাধনমপি বস্তুতোমদারাধনমেব, অহমেব তত্র ফলদাতাপি তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যম্ভবতীত্যাহান্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবদ্বিনাশী ভবতি। তদেবাহ। দেবান যজন্তীতি দেবযজঃ তে দেবানন্তবতো যান্তি। মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥ ননু সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো-মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ। মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথম্ভূতমব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমোযস্মাত্তং ভাবং। অতোজগদ্রক্ষার্থং লীলয়াধিকৃতনানাবিশুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতং ভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো-মন্দমতয়ো-মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুতঃ ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তে, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ তেষামজ্ঞানে হেতুমাহ নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটোন ভবামি। কিন্তু মদ্ভক্তানামেব। যতো-যোগমায়য়া সমাবৃতো-যোগো-যুক্তির্মদীয়কো-

বিবেক আচ্ছাদিত আছে, তাহারা জন্মান্তরীয় বাসনার বশীভূত হইয়া দেবতাভেদে ভিন্ন২ উপবাসাদি নিয়মাবলম্বনে অন্য২ ক্ষুদ্র২ দেবতার উপাসনা করে॥ ২০॥ ঐ সকল দেবোপাসকের মধ্যে যে২ ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মদীয় যে২ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই২ ব্যক্তির অন্তর্যামী হইয়া সেই২ মূর্ত্তির উপাসনাবিষয়িণী অচলা শ্রদ্ধা আমিই প্রদান করি॥ ২১ ॥ পরে ঐ দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া সেই ভক্ত আমার সেই মূর্ত্তিবিশেষের আরাধনা করিয়া সেই মূর্ত্তির প্রসাদাৎ সঙ্কল্পিত ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমিই সেই২ দেবতার অন্তর্যামিস্বরূপে আসিয়া সেই ফল নির্ম্মাণ করি॥ ২২ ॥ (মূর্ত্তিবিশেষের উপাসক ও সাক্ষাৎ পরমেশ্বরোপাসকের ফলগত বৈলক্ষণ্য দেখাইতেছেন) ঐ সকল অল্পবুদ্ধি লোকদিগের উপাসনাজন্য ফল আমিই প্রদান করি কিন্তু সে সকল ফল অনিত্য, অতএব যাহারা যে২ দেবতার উপাসনা করে, সেই সকল দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়, পরন্তু যাঁহারা পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহারা পরমানন্দস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।২৩॥ (যদি বল উভয় উপাসনাতেই সমান প্রয়াস; তবে কেন সকলেই মূর্ত্তিবিশেষের আরাধনা ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ পরমেশ্বরারাধনাতে রত হয়েন না? ইহার উত্তর এই যে) সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্যসত্ত্বস্বভাব, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাহা জানিতে পারে না, অতএব আমাকে মনুষ্যাদির ন্যায় অবয়বাদিবিশিষ্ট নানাবিধ অবতারস্বরূপ জ্ঞান করে॥ ২৪॥ আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, অতএব আমার অচিন্ত্যমায়াবৃত হইয়া আমার স্বরূপ জ্ঞানে মূঢ় ব্যক্তিরা উৎপত্তি ও হ্রাস-বৃদ্ধিরহিত আমাকে জানিতে পারে না॥ ২৫॥ অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালবর্ত্তি স্থাবর জঙ্গম সকল জগৎকেই আমি জানি কিন্তু আমার মায়াতে মোহিত হইয়া কেহ আমাকে জানিতে পারে না (অর্থাৎ মায়াবি ব্যক্তি স্বীয়

স্বামিকৃত টীকা।

হপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ স এব মায়া অঘটমানঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ তয়া সংচ্ছন্নঃ। অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতি॥ ২৫॥ সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তং। তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষাং জ্ঞানমাহ বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বাৎ তস্যাস্বাশ্রয়ব্যামোহকর্ত্তৃত্বাভাবান্ন মাং কোঽপি বেত্তি মন্মায়য়া মোহিতত্বাৎ। প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়াবিনঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকর্ত্তৃত্বঞ্চেতি॥ ২৬॥ তদেবং মায়াবিষয়কত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ ইচ্ছেতি।

ভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥ যেষাম্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মিণাং। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়-ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলং ॥ ২৯ ॥ সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ। প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে বিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম। অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্ত-মধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥ অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধু-সূদন। প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥ শ্রীভগ-

স্বামিকৃত টীকা।

স্থূল্যত ইতি সর্গস্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং পুষনুকূলেচ্ছা প্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বনিমিত্তকো মোহো-বিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি, অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরাভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি। অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং স্বর্গপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্ম্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥ এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বে বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতা[illegible]বন্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্নিরাসার্থং মামাশ্রিত্য যে যতন্তে তে তৎপরব্রহ্ম বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ। যেন তৎপ্রাপ্তব্যং তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ। তৎসাধনভূতমখিলং রহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ॥ ২৯ ॥ নচৈবং ভূতানাং যোগ-ভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ সাধিভূতেতি। অধিভূতেতি—অধিভূতাদিশব্দার্থং শ্রীভগবানেবাষ্টমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেনাধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্তচেতসো-মদ্ব্যা-সক্তমনসো মাং প্রয়াণকালে মরণসময়েঽপি বিদুঃ। নতু তথাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং বিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মায়াদ্বারা অন্যকেই মোহিত করে কিন্তু তাহাতে নিজে মোহিত হয় না) ॥ ২৬ ॥ স্থূল দেহ উৎপন্ন হইলে পর তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ উপস্থিত হয়, তৎপরে ঐ ইচ্ছা-দ্বেষ সুখ-দুঃখের নিমিত্ত বিবেক জ্ঞান বিনাশ করে, হে ভরত বংশ্য! এই প্রযুক্ত জীব সকল "আমি সুখী আমি দুঃখী" ইত্যাদি গাঢ়তর অভিমানে মোহিত হয় ॥ ২৭ ॥ কিন্তু যে সকল পুণ্য-কর্ম্মাচরণশীল ব্যক্তিদিগের সকল পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সুখ-দুঃখ-নিমিত্ত মোহমুক্ত হইয়া একান্ত চিত্তে আমাকেই ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥ যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম-মৃত্যুনিরাসার্থ যোগাভ্যাসে যত্নশীল হয়েন তাঁহারা পরব্রহ্মকে এবং দেহে অধিষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোক্তাকে, আর আত্মজ্ঞানের কারণীভূত নিষ্কাম কর্ম্মকে জানিতে পারেন ॥ ২৯ ॥ (এ প্রকার ভক্তগণের যোগভঙ্গের আশঙ্কাও হয় না ইহার কারণ এই যে) অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, এ সকলই আমি, এরূপ জ্ঞান হইলে ব্যক্তিদিগের মন আমাতেই সমর্পিত হয়, অতএব তাঁহারা কদাচ আমাকে বিস্মৃত হয়েন না (অধিভূতাদির লক্ষণ অষ্টমাধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং কহিবেন) ॥ ৩০ ॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকসংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতানামক যোগশাস্ত্র, তাহার বিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তমাধ্যায়ের এই শেষ হইল ॥]

(সপ্তমাধ্যায়ের শেষে কথিত হইল যে পরব্রহ্ম, শরীরে স্থিত ফলভোক্তা, নিষ্কাম কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, এবং মৃত্যুকালীন ব্রহ্মজ্ঞান,—এই সপ্ত পদার্থ, ইহার যাথার্থ্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া) অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন— হে মধুসূদন! তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিলে, সে ব্রহ্ম কি রূপ? আর ফল-ভোক্তাই বা কে, এবং নিষ্কাম কর্ম্মই বা কি? আর অধিভূত, অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? এবং মনুষ্যের দেহেতে অধিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞের ফল দান কে করেন? আর মৃত্যুকালেই বা নিহতচিত্ত পুরুষেরা কি প্রকারে তোমাকে জানিতে পারেন? ॥ ১ ॥ ২ ॥ (অর্জ্জুন যে সাতটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ

স্বামিকৃত টীকা।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বজিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ কিন্তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাং। তত্র কিন্তদ্ব্রহ্মেতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১ ॥ কিঞ্চাধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যোঽধিযজ্ঞোবর্ত্ততে তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ কর্ম্মফলদাতা ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি। কথং কেন প্রকারেণাসাবস্মিন্দেহে স্থিতো যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থং। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেন প্রকারেণ উপায়েন বা জ্ঞেয়োঽসি ॥ ২ ॥ প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচেতি ত্রিভিঃ।

বানুবাচ। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভব-করো-বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩॥ অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধি-দৈবতং। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভূতাম্বর ॥ ৪॥ অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫॥ যং যম্বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তন্ত-মেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ অভ্যাসযোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮॥ কবিং পুরাণমনুশাসিতার--মণোরণীয়াংসমনু-

স্বামিকৃত টীকা।

তত্রাক্ষরমিতি। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং। নমু জীবোপ্যক্ষরং তত্রাহ যদক্ষরং পরমং জগতো মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম। স্বস্যৈব ব্রহ্মণএবাংশতো-জীবরূপেণ ভবনস্তারঃ স্বভাবঃ সএবাত্মানং দেহমধি কৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাম্ভাব-উৎপত্তিঃ উদ্ভবঃ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইত্যুক্তক্রমেণ বিবৃদ্ধিঃ, তৌ ভাবোদ্ভবৌ করোতি যোবিসর্গঃ দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপোযজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমাহ স কর্ম্ম-শব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥ কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরোভাবোবিনশ্বরদেহাদিপদার্থোভূতং প্রাণিমাত্র মধিলক্ষীকৃত্য ভবতি তিষ্ঠতি, ইত্যধিভূতমুচ্যতে। অত্রাস্মিন্দেহেঽন্তর্যামিত্বেন স্থিতোঽহ-মেবাধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ তৎ ফলদাতা চ.কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যং। অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভিগুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। দেহভূতা-ম্বধ্যে শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥ প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন স্পষ্টং অন্তকালে জ্ঞানো-পায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি অন্তকালইতি। উক্ত লক্ষণমন্তর্যামিস্বরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণার্চ্চিরাদিনার্গেণ যাতি স মদ্ভাবং স্বভাবং ব্রহ্মত্বং যাতি,অত্র সংশয়োনাস্তি,স্মরণং জ্ঞানো-পায়ো মদ্ভাবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ন কেবলং মাং স্মরন্মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ কিন্তুহি যং যম্বাপীতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বান্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তন্তমেব স্মর্য্যমাণম্ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। সদা সর্ব্বদা তদ্ভাবোভাবনা অনুচিন্তনং তেন ভাবেন ভাবিতচিত্তঃ ॥৬॥ যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতি-হেতুর্নতু তদানীং বিষয়স্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি ইত্যাহ তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুচিন্ত্য, সততং স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিবিনা ন ভবতি অতোযুধ্য চ, চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতি-ষ্ঠেত্যর্থঃ। এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন স ত্বং মামেবমনা-য়াসেন প্রাপ্স্যসি, ন সংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥ সততস্মরণস্যাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি

একাদিক্রমে তৎ সকলের উত্তর করিতেছেন) যে পদার্থ জন্ম-মৃত্যুরহিত এ জগতের আদি কারণ, তিনিই পরব্রহ্ম এবং তাঁহার অংশভূত যে জীব তিনিই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া ফলভোগ করেন। আর প্রাণি সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ যে যজ্ঞ তাহাকেই কর্ম্মরূপ জানিবা ॥ ৩ ॥ জীবকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে অনিত্য দেহাদি, তাহাকে অধিভূত কহি এবং আপন অংশভূত সকল দেবতার অধিপতি যে পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে চিন্তনীয়, তাঁহার নাম অধিদৈব। আর হে অর্জ্জুন! সকল দেহধারিদিগের শরীরে অন্তর্যামীত্ব রূপে অবস্থিত অথচ যজ্ঞপ্রয়োজক ও ফলদাতা অধিযজ্ঞ-শব্দবাচ্য আমিই হই ॥ ৪ ॥ মৃত্যুকালে স্মরণ করিলেই যোগিরা আমাকে জানিতে পারেন এবং সকলের অন্তর্যামী নির্ম্মলস্বভাব পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করে, সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই জানিবা ॥ ৫ ॥ মৃত্যুকালে বিশেষ২ দেবতাকে অথবা অন্য কোন বিষয় যাহা ভাবিয়া দেহত্যাগ করে, পরে সেই২ ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহার অন্যথা নাই। (মৃত্যুকালে ভাববিশেষ স্মরণের কারণ এই যে) জীবনে সর্ব্বদা যে ব্যক্তি যাহা ভাবে, মৃত্যুকালেও পূর্ব্বভাবনা হেতুক সেই ভাবই স্মরণ পড়ে ॥ ৬ ॥ অতএব হে ধনঞ্জয়! আমাকে স্মরণ কর এবং এই স্মরণের কারণীভূত যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও। অদ্যাবধি মন-বুদ্ধিকে আমাতে অর্পিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবা ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ (স্মরণের প্রতি অভ্যাস অন্তরঙ্গ কারণ, ইহা দর্শাইবার নিমিত্ত কহিতেছেন) হে পার্থ! অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া ধারাবাহিক পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাক, ইহা হইলে সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষেতেই লীন হইবা ॥ ৮ ॥ (এইক্ষণে দুই শ্লোকের দ্বারা সেই চিন্তনীয় পুরুষের বিশেষ কহিতেছেন) সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, জগতের প্রতিপালক, তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপরপ্রকাশক কিন্তু তাঁহার রূপ, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের মন-বুদ্ধির গোচর নহে·· সেই পুরুষ

স্বামিকৃত টীকা

দর্শয়ন্নাহ অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সএব যোগ-উপায়ঃ তেন যুক্তেন একাগ্রেণ অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ। তমেব যাতি ॥ ৮ ॥ পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি দ্বাভ্যাং, তত্র কবিমিতি। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যাবিনির্ম্মিতভারং। পুরাণমনাদিসিদ্ধং। অনুশাসিতারং নিয়ন্তারং সর্ব্বস্য জগতঃ। অণোঃ সূক্ষ্মাদপি অণীয়াংশমতিসূক্ষ্মং। সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকং পোষ্টারম্বা। অপ-

স্মরেদ্যঃ। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥ প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো-যোগবলেন চৈব। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥ যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো-বীতরাগাঃ। যদিচ্ছন্তো-ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥ সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো-হৃদি নিরুধ্য চ। মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো-যোগধারণাং ॥ ১২ ॥ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥ অনন্যচেতাঃ সততং যোমাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥ মামুপেতি পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তি-নোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ সহস্র-

স্বামিকৃত টীকা।

রিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্ম্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরং। আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো-বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং আদিত্যবর্ণমিতি শ্রুতেঃ। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং ॥ ৯ ॥ স্বপ্রপঞ্চ প্রকৃতিং হিত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষমন্তকালে তৎপরো-ভক্তিযুক্তো বিক্ষেপরহিতেন নিশ্চলেন মনসা যোঽনুসরতি, তত্র মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ। যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্না মার্গেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যেতি স তম্পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥ কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রাণধারণমভ্যাসমন্তরঙ্গং কিঞ্চিৎ সুপ্রতিজানীতে যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদান্তজ্ঞা বদন্তি। বীতোরাগো-যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ,যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো-যে বিশন্তি যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছন্তোগুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি কুর্ব্বন্তি তত্তে তুভ্যং, পদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যে। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥১১॥ প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ দ্বাভ্যাং। তত্র সর্ব্বদ্বারাণীতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। দ্বারশব্দেন তৎ কার্য্যাণীন্দ্রিয়াণি গৃহ্যন্তে, চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিয়ম্য বিষয়স্মরণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং ধৈর্য্যং আস্থিত আশ্রিতবান ॥ ১২ ॥ ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাদিবত্তদব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্মতদ্ব্যাহরমুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্ এবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণার্চ্চিরাদিমার্গেণ যাতি স পরমাং শ্রেষ্ঠাং গতিং মৎস্থানং প্রাপ্নোতি ॥১৩॥ অনন্যেতি। নান্যস্মিন্মনোযস্য তথা ভূতঃ সন্ যোমাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি, নান্যেষাং ॥ ১৪ ॥ যদ্যেবং সুখলভ্যোঽসি ততঃ কিমতআহ মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাম্প্রাপ্য পুনঃ দুঃখালয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সংসিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ ॥ ১৫ ॥ এতদেব সর্ব্বেষপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্নির্দ্ধারয়তি আব্র-

স্বভাবের অতীত হয়েন (হে পার্থ! পরমেশ্বরকে যে এই রূপ চিন্তা করে সে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯ ॥ মৃত্যুকালে যোগবলে প্রাণ-বায়ুকে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে রক্ষিত করিয়া স্থির চিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক যে এই রূপ চিন্তা করে, সে ব্যক্তি ঐ স্বপ্রকাশক পরম পুরুষেতেই লীন হয় ॥ ১০ ॥ বেদবেত্তারা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলেন এবং রাগাদিরহিত যোগিরা যাহাতে প্রবেশ করেন, আর যে ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচারী হয়েন, আমি তোমাকে সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কহিতেছি ॥ ১১ ॥ (শ্রীকৃষ্ণ যে উপায় কহিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুই শ্লোকদ্বারা অঙ্গের সহিত তাহা কহিতেছেন) চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়কে বিষয়হইতে আকর্ষণ করিয়া মনের দ্বারা বিষয়চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে রুদ্ধ রাখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেক ॥ ১২ ॥ অনন্তর ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রণবরূপ একাক্ষর উচ্চারণ ও পরব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রস্থান করেন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ হে পার্থ! অন্যচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ আমাকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) স্মরণ করে, আমি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) তাহার অনায়াসে লভ্য হই ॥ ১৪ ॥ (তাহাতে এই ফল দর্শে যে) পরমেশ্বরভক্ত ব্যক্তিরা এক কালেই পরব্রহ্মেতে প্রবেশ করেন অতএব তাঁহাদিগের পুনর্ব্বার দুঃখস্থানে যাইতে, বা অনিত্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মলোকবাসনায় সকাম কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোকে যায়, তাহারা সেই স্থান হইতে আসিয়া পুনরায় জন্মে। হে কুন্তীনন্দন! ক্রমিক মুক্তি প্রার্থনা করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগের পুনরায় জন্মিতে হয় না (অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া ব্রহ্মার সঙ্গেই মুক্ত হয়েন, কিন্তু সকাম ব্যক্তিদের তাহা হয় না) ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ (এইক্ষণে ব্রহ্মার পরমায়ুর সীমা কহিতেছেন) সহস্র যুগেতে ব্রহ্মার এক দিবস, এবং রাত্রিও সেই পরিমিত হয়, যাঁহারা ব্রহ্মার এই দিবারাত্র জানেন, তাঁহারাই দিবারাত্র জানিতে

স্বামিকৃত টীকা

মেতি। ব্রহ্মণোভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমবাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাত্তৎপ্রাপ্তানামপ্যনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবিপুনর্জ্জন্ম এবং মুক্তিফলাভিরূপা-বাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানামপি ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো-নান্যেষাং ॥ ১৬ ॥ ননু চ "তপস্বিনো-যজ্ঞশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্য-উপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতং"

যুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো-বিদুঃ। রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো-জনাঃ॥ ১৭॥ অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে॥ ১৮॥ ভূতগ্রামঃ সএবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯॥ পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো-ব্যক্তোব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥ অব্যক্তোঽক্ষর-ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম-পরমং মম॥ ২১॥ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং॥ ॥ ২২॥ যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ। প্রয়াতা যান্তি

স্বামিকৃত টীকা।

মিত্যাদি পুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে। বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবিশিষ্টে কথমন্যৈব বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ,কল্পকালাবস্থান-নিমিত্তোঽসৌ বিশেষ-ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায় যোঽহন্যহনি চ ত্রৈলোক্যোৎপত্তিঃ নিশি নিশি চ প্রলয়োস্তি-বিষ্যতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তস্য ব্রহ্মণোযদহস্তৎ যে বিদুঃ। যুগসহস্রমন্তোযস্যাস্তাং রাত্রিং যোগবলেন যে বিদুস্তএব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ। যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্র বিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো-দিনমুচ্যতে" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তেঃ। ব্রহ্ম-ইতি চ মহর্লোকাদিনিবাসিনামুপলক্ষণার্থং। তত্রায়ং কালগণনপ্রকারঃ-মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদি কল্পনয়া দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি, চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণোদিনং, তাবৎ পরিমাণৈব চ রাত্রিঃ। তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি॥ ১৭॥ ততঃ কিমত-আহ। অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণ-রূপাদ্ব্যজ্যন্তেঽভিব্যক্তীক্রিয়ন্তে ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি। কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণোদিনস্যোপক্রমে, তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি॥ ১৮॥ তত্র কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং নিবারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্য বিচ্ছেদং দর্শয়তি ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো-যঃ প্রাগাসীৎ সএবায়-মহরাগমে ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয় প্রলয়পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি। যএব পূর্ব্বকল্পে পর্য্যাপ্তকর্ম্মাবিদ্যঃ সএব কর্ম্মাবিদ্যাপরতন্ত্রো-ভূতগ্রামো-নান্যইত্যর্থঃ॥ ১৯॥ লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাং, পরস্তস্মাদিতি। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতোযোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তচক্ষুরাদ্যগোচরো-ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ, সতু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি॥ ২০॥ অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ অব্যক্তইতি। যোভাবোঽতীন্দ্রিয়োঽক্ষরঃ প্রদেশ-নাশশূন্য-ইতি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিত্যাদি শ্রুত্যাক্ষর ইত্যুক্তঃ, তং পরমাঙ্গতিং গম্যং

পারেন। (এই স্থলে যুগশব্দে দেবপরিমাণে যুগ অভিপ্রেত; মনুষ্যলোকের সত্যাদি চারি যুগেতে দেবতাদিগের এক যুগ হয়। মনুষ্যযুগের পরিমাণ এই যে মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতার এক দিবারাত্র, এই দিবারাত্রদ্বারা পক্ষ মাসাদি গণিত ৮৮০০ বৎসরে সত্যযুগ, এবং ৩৬০০ বৎসরে ত্রেতা যুগ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ২৪০০ বৎসর, ১২০০ বৎসরেতে কলিযুগ হয়) ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে অব্যক্ত কারণ (অর্থাৎ প্রকৃতি) হইতে চরাচর সংসার প্রকাশ পায়; এবং তাঁহার রাত্রিতে সকল সংসার পুনরায় সেই অব্যক্ত কারণে লীন হয়॥ ১৮॥ যে সকল চরাচর প্রাণী পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহারাই রাত্রিতে লয় পায়, এবং দিবসের উপক্রমে প্রারব্ধ বশতঃ পুনর্ব্বার তাহারাই জন্মে (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের প্রাণি সকলই পরকল্পে জন্মে, অতিরিক্ত আর কেহই জন্মে না)॥ ১৯॥ (লোকের অনিত্যতা দেখাইয়া পরব্রহ্মস্বরূপের নিত্যতা দর্শাইতেছেন) চরাচর সর্ব্বভূতের অব্যক্ত কারণ হইতে ভিন্ন, অথচ অব্যক্ত কারণের কারণ এবং চক্ষুরাদির অগোচর যে অনাদি পুরুষ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান (অস্থায়ি চরাচর নাশে কদাচ তাঁহার নাশ হয় না)॥ ২০॥ চক্ষুরাদির অগোচর যে ধামকে শ্রুতি সকলে নিত্য বলেন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম গতিস্বরূপ কহেন, যেহেতুক সে ধামে গমন করিলে আর দেহযাত্রা হয় না; হে অর্জ্জুন! সেই ধামকে আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) স্বরূপ করিয়া জানিবা॥ ২১॥ হে পার্থ! যে অনাদি কারণের মধ্যে সকল সংসার তিষ্ঠিয়া থাকে এবং চরাচর বিশ্ব যৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, কেবল তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলেই সেই পুরুষ লভ্য হয়েন॥ ২২॥ হে ভরতবংশ্য! কালাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকর্ত্তৃক চিহ্নিত পথ, যাহার দ্বারা গমন করিয়া পর-

স্বামিকৃত টীকা।

পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিরিতি শ্রুতেঃ। পরমগতিত্বমেবাহ, যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধামস্বরূপং অতোহহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ॥ ২১॥ তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায়—ইত্যুক্তমেব, ব্যক্তমাহ পুরুষইতি। স চাহং পরঃ পুরুষঃ, অনন্যয়া ন বিদ্যতে অন্যঃ শরণত্বেন যস্যাং তয়া ভক্ত্যা তাৎপর্য্যেণ লভ্যো—নান্যয়া। পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি যেন কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং॥ ২২॥ তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎ পদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত—ইত্যুক্তং। তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে, কেন বা গতা আবর্ত্তন্তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি তকালমহং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ বচনানুসারী "যশ্চায়মেহপি দক্ষিণে" ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যোমার্গ

তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥ অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ ॥ ২৪ ॥ ধূমো-রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নং। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥ শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥ নৈতে সৃতী পার্থ জনান্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো-ভবা-র্জ্জুন ॥ ২৭ ॥ বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদি-ষ্টং। অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যং। ॥ ২৮ ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতায়ামষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়োনাম অষ্টমোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ।—যস্মিনকালাভিমানি-দেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন-উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি, তৎকালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদি শব্দোক্তানাং কালাভি-মানিত্বাত্তৎসাহচর্য্যাদাম্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধং ॥ ২৩ ॥ তত্রানাবৃত্তি-মার্গমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাং তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তীতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষিতা, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্লপক্ষাভিমানিনী উত্তরায়ণরূপা ষণ্মাসা ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী। এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরাদিরূপ-দেবতানামুপলক্ষণ মেব। এবম্ভূতো-যো-মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা-জনা ব্রহ্মপ্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্ম-বিদঃ ॥ ২৪ ॥ অধুনাবৃত্তিমার্গমাহ ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ-দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাসাভিমানিন্যস্তি দেবতা অভিলক্ষ্যন্তে। এতাভির্দেবতাভিরুপ-লক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং মার্গং স্বর্লোকপ্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তফলং কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। তত্র শ্রুতিঃ "তে ধূমমভিসম্ভবন্তীত্যাদি"। তদেবং নিবৃত্তকর্ম্মো-সহিতোপাসনয়া মুক্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিঃ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তির্নিষিদ্ধকর্ম্মভির্নরক-ভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রজন্তুনামন্তৈর্নৈব পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যং ॥ ২৫ ॥ উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি শুক্লকৃষ্ণ ইতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণোজগতঃ শাশ্বতে, অনাদিসংজ্ঞিতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥ মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চি-দপি যোগী ন কাময়তে। কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠএব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥ অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়মুপসংহরতি—বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষনুষ্ঠানাদিভিঃ। তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ। দানেষু সৎপাত্রার্পণাদিভিঃ। শাস্ত্রেষু যৎপুণ্যফলং প্রকর্ষেণোপদিষ্টং

মেশ্বরোপাসকেরা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন না; আর যে পথে গমন করিয়া সকাম কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা পুনরায় জন্মেন, সেই দুই পথ তোমাকে বলিতেছি।। ২৩।। (তাহার মধ্যে প্রাধান্যপ্রযুক্ত আদৌ অনাবৃত্তিপথ কহিতেছেন) তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-কর্ত্তৃক চিহ্নিত এবং দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও উত্তরায়ণ ষণ্মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহাঁদের কর্ত্তৃক চিহ্নিত পথে গমন করিয়া পরমেশ্বরোপাসকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।। ২৪।। (এইক্ষণে আবৃত্তির পথ কহিতেছেন) ধূমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দক্ষিণায়ন ষণ্মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক চিহ্নিত পথে গমন করিয়া, কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠায়িরা স্বর্গে গিয়া পুনরায় জন্মেন।। ২৫।। জ্ঞানী ও কর্ম্মানুষ্ঠায়িভেদে পূর্ব্বোক্ত দুই পথ নিত্যই আছে, তাহার মধ্যে এক পথে গেলে দেহযাত্রা নাই, অন্য পথে গমন করিলে পুনরায় জন্মিতে হয়।। ২৬।। হে পার্থ! যোগিরা এই দুই পথ জানিয়া মোহিত হয়েন না, (অর্থাৎ তাঁহারা স্বর্গাভিলাষ না করিয়া কেবল পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকেন অতএব) হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান কর।। ২৭।। বেদপাঠ, কর্ম্মানুষ্ঠান, শরীরশোষণাদিদ্বারা তপস্যা, সৎপাত্রে দান, এই সকলের যেং ফল শাস্ত্রেতে কথিত হইয়াছে, যোগিরা তাহা জানিয়া ঐ সকল ফল অতিক্রম করিয়া জগতের মূলীভূত সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন।। ২৮।।

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকসংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র, তাহার অষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয় নামক অষ্টমাধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

স্বামিকৃত টীকা।

অত্যেতি সর্ব্বমত্যেতি, শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা। ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টমাদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরমপদমেব প্রাপ্নোতি।। ২৮।।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যামষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং, প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং, যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥ রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমং। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং ॥ ২ ॥ অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥ ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং' ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো-মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥ যথাকাশস্থিতোনিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো-মহান্। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥ সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি

স্বামিকৃত টীকা।

এবন্তাবৎ সপ্তমাষ্টমাধ্যায়োঃ স্বীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণস্বভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদন্ত্বিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং অনসূয়বে পুনঃপুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তুভ্যম্বক্ষ্যামি। তু শব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং গোপনীয়ং ধর্ম্মজ্ঞানং, ততো—দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং। ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বা গুহ্যতমং। যজ্জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে সদ্যোমুক্তএব ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥ কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যেদং জ্ঞানং বিদ্যানাং রাজা। উৎকৃষ্টং পবিত্রমিদং পুনাতীতি পবিত্রং। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যাদিবচনাৎ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষস্পষ্টঃ অবগমোঽববোধমং যস্য দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং, বেদোক্ত—সর্ব্বধর্ম্মফলকত্বাৎ। কর্ত্তুং সুসুখং সুখেন শক্যমিত্যর্থঃ। অব্যয়মক্ষয় ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥ নম্বেবমস্যাতিসুকরত্বাৎ কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ অশ্রদ্দধানইতি। অস্য ভক্তিসহিত—জ্ঞানলক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইদং কর্ম্ম অশ্রদ্দধানাঃ আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত—উপায়ান্তরৈর্ম্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিমিত্তে নিবর্ত্তন্তে, মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ তাবেবং বক্তব্যতযা প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি যাভ্যাং। তত্র ময়া ততমিতি। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠতীতি মৎস্থানি ভূতানি চরাচরাণি সর্ব্বাণি। এবমপি ঘটাদিষপি স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকা ইব তেষু নাহমবস্থিতঃ আকাশবদসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ কিঞ্চ নচেতি। ন ময়ি স্থিতানি ভূতানি, মমাসঙ্গত্বাদেব। ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাহ। মে ঐশ্বর্য্যমসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য। মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যা-

(পরমেশ্বরতত্ত্ব কেবল ভক্তিলভ্য, সপ্তম ও অষ্টমাধ্যায়ে ইহা বলিয়া, এখন শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের ও ভক্তির অসাধারণ স্বভাবের বিস্তার বলিবেন এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে দোষদৃষ্টি কর না, অতএব যে জ্ঞান জানিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবা, আমি পরমেশ্বরোপাসনার সহিত সেই গোপনীয় পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান তোমাকে বলিতেছি ॥ ১ ॥ এই জ্ঞান সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, আর সকল গোপনীয়ের মধ্যে অতিশয় গুহ্য এবং পবিত্রতাজনক, ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়, আর বেদোক্ত তাবৎ কর্ম্মফল এই জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয়, এ জ্ঞানাভ্যাসে ক্লেশ নাই কিন্তু অভ্যাস করিলে অক্ষয় ফল জন্মে ॥ ২ ॥ হে বৈরিতাপন! এই ধর্ম্মরূপ জ্ঞানেতে অশ্রদ্ধা করিয়া যে সকল পুরুষেরা পরমেশ্বর-প্রাপ্তি নিমিত্ত উপায়ান্তর চেষ্টা পায়, তাহারা পরমেশ্বরকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারেতেই বারম্বার যাতায়াত করে ॥ ৩ ॥ (কথনীয় জ্ঞানের প্রশংসাদ্বারা অর্জ্জুনকে অভিমুখী করিয়া দুই শ্লোকদ্বারা সেই জ্ঞান কহিতেছেন) সকল বিশ্ব আমার অব্যক্ত রূপে অর্থাৎ কারণীভূত ব্রহ্মরূপে ব্যাপ্ত, এ কারণ চরাচর সংসার আমাতেই তিষ্ঠিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহাতে লিপ্ত নহি ॥ ৪ ॥ (আমি সঙ্গরহিত এ কারণ) ফলত এ সংসারও আমাতে থাকে না (তবে আমি বিশ্বব্যাপক, বিশ্ব আমাতে আছে) এ সকল আমার অঘটন-ঘটনা-কৌশলরূপ সম্পত্তি জানিবা। আরও চমৎকার দেখ—আমি বিশ্বধারক ও জগৎপ্রতিপালক বটে তথাচ আমার স্বরূপ কোন ভূতের মধ্যে নাই ॥ ৫ ॥ (ইহার দৃষ্টান্ত দেখ) সর্ব্বত্রগামী গুরুতর বায়ু যেমন আকাশে নিরন্তর থাকে, অথচ আকাশের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, চরাচর সংসারও আমাতে সেইরূপ জানিবা ॥ ৬ ॥ হে কুন্তীনন্দন! প্রলয়কালে সংসার আমার প্রকৃতিতে

স্বামিকৃত টীকা।

নির্ব্বর্ক্যত্বাৎ শিষ্টবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ; ভূতানি বিভর্ত্তি—ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো—ন ভবতি। অয়ং ভাবঃ।—যথা জীবো দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চাহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি; নৈবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি, নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥ অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ যথাকাশেতি। আকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশে স্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বগতো—মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থিতানীতি জানীহি ॥ ৬ ॥ তাবদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং। তদেব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বমাহ সর্ব্বভূতানীতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে। পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টি-

কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥৭॥ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥ ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তন্তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥ ময়াধ্য-ক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতং। পরং ভাবমজানন্তো-মম ভূতমহেশ্বরং ॥ ১১ ॥ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো-মোঘজ্ঞানা বিচে-তসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥ মহা-ত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো-জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥ জ্ঞানযজ্ঞেন

স্বামিকৃত টীকা।

কালে তানি বিসৃজামি, বিশেষেণ তত্তৎসঞ্চিতাদৃষ্টফলদ্বারা ভোগ্যশরীররূপেণ সৃজামি উৎপা-দযামি ॥ ৭ ॥ ননু অসঙ্গোনির্ব্বিকারশ্চ ত্বমেব কথং সৃজসি ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাধিষ্ঠায প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্ব্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদি পরবশং পুনঃপুনর্ব্বিবিধং সৃজামি। কথং ? প্রকৃতের্ব্বশাৎ, প্রাচীনমিমিত্ত-তত্তৎ-স্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥ নম্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ নচেতি। তানি সৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ সচাপ্তকর্ম্মস্যাত্মম নাস্তীতি। অতএব উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নোপপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেশ্চ উদাসীন বৎস্থিতমিত্যুক্তং ॥ ৯ ॥ তদেবোপপাদয়তি—অধ্যক্ষেণাধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন কারণরূপেণ ময়া প্রকৃতিঃ স্বভাবসিদ্ধির্ব্বিশিষ্টা সতী সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা জগদ্বিপরিবর্ত্ততে, পুনঃপুনর্জ্জায়তে, সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বঞ্চোদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধ-মিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ নম্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ দ্বাভ্যাং। তত্রাবজানন্তীতি। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরন্তত্ত্বমজানন্তো-মূর্খা মামবমন্যন্তে। অব-জ্ঞায়াং হেতুঃ। শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমেবাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥ কথ মোঘেতি। মত্তোহন্যদেবতা ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবংভূতা মোঘা নিষ্ফলা আশা যেষাং তে তথা। অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিরর্থক-ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে। অতএব মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতমেব শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে। সর্ব্বত্র হেতুঃ। রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদি প্রচুরাং, আসুরীং রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং, মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতা আশ্রিতাঃ সন্তো-মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥ কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ মহাত্মানস্ত্বিতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ। অতোহভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নান্যস্মিন্মনো যেষাং তে ভূতাদিং জগৎকারণমব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥ তেষাং ভজনপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাং। তত্র সততমিতি। সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে। দৃঢ়ানি

লীন হয়, পুনরায় সৃষ্টির প্রথমে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগার্থ ভিন্নং রূপে ঐ সকল প্রাণিকে আমিই উৎপন্ন করি ॥ ৭ ॥ (যদি বল সঙ্গরহিত ও বিকারশূন্য হইয়া আমি কি রূপে সৃষ্টি করিতে পারি? ইহার উত্তর এই যে) কর্ম্মাদির অধীন প্রাণি সকল প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন থাকে, তৎপরে আমি অনুগত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকারে ইহাদিগের সৃজন করি, যেহেতুক সকল সংসারই প্রাচীনকারণ তত্তৎ স্বভাবের বশীভূত হয় ॥ ৮ ॥ (আমি নানাপ্রকার কর্ম্ম করি, তথাপি জীবের ন্যায় কিছুতে বদ্ধ হই না, ইহার কারণ এই যে) হে ধনঞ্জয়! সৃষ্টি-প্রলয়াদি-রূপ কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না, (যেহেতুক আমি সকল বিষয়েতে পরিপূর্ণ এ কারণ) আমি কোন বিষয়েতে আসক্ত না হইয়া কেবল উদাসীনের ন্যায় থাকি ॥ ৯ ॥ হে কুন্তীনন্দন! প্রকৃতিই সংসারকে প্রসব করেন, তাহাতে আমার অধিষ্ঠানমাত্র কারণ, ঐ অধিষ্ঠানেতেই বারং সংসারের পরিবর্ত্তন হয় ॥ ১০ ॥ (যদি বল আমি এই রূপ সৃষ্ট্যাদি করি, তথাচ ব্যক্তিরা আমাকে আশ্রয় করে না কেন? ইহার উত্তর এই যে—আমি শুদ্ধ সত্ত্বময়, তথাচ ভক্তের ইচ্ছার অধীন হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া থাকি, অতএব সর্ব্বভূতের মহেশ্বর-স্বরূপ আমার যথার্থ ভাব না জানিয়া মূর্খ ব্যক্তিরা আমাকে হেয়জ্ঞান করে ॥ ১১ ॥ যেহেতু ব্যক্তিরা নানাপ্রকার হিংসা-দর্পাদিপরিপূর্ণ বুদ্ধিনাশক স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে, (একারণ আমাহইতে অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হইব এই আশা) আর আমাতে বিমুখ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করে তাহা; এবং নানাপ্রকার কুতর্কাশ্রিত শাস্ত্রীয় জ্ঞান, তাহাদিগের এ সকলই ব্যর্থ হয় এবং তাহারা সর্ব্বদা বিষয়েতেই মুগ্ধ থাকে ॥ ১২ ॥ (তবে কাহারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন? ইহার উত্তর এই যে) হে পার্থ! যাঁহারদিগের চিত্ত কামনাদিতে অভিভূত নহে, তাঁহাদিগের দৈবস্বভাব হয়, অতএব তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে নিত্য ও জগতের আদি কারণ জানিয়া তাঁহারই আরাধনা করেন ॥ ১৩ ॥ (ঐ সকল ব্যক্তিদের উপাসনার প্রকার এই যে) কতক ব্যক্তি সর্ব্বদা উপবাসাদিরূপ কঠোর নিয়মে থাকিয়া যজ্ঞাদিতে যত্নপূর্ব্বক স্তোত্র-মন্ত্রাদিদ্বারা উচ্চারণসহিত আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, আর কেহং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণামানন্তর নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমার আরাধনা করেন ॥ ১৪ ॥ অন্যেরা " সংসার বাসুদেবস্বরূপ " এই জ্ঞান-

স্বামিকৃত টীকা।

ব্রতানি নিয়মা যেষাং তে। তাদৃশাঃ সন্তঃ—যতন্তশ্চ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিষু যজ্ঞাদিষু বা প্রযত্নং কুর্ব্বন্তশ্চ কেচিৎ ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তশ্চান্যে নিত্যযুক্তা—অবহিতা—নিত্যানুষ্ঠানতৎপরাঃ কাম্যরহিতা—ইতি বা, মাং সেবন্তে ভজন্তে ইতি বা। ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা—ইতি চ কীর্ত্তনাদিষপি দ্রষ্টব্যং॥ ১৪ ॥ কিঞ্চ জ্ঞানযজ্ঞেনেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং

চাপ্যন্যে যজন্তো-মামুপাসতে। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং।
॥ ১৫ ॥ অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং। মন্ত্রোঽহমহমেবা-
জ্যমহমগ্নিরহং হুতং ॥ ১৬ ॥ পিতামহস্য জগতো-মাতা ধাতা পিতা-
মহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥ গতির্ভর্ত্তা
প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজ-
মব্যয়ং ॥ ১৮ ॥ তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ। অমৃত-
ঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥ ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূত-
পাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং
বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো-মাং যে জনাঃ

স্বামিকৃত টীকা।

জ্ঞানং তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যে উপাসতে। তত্রাপি কেচি-
দেকত্বেনাভেদভাবনয়া, কেচিৎ দাসোঽহমিতি পৃথক্ত্বেন, কেচিদ্বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং
মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি চতুর্ভিঃ। তত্র অহ-
মিতি। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ। যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ। স্বধা পিত্রর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ। ঔষধং
ওষধিপ্রভবমন্নাদি ভেষজঞ্চ। মন্ত্রো যাজ্যা পুরোহিতমুরোনুবাক্যাদিঃ, আজ্যং ঘৃতং হোম-
সাধনং, অগ্নিরাহবণীয়াদিঃ, হুতং হোমস্তৎসর্ব্বমহমেব ॥ ১৬ ॥ কিঞ্চ পিতেতি। ধাতা কর্ম্মফল-
বিধানকর্ত্তা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং ঋগাদয়োবেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥
কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত-ইতি গতিঃ ফলং। ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুর্নিয়ন্তা। সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা।
নিবাসো-ভোগস্থানং। শরণং রক্ষকঃ। সুহৃৎ হিতকারী। প্রকর্ষেণ ভবত্যনেন-ইতি প্রভবঃ
স্রষ্টা। প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা। তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানং আধারঃ। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি
নিধানং লয়স্থানং। বীজং কারণং, তত্রাপি অব্যয়ং অবিনাশী, নতু ব্রীহ্যাদিবন্নশ্বরমিত্যর্থঃ
॥ ১৮ ॥ কিঞ্চ তপামীতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘসময়ে তপামি জগত্তাপং করোমি।
বর্ষাকালে বর্ষং বৃষ্টিমুৎসৃজামি মুঞ্চামি, কদাচিদন্যদা তমেব নিগৃহ্নামি আকর্ষামি, অমৃতঞ্চ
জীবনং মৃত্যুশ্চ নাশঃ সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মমদৃশ্যং, এতৎসর্ব্বমহমেব ইতি মত্বা মামেব বহুধা
উপাসত-ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥ তদেবং অবজানন্তি মাং মূঢ়া ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্র-
ফলাশয়া দেবান্তরং ভজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্তে ইত্যুক্তা দর্শিতাঃ মহাত্মনস্ত্বিত্যাদিনা যে ভক্তা উক্তাঃ
তত্রৈকত্বেন বা পরমেশ্বরং যে ন ভজন্তি তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো-দুর্নিবারএবেত্যাহ দ্বাভ্যাং।
ত্রৈবিদ্যাইতি। ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণাস্তিস্রোবিদ্যা যেষাং তে ত্রৈবিদ্যাঃ। স্বার্থেঽণ্। তিস্রো-
বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তি বা ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। তেন বেদত্রয়বিহিতৈ
র্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুত-ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য
যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তৈনৈর পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গপ্রাপ্তি

যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা আমাকে ভজনা করেন। তাঁহাদিগের মধ্যেও কতক ব্যক্তি এক ভাবিয়া, তাঁহারা আমার দাস, এই জ্ঞানে উপাসনা করেন, আরো কোনং ব্যক্তি সর্ব্বময় আমাকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদিরূপে ভজনা করিয়া থাকেন॥ ১৫ ॥ (পরমেশ্বর যে সর্ব্বস্বরূপ চারি শ্লোকে ইহার বিস্তার কহিতেছেন) অগ্নিষ্টোমাদি যাগ, গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞাদি, পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি, অন্নাদি ভেষজ, যজন ক্রিয়ার প্রধানাঙ্গ মন্ত্রাদি, হোমের কারণ ঘৃতাদি, অগ্নি, হোম, এ সকলই আমি ॥ ১৬ ॥ এ জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলের বিধানকর্ত্তা, পিতামহ, জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্রকারণ, প্রণব, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, এ সকল আমিই হই॥ ১৭ ॥ পবিত্র ফল, নিয়মকর্ত্তা, শুভাশুভদর্শক, ভোগস্থান, রক্ষক; হিতকারী, সৃষ্টিকারী, প্রলয়স্থল, জগতের আদি কারণ, (এ সকলই আমি কিন্তু আমার বিনাশ নাই)॥ ১৮ ॥ গ্রীষ্ম কালে আমিই আদিত্যরূপে বিশ্বের উত্তাপ জন্মাই এবং বর্ষা কালে বৃষ্টির সৃষ্টি করি। আর অন্য সময়ে ঐ বৃষ্টির আকর্ষণ করিয়া থাকি, এবং জীবের জীবন, বিনাশ, দর্শনের যোগ্যাযোগ্য স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু, ইত্যাদি সকলই আমি। (এই রূপ জানিয়া লোকেরা নানা প্রকারে আমার উপাসনা করেন) ॥ ১৯ ॥ (জীবব্রহ্মের অভেদ বোধে, অথবা ভিন্ন বোধ করিয়াও যাহারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে না, তাহাদিগের জন্ম-মৃত্যুর বিচ্ছেদ হয় না, দুই শ্লোকের দ্বারা ইহা কহিতেছেন) বেদবিহিত কর্ম্মপর ব্যক্তিরা (অন্য দেবতা সকল যে আমারই রূপান্তর তাহা জানে না কিন্তু) বেদবিহিত যজ্ঞদ্বারা অন্য দেবতারূপে আমারই পূজা ও যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করণপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গবাস প্রার্থনা করে, পরে ঐ প্রার্থনার ফল স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা স্বর্গেতে উত্তমোত্তম দেবভোগ্য দ্রব্যাদি সম্ভোগ করিতে পায়॥ ২০ ॥ স্বর্গপ্রার্থকেরা প্রার্থিত স্বর্গ ভোগ করিয়া স্বর্গপ্রাপক পুণ্য ক্ষয় হইলে পর পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করে, অনন্তর পুনর্ব্বার স্বর্গাভিলাষী হইয়া বেদত্রয়বিহিত ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অতএব কামনাশীল ব্যক্তিদের এই রূপ গতায়াতমাত্রই লাভ হয়॥ ২১ ॥ কিন্তু যাঁহারা অন্য কামনা ত্যাগপূর্ব্বক

স্বামিকৃত টীকা।

গতিং প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রস্য লোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য তত্রৈব দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্দেবানাম্ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে॥ ২০ ॥ ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং প্রবিশন্তি। পুনরপ্যেবং মমৈতদ্বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুসৃতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে॥ ২১ ॥ মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ অনন্যা ইতি। নাস্তি

পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥ ২২ ॥ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ॥ ২৩ ॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং ॥ ২৫ ॥ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং। ॥ ২৭ ॥ শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো-মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে

স্বামিকৃত টীকা।

মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কামং যেষাং তে, তথাভূতা যে জনা [illegible] চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদি[illegible]ঃ ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষাখ্যঞ্চ তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥ [illegible] চ ত্বদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতোদেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদি সেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা-এবেতি কথং গতাগতং লভন্তে-ইত্যাহ যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতা ভক্তাঃ সন্তো যে জনা অন্যা দেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং, কিন্ত্ববিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকবিধিম্বিনা যজন্তি [illegible] পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥ এতদেব বিবৃণোতি। অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা, প্রভুঃ স্বামী, ফলদাতা চাহমেবেত্যর্থঃ। এবম্ভূতং মাং তত্ত্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি অতস্তে চ্যবন্তি পুনরাবর্ত্তন্তে। যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামন্তর্যামিনং পশ্যন্তঃ তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥ তদেবোপপাদয়তি যান্তীতি। [illegible]ন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মোযেষাং তে অন্তবতো-দেবান্ যান্তি, অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে। পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাস্তে পিতৃন্ যান্তি। ভূতেষু বিনায়ক-মাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতানি যান্তি। মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনো-মামক্ষয়পরমানন্দরূপং যান্তি ॥ ২৫ ॥ তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলত্বমুক্তং অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তের্দর্শয়তি পত্রং[illegible]মিতি। পত্র-পুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রয়চ্ছতি তত্তস্য প্রয়তাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য ভক্ত্যা তেন উপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি, প্রীত্যা গৃহ্নামীত্যর্থঃ, নহি বিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ। অতো-ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থ-পশুসোমাদিদ্রব্যবদন্যদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং কিন্তুর্হি যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতোবা যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোষি যচ্চ তপস্যসি, তপঃ করোষি, তৎসর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥ এবঞ্চ যৎফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈ-

কেবল আমাকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করেন, নিরন্তর পরমেশ্বরনিষ্ঠ ঐ সকল ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা না থাকিলেও ধনাদি লাভ ও তৎপ্রতিপালন এবং মোক্ষ, এ সকল আমিই প্রাপ্ত করাই ॥ ২২ ॥ (যদি বল কোন দেবতাই বস্তুতঃ পরমেশ্বরাতিরিক্ত নহেন, তবে যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহাদিগের মোক্ষ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে,) যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহারাও ফলতঃ আমাকেই পূজা করিয়া থাকে, (ইহা যথার্থ বটে) কিন্তু মোক্ষপ্রাপক-বিধিপূর্ব্বক নহে, (অতএব তাহাদিগের যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না ॥ ২৩ ॥ (অন্য২ দেবতারূপে) সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা আমিই হই, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিরা আমাকে এ রূপে জানে না, এ কারণ তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৪ ॥ যাহারা দেবতার উদ্দেশে উপবাসাদি নিয়মে থাকে, তাহারা মৃত্যুর পরে দেবলোকে যায়। আর পিতৃলোকের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদিকারকেরা পিতৃলোকে গমন করে এবং বিনায়কাদির উপাসকেরা বিনায়কাদিকে প্রাপ্ত হয় (অতএব ঐ সকলের পুনরায় জন্ম আছে) কিন্তু পরব্রহ্মোপাসকেরা নিত্যানন্দরূপ অক্ষয় পরব্রহ্মকে পান (একারণ তাঁহাদিগকে আর জন্মিতে হয় না) ॥ ২৫ ॥ (পরমেশ্বরোদ্দেশে দানেতে আয়াস নাই, ইহা দর্শাইতেছেন) কোন ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে পত্র পুষ্প ফল জল অর্পণ করিলে পরমেশ্বর ঐ শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের প্রদত্ত পত্রাদিমাত্রও অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করেন ॥ ২৬ ॥ (ইহাতে উদযুক্ত হইয়া কেবল পত্রপুষ্পাদিই আমাকে অর্পণ করিবে এমত নহে) কিন্তু স্বভাবতঃ বা শাস্ত্রপ্রমাণে যে কিছু কর এবং যে কিছু আহার, হোম, তপস্যা করিয়া থাক, তাহা যে প্রকারে পরমেশ্বরেতে অর্পিত হয়; হে কুন্তীনন্দন! সেই রূপে অনুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥ তাবৎ কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিলে কর্ম্মজন্য পুণ্য- পাপ-বন্ধন হইতে তুমি মুক্ত হইতে পারিবা, তাহাতে কর্ম্মফল পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসযুক্ত-চিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবা ॥ ২৮ ॥ (যদি কেহ কহেন, পরমেশ্বর স্বভক্তগণকেই মোক্ষফল প্রদান করেন, অভক্তগণকে তাহা দেন না, তবে পরমেশ্বরেতেও রাগদ্বেষবৈষম্য আছে, ইহার উত্তর করিতেছেন) সকল প্রাণিতেই আমি এক রূপ, আমার প্রিয় অপ্রিয় নাই, তবে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে

স্বামিকৃত টীকা।

মুক্তোভবিষ্যসি, কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং সএব যোগস্তেন যুক্ত-আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ যদি তু ভক্তেভ্যএব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ সমোহহমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষহং সমঃ

দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।
॥ ২৯ ॥ অপি চেৎ সুদুরাচারো-ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স
মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো-হি সঃ ॥ ৩০ ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্ব-
চ্ছান্তিং নিয়চ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৩১ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো-বৈশ্যাস্তথা
শূদ্রা-স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং ॥ ৩২ ॥ কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা
রাজর্ষয়স্তথা। অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং ॥ ৩৩ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো-মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং
মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে রাজগুহ্যযোগোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

অতোমম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে, অহ-
মপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ। যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্ব-
তোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা, কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব
কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥ অপিচ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়-
ন্নাহ অপি চেদিতি। অত্যন্তং দুরাচারোঽপি যদ্যপৃথক্‌ত্বেন পৃথগ্দেবতা অপি বাসুদেব-
বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠএব স মন্তব্যঃ। যতো-
ঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥ ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়-
মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তোভবতি,
ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরম-রূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।
কুতর্ককর্কশবাদিনো-নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি,—হে কৌন্তেয়! পট-
হাদি মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতি-
জ্ঞানং কুরু। কথং, মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি অপি তু কৃতার্থএব
ভবতীতি। ততশ্চ তে ত্বৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো-নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরু-
ত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥ স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং? যতো-মদ্ভক্তি-
র্দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ
নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো-ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা-
শ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি, হি নিশ্চিতং ॥ ৩২ ॥
যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিং
পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনোব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি এবংভূতাঃ পরাং
গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যং। অতস্ত্বং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব। কিঞ্চ
অনিত্যমধ্রুবং অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদবিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ

তাহারা সেই ভক্তিদ্বারাই আমাতে অবস্থিত হয়, আমিও সেই সকল ভক্তগণেতে বর্ত্তমান হই। (আমার ভক্তির এই মহিমা)॥ ২৯ ॥ (এইরূপে পরমেশ্বরভক্তির প্রভাব দর্শাইতেছেন) অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া কেবল আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকেও সাধু বলিয়া মানি, যেহেতুক সেই ব্যক্তি প্রকৃতউপাসক হয়॥ ৩০ ॥ (দুরাচার ব্যক্তি কি রূপে সাধু হইবে? এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন) আমাকে ভজনা করিলে দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র ধর্ম্মজ্ঞান পায়, তৎপরে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা পরমেশ্বরনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। হে কুন্তীনন্দন! তুমি কুতর্ককারিদিগের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিবা—আমার ভক্ত কদাচ বিনাশ পায় না (অর্থাৎ কৃতার্থ হয়)॥ ৩১ ॥ (পরমেশ্বরভক্তি দুষ্কুল এবং অজ্ঞান সকলকেও উদ্ধার করে, ইহা কহিতেছেন) হীন কুলে জন্মে এমত যে অন্ত্যজাদি, আর শাস্ত্রাভ্যাসবিরহে জ্ঞানহীন যে স্ত্রীলোক ও বৈশ্য, শূদ্র, তাহারাও আমার উপাসনায় সদ্গতি প্রাপ্ত হয়॥ ৩২॥ পুণ্যভাজন ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিরা যে পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ইহাও কি বলিতে হয়? অতএব এই যে সুখময় অনিত্য মর্ত্যলোকে তুমি রাজর্ষিরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাতে অবিলম্বে আমাকে ভজনা কর॥ ৩৩ ॥ (সেই ভজনা এই রূপ) আমাতেই অন্তঃকরণ সমর্পণ কর, কেবল আমার প্রতি ভক্তি, এবং আমার পূজনশীল হও, আর আমাকেই নমস্কার কর, এই সকল প্রকারে মৎপরায়ণ (অর্থাৎ পরমেশ্বরপরায়ণ) হইলে আমাতে অন্তঃকরণযুক্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবা॥ ৩৪ ॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকসংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার রাজগুহ্যযোগনামক নবমাধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

স্বামিকৃত টীকা

সুখার্থোদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ॥ ৩৩ ॥ ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি। মষ্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব। তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকোভব। মদ্যাজি—মৎপূজনশীলোভব। মামেব চ নমস্কুরু। এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো—ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি॥ ৩৪ ॥ নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতং বৈভবং। নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াহবোচদচ্যুতঃ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসুবোধন্যাং নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয়এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া। ১ ॥ ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥ যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥ অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ। ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্তএব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥ মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো-মনবস্তথা। মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক-ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥ এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো-বেত্তি তত্ত্বতঃ। সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো-

স্বামিকৃত টীকা

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং, সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ। দশমে তা বিতন্যন্তে, সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥ এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং, তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে রসোহহমপ্সু কৌন্তেয়েত্যাদিনা সংক্ষেপতোদর্শিতাঃ, অষ্টমে চ কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মমিত্যাদিনার্জ্জুনেন যে সপ্তপদার্থা উপন্যস্তা-স্তাঃ পরমেশ্বরস্য বিভূতয়এব সাধিভূতাধিদৈবং মামিত্যুক্তত্বাৎ নবমে চাহং ক্রতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা তদ্বিভূতয়োদর্শিতাঃ, ইদানীং তত্রৈব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্য-করণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ভূয়-এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদি-স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎ পরিচর্য্যায়াঞ্চ কুশলৌ-বাহূ যস্য তথা। হে মহাবাহো! ভূয়এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথংভূতং পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১ ॥ উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ ন মে বিদুরিতি। মম প্রকৃষ্টং ভাবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা-অপি মহর্ষয়োহপি ভৃগ্বাদয়ো-ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ। অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রাবর্ত্তকত্বেন চ অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেহপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ এবংভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ যোমামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিং। অতএবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি স মনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়তি বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং জ্ঞানমাত্মবিষয়ং। অসম্মোহো-ব্যাকুলত্বাভাবঃ। ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং। সত্যং যথার্থভাষণং। দমো-বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। শমো অন্তঃকরণসংযমঃ। সুখমনুকুলসংবেদনীয়ং। দুঃখং তদ্বিপরীতং। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপরীতঃ। ভয়ং ত্রাসঃ। অভয়ং তদ্বিপরীতং। মত্তএব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ। সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং। তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ। তপঃ শারীরাদিবক্ষ্যমাণং। দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং। যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ। অযশো-দুষ্কীর্ত্তিঃ এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো-নানাবিধা ভাবাঃ

ব্যাসের কৃত শতসহস্র (অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের) অন্তর্গত ভীষ্ম পর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদ্স্বরূপ ভগবদ্গীতাত্মক যোগশাস্ত্র তাহার নবমাধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(পূর্ব্বে সপ্তম এবং অষ্টম ও নবমাধ্যায়ে পরমেশ্বরতত্ত্ব ও বিভূতি সকল সংক্ষেপে কহিয়াছেন, এইক্ষণে পরমেশ্বরে ভক্তির অবশ্য করণীয়তা বর্ণনার্থ শ্রীভগবান বিস্তারক্রমে সেই সকল বিভূতি কহিতেছেন) হে যুদ্ধাদিকার্য্যকুশল বাহুদ্বয়বিশিষ্ট অর্জ্জুন। আমার বাক্যে তুমি প্রীতি জ্ঞান কর অতএব তোমার হিতার্থ পরমাত্মবোধক বাক্য কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ দেবতারা এবং মহর্ষিরা আমার আবির্ভাব জানেন না, যেহেতু আমি দেবতাদিগের সর্ব্ব প্রকারে (অর্থাৎ উৎপাদকরূপে এবং বুদ্ধ্যাদিপ্রাবর্ত্তক রূপে) আদি কারণ হই। (যদি বল তোমাকে জানিবার ফল কি ? ইহার উত্তর এই) সকলের আদি সুতরাং জন্ম রহিত এবং সকলের পরম নিয়ন্তা, যে ব্যক্তি আমাকে এই রূপ জানে, মনুষ্যদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তি মোহরহিত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২ ॥ ৩ ॥ (ভগবান যে লোকমহেশ্বর, তিন শ্লোকদ্বারা ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছেন) সারাসার বিবেচনায় নিপুণতা, আত্মজ্ঞান, অব্যাকুলতা, সহিষ্ণুতা, এবং সত্য কথন, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সংযম; সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, ভয়, অভয় ॥ ৪ ॥ পরপীড়ন-শূন্য রাগদ্বেষাদি-নিবৃত্তি; অদৃষ্টাধীন প্রাপ্ত যে বস্তু তাহাতেই সন্তোষ, তপস্যা, (ইহার প্রকার পরে কহিবেন) উপযুক্ত পাত্রে ধন দান, সৎকীর্ত্তি, অসৎকীর্ত্তি ইত্যাদি, প্রাণিদিগের নানা পদার্থ আমা হইতেই হয় ॥ ৫ ॥ ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বে স্থিত সনকাদি চতুষ্টয়, এই একাদশ মহর্ষি ও মনু সকল এবং তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যাদি, আর আমার প্রভাববিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি আমার ইচ্ছাতেই জন্মিয়াছেন, এই সকল প্রজাগণ তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি ॥ ৬ ॥ (এইক্ষণে বিভূতিজ্ঞানের

স্বামিকৃত টীকা।

প্রাণিনাং মত্তঃ [illegible] এব ভবন্তি ॥ ৫ ॥ কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো-ভৃগ্বাদয়ঃ, " সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা ". ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধাস্তথ্যোহপি পূর্ব্বে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো-মদ্ভাবা মদীয়প্রভাবাঃ, প্রভাববাসেবু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো-মত্তো মনসঃ সংকল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। কথম্ভূতা এবাহ—যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্ত্তমানা বংশস্থাঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥ ৬ ॥ যথোক্তবিভূত্যাদিবিজ্ঞানফলমাহ এতামিতি। ম এতাং ভূতাদি-

ত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥ মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো-জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং ॥ ১২ ॥ আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো-দেবলো-ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব। ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥ স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ

স্বামিকৃত টীকা।

লক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতোবেত্তি স অবিকম্পেন যোগেন সম্যগ্‌দর্শনেন যুক্তোভবতি, নাত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি অহমিত্যাদি-চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ, বুধাদি-মৎপরিরূপ-বিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ। অতএব চ অর্জ্জুনো বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ-ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা-অববুধ্য, বুধা বিবেকিনোভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥ প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ মচ্চিত্তা-ইতি। মষ্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি মষ্যেব যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ, মদর্পিতজীবনা-ইতি বা। এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো-বুধ্বা চ মাং স্বয়ঞ্চ কীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তি, অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি, রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯ ॥ এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌ জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মষ্যাসক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কং? যেনোপায়েন মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥ বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমাবিকৃত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমোনাশয়সীত্যতআহ আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা [illegible] ন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১ ॥ সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব। কুতইত্যতআহ যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং। তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ং প্রকাশং, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং সৈবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ। তথা অজং অজন্মানং বিভুং ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ ॥ ১২ ॥ কে আহুরিত্যাহ আহুরিতি। ঋষয়ো-ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে। দেবর্ষিশ্চ নারদঃ অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি ॥ ১৩ ॥ অতোমমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেহসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ সর্ব্বমেতদিতি। এতদ্বচনৈঃ পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং

কল কহিতেছেন।) এই ভৃগু প্রভৃতি আমার বিভূতি এবং আমার ঐশ্বর্য্য, ইহা যে ব্যক্তি যথার্থত জানে, সে সংশয়শূন্য জ্ঞানযুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭ ॥ (বিভূতির এবং যোগের জ্ঞান হইলে যে প্রকারে নিঃসংশয় জ্ঞান জন্মে, চারি শ্লোকদ্বারা তাহা কহিতেছেন) আমিই সকল জগতের উৎপত্তির কারণ, আমা হইতেই সকল উৎপন্ন হয়, ইহা জানিয়া বিবেকী সকল প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮ ॥ (সেই ভজনার প্রকার কহিতেছেন) বিবেকী সকল আমাতে মনোনিধান এবং প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের বোধ জন্মাইয়া সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করেন এবং কীর্ত্তনদ্বারা তুষ্ট হইয়া পরম সুখী হয়েন ॥ ৯ ॥ এই রূপে নিরন্তর আমাতে আসক্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করি যাহা দ্বারা তাঁহারা আমার ভক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥ যাঁহারা এতদ্রূপে ভজনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থান করিয়া অতি দেদীপ্যমান জ্ঞানদীপদ্বারা অজ্ঞানজনিত সংসাররূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি ॥ ১১ ॥ (সংক্ষেপে যে সকল বিভূতি কথিত হইল, বিস্তারক্রমে তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষায় অর্জ্জুন সাত শ্লোকদ্বারা শ্রীভগবানের স্তব করিয়া কহিতেছেন) হে কৃষ্ণ! তুমিই পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয়, পরম পবিত্র, যেহেতু তুমি নিত্য পুরুষ ও স্বয়ং প্রকাশ ও দেবতাদিগের আদি। এবং তুমি উৎপত্তিরহিত ও সর্ব্বব্যাপক ॥ ১২ ॥ ভৃগুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ, নারদ, অসিত, দেবল, বেদব্যাস, ইহাঁরা এই রূপ কহিয়াছেন, আর তুমিও আমার সাক্ষাতে কহিতেছ ॥ ১৩ ॥ ("তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রতি আমার অসম্ভবজ্ঞান নিবৃত্তি হইল" এই আশয়ে অর্জ্জুন কহিতেছেন) হে কেশব! তুমি পরমেশ্বর এবং তোমার "প্রকাশ কেহ জানেন না" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছ, আমি তৎ সমুদায় মানিলাম। হে ভগবন্! দেব-দানব কেহই তোমার আবির্ভাব জানেন না ॥ ১৪ ॥ (অর্জ্জুন বিবিধ সম্বো-

স্বামিকৃত টীকা।

সত্যং মন্যে। যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" ইত্যাদি তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—হে ভগবন্ তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ; অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪ ॥ কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব স্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি, নান্যঃ। আত্মনা যেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম!—পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি—হে ভূতভাবন ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ দেবানামাদিত্যানাং দেব প্রকাশক! জগৎপতে বিশ্বপালক! ॥ ১৫ ॥ যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং অন্যে বেত্তুং ন দেবাদয়ঃ শক্নুবন্তি; যাঃ আত্মনস্তব দিব্যা অদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্বাঃ

স্বয়ং পুরুষোত্তম। ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥ বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাং-স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥ কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরি-চিন্তয়ন্। কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥ বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন। ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো-নাস্তি মেঽমৃতং ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা-হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো-বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥ অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানা-মন্তএব চ ॥ ২০ ॥ আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥ বেদানাং সাম-বেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥ রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো-যক্ষরক্ষসাং। বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥ পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং

স্বামিকৃত টীকা।

বক্তুং ত্বমেবার্হসি যোগ্যোসি। যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থং ॥ ১৬ ॥ কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে কথমিতি দ্বাভ্যাং। হে যোগিন্ অহং সর্ব্বদা পরিচিন্তয়ন্ ত্বাং কথং বিদ্যাং জানীয়াং। বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥ ১৭ ॥ তদেবং বহির্ম্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়। যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং-বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮ ॥ এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পা-সম্বোধনে। দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়ামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো-নাস্তি অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥ তত্র প্রথমং মুখ্যং রূপং কথয়তি। অহমিতি গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষ্বন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং; আদি জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি আদিত্যানামিতি যাবৎসমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্নামাহং। জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপি-রশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহং। মরুতাং বায়ূনাং মধ্যে মরীচি-নামাহমস্মি। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহং। প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী; কচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তত্র তৈরেব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাদিষ্বন্যেষ্বপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে ॥ ২১ ॥ বেদা-

ধনে কহিতেছেন) হে পুরুষোত্তম! (অর্থাৎ সকল পুরুষের প্রধান) হে ভূতভাবন! (অর্থাৎ প্রাণী সকলের উৎপাদক) হে ভূতেশ! (অর্থাৎ প্রাণিদিগের নিয়ন্তা) হে দেবদেব! (অর্থাৎ সূর্য্যাদির প্রকাশক) হে জগৎপতে! (অর্থাৎ জগৎপালক) তুমি আপনাকে আপনিই জান, অন্য কেহ তোমাকে জানেন না॥ ১৫॥ অতএব তোমার যে সকল বিভূতি, তাহা বিশেষ করিয়া কহিতে তুমিই সমর্থ, যাহা দ্বারা এই জগৎকে ব্যাপিয়া বিরাজমান আছ॥ ১৬॥ (বিভূতি কথনের প্রয়োজন এই) হে যোগিন্! কিং বিভূতিভেদে আমি সর্ব্বদা পরিচিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব? আর হে ভগবন্! কিং পদার্থে তুমি আমার চিন্তনীয়? ॥ ১৭॥ (অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ বাহ্য পদার্থগামী হয়, অতএব বাহ্যবস্তুতে ঈশ্বরচিন্তনার্থ অর্জ্জুন কহিতেছেন) হে জনার্দ্দন! বিভূতিবিশেষদ্বারা যেরূপে তোমাকে চিন্তা হয় তাহা এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ব শক্তিমত্ব প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি সকল বিস্তারক্রমে পুনর্ব্বার কহ; অমৃতস্বরূপ যে তোমার বাক্য তাহা শ্রবণে আমার তৃপ্তির পরিশেষ হইতেছে না॥ ১৮॥ (অর্জ্জুনের এইরূপ প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ কহিতেছেন) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার অবান্তর বিভূতির অন্ত নাই, অতএব অতি আশ্চর্য্য বিভূতি সকলের মধ্যে প্রধান বিভূতির কতিপয় তোমাকে কহিতেছি॥ ১৯॥ হে জিতনিদ্র! সকল প্রাণির অন্তঃকরণে স্থিত আমিই পরমাত্মা, আর প্রাণিদিগের উৎপত্তি স্থিতি এবং নাশের কারণ আমিই হই॥ ২০॥ (এইক্ষণে বিভূতি কহিতেছেন) দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য আমি এবং প্রকাশক সকলের মধ্যে বিশ্বব্যাপক কিরণবিশিষ্ট সূর্য্য আমি, বায়ু সকলের মধ্যে মরীচি নামক বায়ু আমি, নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র আমি, (অর্থাৎ যে সকল পদার্থ অতি প্রভাবান্বিত সে সকলই আমার বিভূতি)॥ ২১॥ বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ আমি, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র আমি, ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে মন আর প্রাণিদিগের জ্ঞানশক্তি আমি॥ ২২॥ একাদশ রুদ্রমধ্যে শঙ্কর আমি, যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের আমি, বসুদিগের মধ্যে অগ্নি আমি, আর যে সকল বস্তু উচ্চ, তাহাদিগের মধ্যে সুমেরু আমি॥ ২৩॥ হে অর্জ্জুন! পুরো-

স্বামিকৃত টীকা।

নামিতি। বাসব-ইন্দ্রঃ। ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি॥ ২২॥ রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি তু রক্ষাদিসাম্যাদ্দ্বৈক্যৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ। তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি। পাবকোঽগ্নিঃ। শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ॥ ২৩॥ পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি। সেনানীনাং

বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং। সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥ মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥ অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥ ২৬ ॥ উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং। ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥ আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥ অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো-যাদসামহং। পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহং ॥ ২৯ ॥ প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহং। মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং ॥ ৩০ ॥ পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহং। ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥ সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২ ॥ অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ। অহমেবাক্ষয়ঃ কালো-ধা-

স্বামিকৃত টীকা।

সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি। সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪ ॥ মহর্ষীণামিতি। গিরাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি ॥ ২৫ ॥ অশ্বত্থইতি। দেবাএব সন্তোষে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি। সিদ্ধানামুৎপত্তিত-এবাধিগত-পরমার্থানাং মধ্যে কপিলাখ্যোমুনিরস্মি ॥ ২৬ ॥ উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদাব্ধিমথনাদুদ্ভূতং উচ্চৈঃশ্রবস-নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেপি সংবুধ্যতে। নরাধিপং রাজানঞ্চ মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥ আয়ুধানামিতি। কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্। প্রজন-উৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি, ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামোমদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং রাজা বাসুকিরস্মি। ॥ ২৮ ॥ অনন্ত ইতি। নাগানাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি। যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে বরুণোঽস্মি। পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি। সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি ॥ ২৯ ॥ প্রহ্লাদইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহমস্মি। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ॥ ৩০ ॥ পবনইতি। পবতাং পাবয়িতৃনাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি। রামোদাশরথিঃ। ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা জাতিবিশেষোঽহং। স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১ ॥ সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত-ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহং। "অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র" সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তং, অত্র তু সৃষ্টাদিরূপতয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যতইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা-প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো-বাদ-জল্প-বিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহং। যত্র বাত্যামপি প্রমাণতর্কভক্ষ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে, পরপক্ষশ্ছলজাতি-নিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে, স জল্পো-

হিত সকলের মধ্যে যিনি প্রধান, আমাকে সেই বৃহস্পতি জ্ঞান কর, সেনাপতিদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয় আমি, স্থির জলাশয়দিগের মধ্যে সমুদ্র আমি॥ ২৪॥ মহর্ষি সকলের মধ্যে ভৃগু আমি, পদ সকলের মধ্যে প্রণব আমি, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপরূপ যে যজ্ঞ তাহা আমি, স্থাবরদিগের মধ্যে হিমালয় আমি॥ ২৫॥ সকল বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ আমি, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি আমি॥ ২৬॥ অশ্বদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব এবং হস্তীদিগের মধ্যে ঐরাবত নামক হস্তী যাহারা অমৃতার্থে ক্ষীর সমুদ্রমন্থনে জন্মিয়াছিল, আমাকে সেই হস্তী এবং ঘোটক আর মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিবা॥ ২৭॥ অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুদিগের মধ্যে কামধেনু এবং প্রজার উৎপত্তিহেতু কাম ও সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি আমি॥ ২৮॥ নাগদিগের মধ্যে অনন্ত আমি এবং জলচরদিগের মধ্যে বরুণ আমি, পিতৃগণের রাজা অর্য্যমা আমি, নিয়মরক্ষাকারিদিগের মধ্যে যম আমি॥ ২৯॥ দৈত্যদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, আর বশকারিদিগের মধ্যে কাল আমি, মৃগ অর্থাৎ বন্য পশুদিগের মধ্যে সিংহ, পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় আমি॥ ৩০॥ বেগবানদিগের মধ্যে পবন আমি, শস্ত্রধারি সকলের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র আমি, মৎস্যদিগের মধ্যে মকর নামক মৎস্য আমি, জলপ্রবাহবিশিষ্ট নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা আমি॥ ৩১॥ সৃষ্ট যে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, তাহাদিগের আদি মধ্য অন্ত (অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা) আমি। বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান আমি, আর বক্তাদিগের বাক্যের মধ্যে যে বাদ (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় কথা) সেই বাদ নামক বাক্য আমি॥ ৩২॥ বর্ণ সকলের মধ্যে অকার এবং সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ উভয়-পদ-প্রধান, যেমন রামকৃষ্ণৌ) আমি, আর পল-দণ্ডাদিরূপ যে কাল তাহাদিগের মধ্যে অক্ষয়-কাল এবং ক্রিয়াফলের বিধানকর্ত্তাদিগের মধ্যে বিশ্বতোমুখ নামক বিধাতা

স্বামিকৃত টীকা।

নাম, যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু জলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎ পক্ষং দূষয়তি, নতু স্বপক্ষং স্থাপয়তি, সা বিতণ্ডা নাম কথা; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে। বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ॥ ৩২॥ অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি, তস্য বাঙ্ময়েষু শ্রেষ্ঠত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি" তৎপুরুষইতি শ্রৈষ্ঠ্যং। সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদি

তাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥ মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং। কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥ বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহং। মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥ দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং। জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং ॥ ৩৬ ॥ বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥ দণ্ডো-দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং। মৌনঞ্চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥ ৩৮ ॥ যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥ নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো-বিভূতের্ব্বিস্তরো-ময়া ॥ ৪০ ॥ যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং ॥ ৪১ ॥ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।

স্বামিকৃত টীকা।

সমাসোঽস্মি, উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি। কালঃ কলয়তামহমিত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সম্বৎসর-শতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ ভগবদায়ুষি ক্ষীণে সতি, ক্ষীয়তে। অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যত-ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো-ধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো-মৃত্যুরহং। ভাবিকল্পানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহং। নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং, যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি। কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়োমদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ বৃহদিতি। “ত্বাং বিদ্ধি কররাম” ইত্যস্যামৃচি গীয়মানং বৃহৎ সামাহং, তেন ইন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়তইতি শ্রৈষ্ঠ্যং। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং, দ্বিজত্বোপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো-বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥ দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি। তেজস্বিনাং প্রভাবতাং তেজঃ প্রভাস্মি। জেতৄণাং জয়োঽস্মি। ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায়-উদ্যমোঽস্মি। সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহং ॥ ৩৬ ॥ বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো-যোঽহং ত্বামুপদিশামি। ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি। কবীনাং শাস্ত্রদর্শিনামুশনোনামা কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭ ॥ দণ্ডইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি, যেনাসংযতা-অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডোমদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদিরূপা নীতিরস্মি। গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনং বচনমস্মি, নহি তূষ্ণীংস্থিতস্যাভিপ্রায়োজ্ঞায়তে। জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্জ্ঞানং তদহং ॥ ৩৮ ॥ যচ্চাপীতি। যদপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহং। তত্র হেতুঃ-ময়া বিনা যৎ স্যাৎ ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যে-বেতি ॥ ৩৯ ॥ প্রকরণার্থমুপসংহরতি নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাক-

আমিই হই॥ ৩৩॥ সংহারকদিগের মধ্যে সর্ব্বসংহারক যে মৃত্যু তাহা আমি, আর উৎপন্ন হইবে যে প্রাণি সকল, তাহারদিগের উৎপত্তি আমি এবং স্ত্রী সকলের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, এই সাত দেবী যাঁহাদের অবলোকন মাত্র প্রাণিরা শ্লাঘা জ্ঞান করে, তাহা আমি॥ ৩৪॥ সাম-বেদোক্ত শ্রুতি সকলের মধ্যে বৃহৎ-সাম, আর ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র সকলের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র আমি। মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত ঋতু আমি॥ ৩৫॥ ছলকারি দিগের দ্যূতক্রিয়া আমি, এবং প্রভাববিশিষ্টদিগের প্রভা আমি, আর জয়শীলদিগের জয় আমি এবং উদ্যমবিশিষ্টদিগের উদ্যম আমি ও সাত্ত্বিকদিগের সত্ত্বগুণ আমি॥৩৬॥ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব (অর্থাৎ তোমার উপদেশক এই আমি) ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন (তুমি) এবং মুনিদিগের (অর্থাৎ বেদার্থ-জ্ঞানিদিগের) মধ্যে ব্যাস, ও শাস্ত্রদর্শিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য আমি॥ ৩৭॥ দমনকর্ত্তাদিগের দণ্ড (অর্থাৎ যাহার দ্বারা লোক সকলের দুরাত্মতা বারণ করা যায় তাহা) আমি এবং জয়েচ্ছুদিগের নীতি (অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ, দণ্ড,) আমি, আর গোপনীয় বিষয় সকলের গোপনের কারণ যে মৌন তাহা আমি এবং তত্ত্বজ্ঞানি দিগের জ্ঞান আমি॥ ৩৮॥ সকল প্রাণির বীজ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ আমি, হে অর্জ্জুন! আমা ব্যতিরেকে স্থাবর বা জঙ্গম কোন বস্তুই নাই॥৩৯॥ হে শত্রুতাপন! আমার আশ্চর্য্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই, অতএব সংক্ষেপে বিভূতিবিস্তার কহিলাম॥ ৪০॥ (ভগবদ্বিভূতিশ্রবণে অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি হয় না এজন্য পুনর্ব্বার বিস্তার কহিতেছেন) যে সকল বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা সম্পত্তিযুক্ত কিম্বা বল, প্রভাব, বা গুণদ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়, তুমি জানিবা যে, সে সকল আমার প্রভাবের অংশে জাত হইয়াছে॥ ৪১॥ (আরো সংক্ষেপে কহিতেছেন) অথবা পৃথক্২ বিবিধ বিভূতিচিন্তায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই, আমি একাংশে

স্বামিকৃত টীকা।

ল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে। এষ তু বিভূতিবিস্তর-উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ॥ ৪০॥ পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তং ঊর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্যৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতং জানীহি॥ ৪১॥ অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন, সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ অথবেতি। বহুনা পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং? ইদমিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা, ব্যাপ্যেতি বা, অহমেব স্থিতঃ, ন

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো-জগৎ ॥ ৪২ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে বিভূতিযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনউবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতং। যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতোমম ॥ ১ ॥ ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ-বিস্তরশো-ময়া। ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ং ॥ ২ ॥ এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥ মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো। যোগেশ্বর ততো-মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। ৫ ।

স্বামিকৃত টীকা।

মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বাভুতানীতি,, শ্রুতেঃ ॥ ৪২ ॥ ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তো বহির্ধাবতি সত্যপি। ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দ্দশমেঽব্রবীৎ ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং দশমঃ।

বিভূতৈর্বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ। দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো-জগদিতি" বিশ্বাত্মকং পরমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং, তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন-উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মবিবেকবিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদি" ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহোঽহংহন্তা এতে হন্যন্তে ইত্যাদি-লক্ষণভ্রমো-বিগতো-বিনষ্টঃ। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥ ১ ॥ কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতোময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবং প্রলয়স্তথেত্যাদৌ" বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য স, হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ং অক্ষয়ং শ্রুতং। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতং; অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ইতি, ময়া ততমিদং সর্ব্বমিতি, নচ মাং তানি কর্ম্মাণীতি, সমোঽহং সর্ব্বভুতেষ্বিত্যাদিনা চ। অতস্ত্বৎ-পরতন্ত্রাণামপি জীবানামহং হন্তেতি মদীয়ো-মোহোবিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥ কিঞ্চ এবমেতদিতি। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতং, যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিত্যেবং" কথয়সি, হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব; অত্রাপ্যবিশ্বাসোমম নাস্তি, তথাপি

সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি (অর্থাৎ আমিভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই) তুমি এই রূপে সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি কর॥ ৪২॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র (অর্থাৎ লক্ষ) শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার দশমাধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

(সকল বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানার্থে বিভূতিবিস্তার কহিলেন, তাহার মধ্যে শেষ-শ্লোকে "আমি একাংশে জগৎকে ধারণ করিয়া আছি" ইহা শুনিয়া সেই জগদ্ব্যাপক রূপ দর্শনার্থি অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনার্থ কহিতেছেন) আমার শোকনিবৃত্তি নিমিত্ত পরমাত্মনিষ্ঠ অতি গুপ্ত আত্মবিবেকবিষয়ক বাক্য যাহা কহিয়াছ তাহার দ্বারা "এই হন্তা ইহারা হন্যমান" আমার এ ভ্রম নষ্ট হইয়াছে ॥১॥ হে কমলপত্রাক্ষ! প্রাণিদিগের উৎপত্তি এবং সংহার তোমার নিকট বিস্তারিত শুনিয়াছি, আর তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যও শ্রবণ করিয়াছি॥ ২॥ হে পরমেশ্বর! (দশমাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে) তুমি যাহা কহিলে ("আমি একাংশদ্বারা জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি") ইহা যথার্থ, তাহাতে আমার অবিশ্বাস হয় নাই, তথাপি হে পুরুষোত্তম! জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য শক্তি ও বীর্য্যাদিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ যে তোমার সেই রূপ তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি॥ ৩॥ (আমি সেই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি, কেবল এই নিমিত্তই নয়) হে প্রভো, যদি তুমি এমত জ্ঞান কর যে, তোমার সেই রূপ দর্শন করিতে আমি সমর্থ হইব, হে যোগেশ্বর! তবে সেই আত্মস্বরূপ যে নিত্যপদার্থ তাহা আমাকে দর্শন করাও॥ ৪॥ (অর্জ্জুন এই প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে ঐ রূপ দর্শন করাইবার নিমিত্ত সাবধান করিয়া "পশ্য ইত্যাদি" শ্লোক-চতুষ্টয়দ্বারা শ্রীভগবান কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! শতসহস্র প্রকার (অর্থাৎ অপরিমিত নানা বর্ণ) এবং নানা আকৃতিযুক্ত যে আমার অলৌকিক রূপ তাহা দেখ॥ ৫॥ আমার শরীরে দেবতাবিশেষ যে আদিত্যগণ, বসুগণ রুদ্রগণ,

স্বামিকৃত টীকা।

হে পুরুষোত্তম, তবৈশ্বর্য্যং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতুহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি॥ ৩॥ নচাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া ত্বদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তর্হি মন্যসইতি। যোগিনএব যোগাস্তেষামীশ্বর। ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি তদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয়॥ ৪॥ এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানোভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনং। অপরিমিতানি অনেকপ্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য। বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়ববিশেষাঃ নানা অনেকবর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি॥ ৫॥ তান্যেবাহ পশ্যেতি। আদি-

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা। বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥ ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং। মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥ নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ ৮ ॥ সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বা ততোরাজন্ মহাযোগেশ্বরো-হরিঃ। দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥ অনেক-বক্ত্র-নয়ন-মনেকাদ্ভুতদর্শনং। অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং ॥ ১০ ॥ দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং ॥ ১১ ॥ দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা। অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥ ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো-হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ। প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ অর্জ্জুন-উবাচ। পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাং-

স্বামিকৃত টীকা।

ত্যাদীন মম দেহে পশ্য। মরুত—একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্। অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া চান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি ॥ ৬ ॥ কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতাং বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্রস্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য। যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎসর্ব্বং পশ্য ॥ ৭ ॥ যদুক্তমর্জ্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিতি" তত্রাহ-নতু মামিতি। অনেনৈব স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো—ন ভবিষ্যসি। অতো-দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি, মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটনঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥ এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয়উবাচ এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥ কথংভুতং তদিত্যত্রাহ অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি যস্মিংস্তৎ। অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ। অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ। দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১০ ॥ কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তথা দিব্যো-গন্ধোযস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং। দেবং দ্যোতনাত্মকং। অনন্তমপরিচ্ছিন্নং। বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১১ ॥ বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরুপমত্বমাহ দিবি সূর্য্যেতি। আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা মহাত্মনোবিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ, অন্যোপমা

অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎগণ, ইহাদিগকে দর্শন কর, আর তোমার এবং অন্য কাহারো যাহা পূর্ব্বে কদাপি দৃষ্ট হয় নাই, এমত অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখ ॥ ৬ ॥ (কোটি কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল স্থাবর-জঙ্গম কেহ দেখিতে পায় না সেই সকল) স্থাবর-জঙ্গম-সহিত সম্পূর্ণ জগৎ আমার শরীরে অবয়বস্বরূপে একত্র আছে, তুমি এইক্ষণেই দেখ। আর হে জিত-নিদ্র! জগতের বিশেষ২ অবস্থা, হ্রাস, বৃদ্ধি, জয় পরাজয় প্রভৃতি যাহা অন্যত্র দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহাও দৃষ্টি কর ॥ ৭ ॥ তুমি আপনার এই চর্ম্ম-চক্ষুদ্বারা সে রূপবিশিষ্ট আমাকে দেখিতে পাইবা না, অতএব তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করি, অঘটন-ঘটনায় পটু যে আমার অসাধারণ রূপ, দিব্যচক্ষু দ্বারা তাহা দর্শন কর ॥ ৮ ॥ (ইহা কহিয়া শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যে প্রকার রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে যাহা নিবেদন করেন, ৬ শ্লোকদ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে তাহা কহিতেছেন) হে মহা-রাজ ধৃতরাষ্ট্র! মহাযোগেশ্বর (অর্থাৎ যোগিদিগেরও পরম নিয়ন্তা) শ্রীভগবান ইহা কহিয়া অর্জ্জুনোদ্দেশে পরমাশ্চর্য্য অসাধারণ রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ (সে রূপ কি প্রকার? তাহা কহিতেছেন) অসংখ্য মুখচক্ষু, আশ্চর্য্য দর্শনযোগ্য অনেক প্রকার বস্তু এবং অনেক বিচিত্রাভরণ ও প্রহার করিতে উন্মুখ এই মত অলৌকিক অনেক অস্ত্রবিশিষ্ট শরীর ॥ ১০ ॥ দিব্য মালা এবং দিব্য বস্ত্রধারী ও দিব্য গন্ধদ্রব্যাবলিপ্ত ও সর্ব্বত্র মুখযুক্ত, প্রকাশ-স্বরূপ এবং ইয়ত্তা রহিত, আর যাহা যাহা আছে সে সকলও আশ্চর্য্য ॥ ১১ ॥ যদি আকাশে এককালীন উদিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা প্রকাশ পায় তবে সেই বৃহৎ শরীরের কান্তির এক প্রকার হীন দৃষ্টান্ত হইতে পারে ॥ ১২ ॥ সেই শ্রীভগবৎশরীরে হস্তপাদাদি অবয়বরূপ বিভাগক্রমে সমুদায় জগৎ একত্রিত আছে সে সময়ে অর্জ্জুন ইহা দেখিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর অর্জ্জুন বিস্ময়াপন্ন এবং লোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া শ্রীভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ১৪ ॥ (অর্জ্জুনের উক্তি।) হে ভগবন্! তোমার শরীরে আদিত্যাদি

স্বামিকৃত টীকা।

নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্য-পেক্ষায়ামাহ তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্রব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনোঽপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥, এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ ততইতি। ততোদর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টোব্যাপ্তঃ হৃষ্টান্যুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়স্তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তোভূত্বা অভাষত উক্তবান ॥ ১৪ ॥ তাঁমেবাহ পশ্যামীতি। তথা সর্ব্বান ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং

স্তথা ভূতবিশেষসংঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুর-গাংশ্চ দিব্যান্।। ১৫।। অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্ব-তোঽনন্তরূপং। নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-রূপ।। ১৬।। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তি মন্তং। পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং।১৭। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্ব-তধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো-মতোমে।। ১৮।। অনাদিমধ্যান্তমনন্ত-বীর্য্য-মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং। পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতে-জসা বিশ্বমিদং তপন্তং।। ১৯।। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ। দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।। ২০।। অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো-গৃণন্তি। স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘা-স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।। ২১।। রুদ্রাদিত্যা-বসবো-যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরু-তশ্চোষ্মপাশ্চ। গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।। ২২।। রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদং।

স্বামিকৃত টীকা।

সংঘাংশ্চ তথা দিব্যানৃষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথংভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ।। ১৫।। কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি। তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ।। ১৬।। কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। মুকুটবন্তং গদাবন্তং চক্রবন্তং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং,তত্র হেতুঃ, দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তং, অতএবাপ্রমেয়ং, এবংভূত-ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি।। ১৭।। যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেবাক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথংভূতং? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং। ত্বমে-বাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অতএব ত্বমব্যয়ো-নিত্যঃ, শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ। সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো-মে মতঃ সম্মতোঽসি।। ১৮।। কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তং উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতং, অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবোযস্য তং। শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। তথা দীপ্তোহুতা-শোঽগ্নির্বক্ত্রেষু যস্য তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি।। ১৯।। কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যো-রিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং, দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। অদ্ভুতমদৃষ্ট-পূর্ব্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বস্যো-বানুষঙ্গঃ।। ২০।। কিঞ্চ অমী ইতি। অমী সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি, শরণং প্রবি-

দেবতাগণ, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি প্রাণি সকল, বশিষ্ঠাদি ঋষিবর্গ, তক্ষকাদি সর্পসকল এবং সকলের কর্ত্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, এই সমস্তকে দেখিলাম ॥ ১৫ ॥ হে বিশ্বেশ্বর! আমি চারি দিকে তোমাকে অপরিমিত রূপ, অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ, এবং অনেক চক্ষুবিশিষ্ট দর্শন করিলাম, কিন্তু হে বিশ্বরূপ! তোমার উৎপত্তি ও স্থিতি-নাশ দেখিতে পাইলাম না ॥ ১৬ ॥ কিরীটি গদা এবং চক্রযুক্ত ও সর্ব্বাবয়বে পরম দীপ্তিমান তেজঃপুঞ্জ, এবং অতি প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্বিতপ্রযুক্ত দুর্নিরীক্ষ্য অতএব নিশ্চয় করিবার অযোগ্য, এই প্রকার তোমাকে চারিদিগে দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥ অতএব মুমুক্ষুদিগের জ্ঞানগম্য তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই এই বিশ্বের পরমাশ্রয় এবং তুমিই অক্ষয় ও সনাতন ধর্ম্মের প্রতিপালক এবং নিত্য, ইহা আমার নিশ্চিত জ্ঞান হইল ॥ ১৮ ॥ তুমি উৎপত্তি-স্থিতি-সংহাররহিত, এবং অপরিমিত প্রভাবান্বিত চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার চক্ষুঃ, তোমার মুখ সকলের মধ্যে অতি জাজ্বল্যমান অগ্নি এবং তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই সংসারকে উষ্ণ করিতেছ, আমি তোমাকে এই প্রকার দেখিতেছি ॥১৯॥ পৃথিবী ও স্বর্গ এবং ইহার মধ্যবর্ত্তি আকাশ ও দিক্সকল তোমার এক শরীরদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, হে মহাত্মন্! আমি ইহা দেখিলাম। তোমার এই আশ্চর্য্য উগ্রমুর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোক ভীত হইতেছে। ২০ ॥ এই যে সকল দেবগণ তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন; ইহাঁরদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "জয় জয়, রক্ষ রক্ষ" ইত্যাদি প্রার্থনা জানাইতেছেন, সিদ্ধগণ মঙ্গলধ্বনি পূর্ব্বক মনোহর নানা স্তুতিবাক্যে স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ ও বসুগণ আর সাধ্যগণ এবং বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় আর মরুদ্গণ এবং পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, আর সিদ্ধগণ, ইহাঁরা সকলে বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ২২ ।

স্বামিকৃত টীকা

শন্তি। তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরতএব স্থিত্বা কৃতসম্পুট-করযুগলাঃ সন্তো-গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ ॥ কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যানাম দেবাঃ, বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতোমরুদ্গণাঃ, উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ "উষ্মভাগাহি পিতরঃ" ইতিশ্রুতেঃ। গন্ধর্ব্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ সিদ্ধসংঘাঃ, সিদ্ধানাং সংঘাশ্চ সর্ব্বএব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্ত-ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহং ॥২৩॥ নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং। দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতা-ন্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥ দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি। দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥ অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। ভীষ্মোদ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈ-রপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥ বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি। কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ২৭ ॥ যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥ যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সম ন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ। তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো! ॥ ৩০ ॥ আখ্যাহি মে কো-ভবানুগ্রব-

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো! মহদত্যূর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতি ভীতাঃ তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি, কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা? বহূনি বক্ত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ। বহবোবা-হব-উরবশ্চ পাদাশ্চ যস্মিংস্তৎ। বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ। বহ্বীভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব, অপিতু নভ ইতি। নভঃস্পৃশতীতি নভস্পৃক্ তং অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ। দীপ্তং তেজোযুক্তং। অনেকে বর্ণা যস্য তং। ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তং। দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তং। এবং ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো-যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪ ॥ কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি শর্ম্ম চ সুখং ন লভে। ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নোভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি কালানলঃ প্রলয়াগ্নি স্তৎসদৃশানি ॥ ২৫ ॥ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবি-জয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বেঽবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মদ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ। ন কেবলং তএব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ ॥২৬॥ বক্ত্রাণীতি। এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি। তেষাং

তোমার অতি বৃহৎ শরীর, যাহাতে অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, অনেক উরু, অনেক চরণ এবং অনেক উদর আছে, আর যাহা দন্তদ্বারা অতি উৎকট হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লোক সকল অত্যন্ত ভীত হইতেছেন এবং আমিও ভয় পাইতেছি ॥ ২৩ ॥ আকাশমণ্ডলব্যাপ্ত অতিশয় তেজোময় অনেক প্রকার বর্ণবিশিষ্ট জাজ্বল্যমান এবং অতি বিস্তৃত চক্ষু ও অনাবৃত অসংখ্য মুখ, এইরূপ তোমাকে দেখিয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে; অতএব হে বিষ্ণো! আমি আর কোন প্রকারেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥ প্রলয়াগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান এবং বিশঙ্কট দন্তদ্বারা অতি ভয়ানক যে তোমার মুখ সকল তাহা দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, এবং সুখলাভে অক্ষম হইতেছি, অতএব হে দেবদেব জগদাধার! প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥ ধৃতরাষ্ট্রসন্তান এই যে দুর্য্যোধন প্রভৃতি, ইহাঁরা জয়দ্রথপ্রভৃতি রাজগণের সহিত এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আমারদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সহিত ॥ ২৬ ॥ ধাবমান হইয়া তোমার বিকটদন্ত ভয়ঙ্কর মুখ সকলেতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তক রূপে তোমার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ২৭ ॥ যেমন নানা পথগামী নদী সকলের বহুতর জলস্রোত স্বভাবত অবশভাবে সমুদ্রাভিমুখে যাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপে এই বীর সকল তোমার সর্ব্বতোভাবে জাজ্বল্যমান মুখ সকলেতে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ আর, যেমন পতঙ্গ সকল জ্ঞানপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইয়া মরণার্থ জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপে এই লোক সকল তোমার মুখে বেগে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ তুমি ভয়ঙ্কর মুখ সকলের দ্বারা চতুর্দ্দিগ্ হইতে গ্রাস করিয়া এই বীরগণকে ভক্ষণ করিতেছ, আর হে বিষ্ণো! তোমার দীপ্তিরাশি আপন কিরণদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া অতি প্রখর হইয়া উত্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥ হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে

স্বামিকৃত টীকা।

মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৭ ॥ প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি—নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তোযথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো-জ্বলন্তি, সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥ অবশত্বেন প্রবেশে দৃষ্টান্ত-উক্তঃ, বুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ-যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলন্তমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভা বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো-বেগোযেষাং তে যথ নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকাএতে জনাঅপি তবমুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯ ॥ ততঃ কিমতআহ লেলিহ্যসে ইতি। গ্রসমানোগ্রসন্ লোকান্ সর্ব্বানেতান বীরান্ সর্ব্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি, কৈঃ, জ্বলদ্ভির্ব্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসোদীপ্তয়স্তেজোভির্ব্বিস্ফুরদৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি

পো-নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং ॥ ৩১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো-লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধং। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥ দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্। ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥ সঞ্জয়উবাচ। এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী। নমস্কৃত্য ভুয়-এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ অর্জ্জুনউবাচ। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো-দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥ কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে। অনন্ত দেবেশ জগন্নি-

স্বামিকৃত টীকা।

॥ ৩০ ॥ যতএবং তস্মাৎ আখ্যা হীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক-ইত্যাখ্যা হি কথয়, তুভ্যং নমোঽস্তু, হে দেববর! প্রসন্নোভব, ভবন্তমাদ্যং পুরুষবিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি; যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি ॥ ৩১ ॥ এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ কালইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি, লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি, অত ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনা ন ভবিষ্যন্তি। কে-তে? প্রত্যনীকেষু অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি ॥ ৩২ ॥ তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন জিতা ইত্যেবং যশো-লভস্ব প্রাপ্নুহি। অযত্নতঃ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ। এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্! সব্যেন বামেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নোজয়েয়ুরিতি" যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যেত্যাহ দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয়, মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥ ততোযদ্বৃত্তং তদ্‌ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয়উবাচ এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বোক্তশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথমাহ? ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহ বর্ত্ততইতি সগদ্গদং যথা ভবতি তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতোভূত্বা আহ ॥ ৩৫ ॥ স্থানে ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্ত-

প্রণাম করি, প্রসন্ন হও, অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি তুমি, কে? আমাকে বল। তুমি আদি পুরুষ, কি নিমিত্ত এরূপ করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, অতএব তোমাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি॥ ৩১॥ (অর্জ্জুনের এই প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ কহিতেছেন) আমি লোক সকলের বিনাশক উৎকট কাল, ইহলোকে সর্ব্বপ্রাণির সংহারার্থ প্রবর্ত্ত হইয়াছি, তুমি হন্তা-ব্যতিরেকে প্রতি সৈন্যদলে বিশেষতঃ ভীষ্ম দ্রোণাদির সেনাগণমধ্যে যে সকল যোদ্ধাগণ অবস্থিত হইয়াছে, ইহারা কেহ জীবিত থাকিবেক না॥ ৩২॥ অতএব যুদ্ধার্থে গাত্রোত্থান করিয়া (দেবতাদিগের অজেয় ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে পরাজয় পূর্ব্বক) এই যশোলাভ কর, আর অবহেলাক্রমে শত্রুপরাজয় করিয়া অতি সুসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর, (কালরূপ) আমি পূর্ব্বেই তোমার শত্রু সকলকে নষ্ট করিয়াছি, হে সব্যসাচিন! (বামহস্তে শরক্ষেপকরণ-সমর্থ) তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও॥ ৩৩॥ (ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে পরাজয় করিতে পারিবেন কি না, পূর্ব্বে অর্জ্জুন এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ সেই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন) ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্য অন্য বীর সকলকে আমি প্রায় নষ্ট করিয়া রাখিয়াছি, এইক্ষণে তুমি নিপাতিত কর, ভয় করিবা না, যুদ্ধ কর, এ যুদ্ধে তুমি শত্রু সকলকে পরাজয় করিতে পারিবা॥ ৩৪॥ (ইহার পর সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এই সকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন) শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীটী (অর্থাৎ অর্জ্জুন) অতি ভয়ে কম্পিত এবং অতি নম্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্গদ-স্বরে পুনর্ব্বার কহিতেছেন॥ ৩৫॥ (এই বক্তব্য একাদশ শ্লোক অর্জ্জুনের উক্তি) হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনে (কেবল আমিই হৃষ্ট হই এমত নহে,) সমুদায় জগৎ প্রহৃষ্ট এবং অনুরক্ত হয়, রাক্ষস সকল ভীত হইয়া নানা দিগে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে তোমাকে প্রণাম করেন, তাহা অতি যুক্তিসিদ্ধ হয়॥ ৩৬॥ সকলে তোমাকে প্রণাম করিবেন না কেন? তুমি অনন্ত; দেবগণের ঈশ্বর, জগদাধার ও ব্রহ্মার প্রণম্য এবং ব্রহ্মারও জনক। আর ইহার

স্বামিকৃত টীকা।

মিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ! যতএবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো-ভক্তবৎসলশ্চাতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি কিন্তু জগৎসর্ব্বং প্রহৃষ্যতি, প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি, এতৎ স্থানে, যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি যৎ; তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃপ্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ; তথা সর্ব্বে যোগ-তপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ; এতচ্চ স্থানে, যুক্তমেব। ন চিত্রমিত্যর্থঃ॥ ৩৬॥ তত্র হেতুমাহ কস্মাদিতি। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ? কথংভূতায়-ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায়, আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়। কিঞ্চ সদসৎ অসদব্যক্তঞ্চ, তাভ্যাং

বাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥ ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ। নমো-নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো-নমস্তে ॥ ৩৯ ॥ নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বতএব সর্ব্ব। অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥ সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ যচ্চাবহাসা-র্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু। একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪২ ॥ পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো-লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥ তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং। পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ

স্বামিকৃত টীকা।

পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বমেব। এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ কিঞ্চ ত্বমাদিদেবইতি। ত্বং দেবানামাদিঃ যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বং অতএব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং। তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বং, যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং, পরঞ্চধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি, অতএব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং। এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্যইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি; বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তং, প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং, অতস্তে তুভ্যং সহস্রশোনমোঽস্তু, ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমোনম ইতি ॥ ৩৯ ॥ ভক্তিশ্রদ্ধাদরাদ্যাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি নমইতি। হে সর্ব্ব, সর্ব্বাত্মন! সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্ব্বাত্মত্ব-মুপপাদয়ন্নাহ অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতোবিক্রমঃ পরাক্রমো-যস্য স এবং ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্ব্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। সুবর্ণমিব কনককুণ্ডলাদিষ কার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে, অতঃ সর্ব্বস্বরূপোঽসি ॥ ৪০ ॥ ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি সখেতি দ্বাভ্যাং। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাময়ে-তামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ?—হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি! চ-সর্ব্বিরার্থঃ। প্রস-ভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি যদুক্ত-মিতি ॥ ৪১ ॥ কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি,

পর ব্যক্ত অব্যক্ত যত আছে, সকলের মূল কারণ পরব্রহ্মই তুমি ॥ ৩৭ ॥ তুমি অনাদি সুতরাং দেবতাদিগেরও আদি পুরুষ, অতএব তুমি এই সংসারের লয়-স্থান, আর সমুদায় বিশ্বের জ্ঞাতা এবং যত জ্ঞেয় বস্তু আছে, সকলি তুমি, তুমিই পরম ধাম। হে অনন্তরূপ! তুমিই বিশ্বব্যাপক ॥ ৩৮ ॥ তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও প্রজাপতি, (অর্থাৎ সর্ব্বদেবস্বরূপ) আর প্রজাপতির পিতা, সুতরাং তুমিই প্রপিতামহ, অতএব আমি সহস্র বার তোমাকে প্রণাম করি ॥৩৯॥ (ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমাদরে নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া অর্জ্জুন পুনর্ব্বার প্রণাম করিতেছেন) হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে সম্মুখ ভাগ এবং পৃষ্ঠ ভাগ প্রভৃতি সকল দিগেই প্রণাম করি, তুমি অপরিমিতসামর্থ্য এবং অপরিমিত পরাক্রমবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বস্বরূপ ॥ ৪০ ॥ (এইক্ষণে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের স্থানে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন) আমি তোমার মহিমা না জানিয়া স্বাভাবিক সখা জ্ঞানে প্রণয় বা অনবধানতা-প্রযুক্ত হেলাক্রমে হঠাৎ হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি যাহা কহিয়াছি ॥ ৪১ ॥ আর, হে পরমেশ্বর! পরিহাসার্থে ক্রীড়া এবং শয়ন উপবেশন ভোজনাদি যে যে সময়ে তুমি একাকী ছিলে, তখন, কিম্বা অন্য সখা সকলের সমক্ষে যে অবহেলা করিয়াছি; হে অচিন্তনীয় প্রভাবান্বিত! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করি ॥ ৪২ ॥ হে অনুপমপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, সকলের পূজ্য এবং গুরুর গুরু পরম গুরু, অতএব ত্রিলোকে তোমার সমানই কেহ নাই, তোমা হইতে অধিক আর কে থাকিবে? ॥ ৪৩ ॥ অতএব তুমিই জগতের স্তুতিবিষয়, তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। হে জগদীশ! পিতা যেমন পুত্রের, এবং সখা যেমন সখার,

স্বামিকৃত টীকা

একঃ কেবলঃ, সখীন্ বিনা, রহসি স্থিতইত্যর্থঃ, অথবা তৎসমক্ষং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ং অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪২ ॥ অচিন্ত্যপ্রভাবমেবাহ পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবোযস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য জনকোঽসি, অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ, অতোলোকত্রয়েঽপি ত্বৎসমএব তাবদন্যোনাস্তি, পরমেশ্বরাদন্যস্যাভাবাৎ ত্বত্তোঽধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ? ॥ ৪৩ ॥ যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঈড্যং স্তুত্যং প্রসাদয়ামি। কথং? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য মত্বা। অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য কইব? পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে; সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুং ॥ ৪৪ ॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে। তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥ কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব। তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥ ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ। এবং রূপং শক্যোঽহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো-দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদং। ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ সঞ্জয়-উবাচ। ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্য-বপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সুদুর্দ্দর্শ

স্বামিকৃত টীকা।

সহতে; প্রিয়শ্চ প্রিয়স্যাপরাধং তৎ প্রিয়ার্থং যথা সহতে তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥ এবং ক্ষাময়িত্বা প্রার্থয়তে। অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাং। হে দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হর্ষিতঃ হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্নোভব ॥ ৪৫ ॥ তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি, যথা পূর্ব্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব। অতঃ হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং রূপং উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে ॥ ৪৬॥ এবং প্রার্থিতঃ সংস্তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন, কিমিতি ত্বং বিভেষি, যতোময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তদেবং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতং, আত্মনোমম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরমত্বমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টং ॥ ৪৭ ॥ এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং, লব্ধা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাদ্‌যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ ॥ ন চ দানৈর্নচ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভির্নচোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবং রূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ, অপিতু ত্বমেব মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮ ॥ এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু, বিমূঢ়ভাবো-বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু, বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯ ॥ এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয়

আর প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন, সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪৪ ॥ হে দেবদেব! হে জগদাধার! পূর্ব্বে অদৃষ্ট এই বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইলাম এবং ভয়েতেও আমার মন অতি চঞ্চল হইল, অতএব আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারণার্থ প্রসন্ন হইয়া সেই পূর্ব্ব রূপ দর্শন করাও॥ ৪৫ ॥ হে অপরিমিত অবয়ববিশিষ্ট বিশ্বমূর্ত্তে! আমি পূর্ব্বে যেমন তোমাকে কিরীট-যুক্ত এবং গদাধারী ও চক্রহস্ত দেখিয়াছি, এইক্ষণে সেই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হও॥ ৪৬ ॥ (অর্জ্জুনকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কহিতেছেন হে অর্জ্জুন, কি নিমিত্ত ভয় করিতেছ) আমি প্রসন্ন হইয়া আপন যোগমায়াবলে এই তেজোময় এবং বিশ্বাধার ও ক্ষয়োদয়রহিত পরম রূপ যাহা তুমিভিন্ন কেহ পূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই, তাহা তোমাকে দেখাইলাম॥ ৪৭ ॥ হে অর্জ্জুন! তুমিভিন্ন কোন ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞ-বিদ্যাধ্যয়ন কিম্বা দান অথবা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া বা চান্দ্রায়ণাদি ঘোর তপস্যাদ্বারাও আমার এই রূপকে চক্ষুর গোচর করিতে পারে না (তুমি আমার অনুগ্রহে ইহা দেখিয়া কৃতার্থ হইলা)॥ ৪৮ ॥ (এই ঘোর রূপ দেখিয়া যদি অর্জ্জুনের ক্লেশ হইয়া থাকে তন্নিরাকরণার্থ কহিতেছেন) তোমার সে ক্লেশ যাউক এবং তোমার যে বুদ্ধিভ্রম তাহাও দূর হউক, তুমি ভয়রহিত এবং প্রসন্নমনা হইয়া পুনর্ব্বার আমার এই পূর্ব্বরূপ দেখ॥ ৪৯ ॥ (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) সঞ্জয় কহিতেছেন। বাসুদেব এই সকল কথা কহিয়া অর্জ্জুন পূর্ব্বে দেখিয়াছেন যে কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভুজ রূপ তাহা দর্শন করাইলেন এবং বিশ্বরূপ শ্রীভগবান্ পূর্ব্বপ্রকার শান্তমূর্ত্তি হইয়া ভয়প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে সুস্থ করিলেন। ৫০ ॥ অর্জ্জুন কহিতেছেন। হে জনার্দ্দন, তোমার এই মানুষাকার মূর্ত্তি দেখিয়া এইক্ষণে আমি সুপ্রসন্ন চিত্ত এবং পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম॥ ৫১ ॥ (শ্রীভগবদনুগ্রহ অতি দুর্ল্লভ, ইহা জানাইবার কারণ)

স্বামিকৃত টীকা।

উবাচ ইতীতি। বাসুদেবোঽর্জ্জুনমিত্যুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়ামাস। এনমর্জ্জুনং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ, কৃপালুরিতি বা॥ ৫০ ॥ ততো-নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত-ইদানীং সম্বৃত্তোজাতোঽস্মি, প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টং॥ ৫১ ॥ স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্ল্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ সুদুর্দর্শমিতি। যন্মম

মিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা-অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥ নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্যএবং বিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো-অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥ মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো-মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনো-নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনউবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ময্যাবেশ্য মনো-যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা-স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥ যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য-মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্ব্বত্রগমচি-

স্বামিকৃত টীকা।

বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি, ইদং সুদুর্দ্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং, অতোদেবা-অপ্যস্য রূপস্য সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি, কেবলং পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২ ॥ তত্র হেতুমাহ নাহমিতি। স্পষ্টার্থং ॥৫৩॥ তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যসে তত্রাহ ভক্ত্যাত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবং-ভূতোবিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতোজ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ শক্যঃ দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো-নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥ অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্মকরোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থোযস্য সঃ মামেব ভক্ত-আশ্রিতঃ পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু, এবম্ভূতোযঃ স মাং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৫ ॥ দেবৈরপি সুদুর্দ্দর্শং, তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ। ভক্তায় ভগবানেবং, বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যামেকাদশঃ।

নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ। শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমোমদ্ভক্তইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং, কৌন্তেয় প্রতিজানীহীত্যাদিনা চ, তত্র তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতং; তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যত-ইত্যাদিনা, সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসীত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যে বিশেষ্যজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তমর্জ্জুনউবাচ এবমিতি। সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততযুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো-যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে তেষামুভয়েষাং

শ্রীভগবান কহিতেছেন। অতি কষ্টেও দেখিতে পারা যায় না যে আমার এই বিশ্বরূপ, যাহা তুমি দেখিলে, দেবতারা এই রূপ দর্শনার্থ সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন॥ ৫২ ॥ তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে, বেদাধ্যয়ন বা তপস্যা অথবা দান, কিম্বা যজ্ঞদ্বারাও কেহ এরূপ দেখিতে পায় না॥ ৫৩ ॥ হে শত্রুতাপন! কেবল আমাতেই অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত যে ভক্তি, তাহার দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপকে যথার্থতঃ দেখিতে এবং জানিতে ও ইহাতে লীন হইতে পারে॥ ৫৪ ॥ (অতএব সকল শাস্ত্রের সার এবং সকল শাস্ত্রের অতি গুপ্ত যে কথা, তাহা শুন) হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি কেবল আমার উদ্দেশেই কর্ম্ম করে, আর আমাকে পরম প্রয়োজন বলিয়া জানে এবং আমাকেই আশ্রয় করে ও পুত্রাদিতে আসক্তি আর সকল প্রাণির প্রতি শত্রুতা রহিত হইতে পারে, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়॥ ৫৫ ॥

[ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্ম পর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র, তাহার বিশ্বরূপদর্শন সংজ্ঞক একাদশ অধ্যায়ের এই শেষ হইল।]

(সগুণোপাসনা এবং নির্গুণোপাসনা এই উভয়ের মধ্যে কোন্ উপাসনা প্রশস্ত হয়, দ্বাদশাধ্যায়ে ইহা নির্ণয় করিবেন। শ্রীভগবান একাদশাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক এবং অন্য শ্লোকদ্বারা ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কহিলেন, আর সপ্তমাধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক এবং অন্য অন্য শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও শ্রেষ্ঠত্ব কহিয়াছেন, এইক্ষণে এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য ইহা জানিবার ইচ্ছায়) অর্জ্জুন কহিতেছেন। হে কৃষ্ণ! যাঁহারা তোমাতে পরম নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া এবং তোমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণাদি করিয়া তোমাকে (বিশ্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান জানিয়া) ধ্যান করেন; আর যাঁহারা,—অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম তুমি, এই জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন, এ উভয় দলের মধ্যে কোন্ দল উত্তম যোগবেত্তা (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হয়েন?॥ ১ ॥ শ্রীভগবান কহিতেছেন। যাঁহারা (আমাকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বর জানিয়া) আমাতে একান্তচিত্ত ও আমার উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা করেন; আমার মতে তাঁহারাই পরম যোগী হয়েন॥ ২ ॥ যাঁহারা "পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক এবং অচিন্ত্য ও জগতের

স্বামিকৃত টীকা।

মধ্যে কেহতিশয়েন যোগবিত্তমোহতিশ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তত্র দ্বিবিধাঃ শ্রেষ্ঠা-ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ময্যাবেশ্যেতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্টে মন-আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তাঃ মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ॥ ২ ॥ তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা-ইত্যত-আহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাং।

কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥ ৩ ॥ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥ ক্লেশোঽধিকতরস্তে-
ষামব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে
॥ ৫ ॥ যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব
যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত-উপাসতে ॥ ৬ ॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসং-
সারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥ ৭ ॥
ময্যেব মনআধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত
ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি
স্থিরং। অভ্যাসযোগেন ততো-মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥ অভ্যাসে-
ঽপ্যসমর্থোঽসি মৎ-কর্ম্মপরমো-ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি-
মবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥ অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥ শ্রেয়োহি জ্ঞান-
মভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগা-

স্বামিকৃত টীকা।

যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি যয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যং শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং, যতোঽব্যক্তং, রূপাদিহীনং, সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপিনং, অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং, কূটস্থং—কূটে মায়াপ্রপঞ্চেঽধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতং অতএব ধ্রুবং নিত্যং ॥ ৩ ॥ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৪ ॥ ননু তেঽপি ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুত—ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশকৃতং বিশেষমাহ ক্লেশইতি। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতোযেষাং তেষাং ক্লেশোধিকতমঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভি-মানিভির্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে; দেহাভিমানিনাং নিজং প্রত্যেকশ্বরণত্বস্য দুর্ঘট-ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ মদ্ভক্তানান্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাং। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তোঽন-ন্যোভজনীয়ো—যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসতইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ এবং ময্যাবে-শিতং চেতোযৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্ত্তা অচিরেণ ভবামি ॥ ৭ ॥ যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সংকল্পবিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু, বুদ্ধি-মপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়। এবং কুর্ব্বন্মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্নতঊর্দ্ধং দেহান্তে ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি, মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি, নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্নোন ভবসি; তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো-যোঽ-ভ্যাসযোগঃ তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯ ॥ যদিপুনরেবং তত্রাহ অভ্যাসইতি।

অধিষ্ঠাতা, ক্ষয়োদয়াদি রহিত, রূপাদিশূন্য এবং কোন শব্দদ্বারা নিশ্চয়যোগ্য নহেন" এমন জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন॥ ৩॥ তাঁহারা ইন্দ্রিয় সকলকে বশী-ভূত করিয়া এবং সকল প্রাণীর হিতকর ও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া (ঐরূপে আমার উপাসনা করিলে) আমাকে প্রাপ্ত হন॥ ৪॥ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত সাধকদিগের ক্লেশ অধিক, যেহেতু অব্যক্ত বিষয়ে দেহাভিমানিদিগের নিষ্ঠা-করণ দুঃখের কারণ হয়॥ ৫॥ আর যাঁহারা তৎপর হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিযোগদ্বারা উপাসনা করেন। ॥ ৬॥ আমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত তাঁহারদিগকে মৃত্যুভয়মিশ্রিত সংসার-সাগর হইতে অল্পকাল মধ্যে আমিই উদ্ধার করি॥ ৭॥ অতএব হে অর্জ্জুন! স্বভাবতঃ সংকল্প-বিকল্পাত্মক যে মন তাহাকে আমার প্রতি স্থির, এবং নিশ্চয়া-ত্মক যে বুদ্ধি তাহাকে আমাতে নিবিষ্ট কর। এ রূপ করিলে আমার অনুগ্রহে জ্ঞানবান হইয়া দেহান্তে আমাকে প্রাপ্ত হইবা, ইহাতে সংশয় নাই॥ ৮॥ হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ অনু-স্মরণ-রূপ যোগাভ্যাসদ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর॥ ৯॥ যদি একপ যোগা-ভ্যাসেতেও অসমর্থ হও, তবে (একাদশীর উপবাস, ব্রত, পূজা এবং নাম-সংকীর্ত্তনপ্রভৃতি) যে সকল কর্ম্ম কেবল আমার প্রীত্যর্থ হয়, যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান কর। এই রূপ কর্ম্ম সকল করিলেও মুক্তিপ্রাপ্ত হইবা॥ ১০॥ আর যদি এই সকল কর্ম্ম করিতেও অশক্ত হও, তবে আমার শরণাপন্ন হইয়া চিত্তসংযম পূর্ব্বক সকল কর্ম্মের যে ফল, তাহা ঐহিক বা পারলৌকিক হউক, তাহাকে ত্যাগ কর॥ ১১॥ সম্যক্ জ্ঞানসহিত যে অভ্যাস, তাহা অপেক্ষা উপদেশপূর্ব্বক যুক্তি সহিত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাপেক্ষা কর্ম্মজন্য ফলাকাঙ্ক্ষা-

স্বামিকৃত টীকা।

যদিপুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি—একাদশ্যুপবাস-ব্রত-পূজা-পরিচর্য্যা—নামসংকীর্ত্তনাদীনি—তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব। এবংভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি॥ ১০॥ অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি তর্হি মদ্যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানামগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মণাং ফলানি যতচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি ফলং তাব-ৎ তদনুগৃহীতস্য পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানোঽয়ং প্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যং॥ ১১॥ তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি শ্রেয় ইতি। সম্যগ্জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং। তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং "ততস্তু তং নিষ্কলং ধ্যায়মান" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ।

ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ॥ ১২ ॥ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণএব চ। নির্ম্মমো-নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪॥ যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো-লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়ো- মুক্তো-যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো-গতব্যথঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো-মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥ তুল্যনিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥ ১৯ ॥ যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে

স্বামিকৃত টীকা।

তস্মাদেবংভূতত্যাগাৎ কর্ম্মসু তৎফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন অনন্তরমেব সংসার-শান্তির্ভবতি ॥ ১২ ॥ এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ অদ্বেষ্টে-ত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ, উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমোনিরহঙ্কারশ্চ। কৃপালুত্বাদেবানৈন্যঃ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ। ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ ॥ ১৩ ॥ সন্তুষ্টইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ, যোগী অপ্রমত্তঃ, যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ, দৃঢ়োমদ্বিষয়ে নিশ্চয়োযস্য, ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন, এবংভূতোযোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো-জনো-নোদ্বিজতে, ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি। যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে। যশ্চ হর্ষামর্ষাদিভির্মুক্তঃ। তত্র হর্ষঃ স্বস্যেষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো-ভয়াদিনিমিত্ত-চিত্তক্ষোভঃ, এতৈর্ব্বিমুক্তোযোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো-যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ, শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচ-সম্পন্নঃ, দক্ষঃ অনলসঃ, পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথ-আধিশূন্যঃ, সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবংভূতঃ সন্ যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ কিঞ্চ যইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যোন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যোন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবম্ভূতো ভূত্বা যোমদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ কিঞ্চ সমইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সমঃ, তথা মানাপমানয়োরপি তথা সমএব, হর্ষবিষাদশূন্যইত্যর্থঃ। শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ,

পরিত্যাগ জোক। ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইলে আমার অনুগ্রহে সংসারশান্তি হয় ॥ ১২ ॥ (শ্রীভগবদনুগ্রহের কারণ যে সকল ধর্ম্ম তাহা কহিতেছেন) যে ব্যক্তি কোন প্রাণির প্রতি দ্বেষ না করিয়া উত্তমের প্রতি মাৎসর্য্যরহিত হয় ও সমানের সহিত মিত্রতা করে এবং হীনের প্রতি দয়াবান অথচ মমতা ও অহঙ্কার রহিত আর অন্যের সুখে সুখী, অন্যের দুঃখে দুঃখী ও ক্ষমাযুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥ যে ব্যক্তি লাভালাভে প্রসন্নচিত্ত, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব, অথচ আমার বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া মন এবং বুদ্ধিকে আমাতে সমর্পণ করে, সেই ভক্ত আমার প্রিয় হয় ॥ ১৪ ॥ আর যে ব্যক্তি হইতে লোকেরা ভয়প্রযুক্ত ক্ষোভ না পায় এবং যে ব্যক্তি লোক হইতে ভয়শঙ্কায় মনে গ্লানিযুক্ত না হয়, ও যে ব্যক্তি অভীষ্ট বস্তুলাভে আহ্লাদ এবং পরের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণুতা ও ত্রাস এবং মনের গ্লানি রহিত হয়, সেই ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥ আর যে ব্যক্তি অনায়াসলভ্য কাম্যবস্তুর বিষয়েতেও নিস্পৃহ এবং শুচি অথচ আলস্য, পক্ষপাত ও মনঃপীড়া-শূন্য এবং ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মে উদ্যমরহিত হইয়া আমাকে ভক্তি করে, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥ যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তু পাইলে আহ্লাদিত না হয় এবং অপ্রিয়েতেও দ্বেষ, আর অভীষ্ট বস্তু নাশ হইলেও শোক এবং যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তাহার আকাঙ্ক্ষা, না করে এবং পুণ্য পাপ উভয় ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিমান্ হয় সেই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥ আর যে ব্যক্তি শত্রু-মিত্রে সম ব্যবহার এবং মানাপমানে সমজ্ঞান, আর শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে সমান সহিষ্ণু হয়, এবং সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ কোন বিষয়ে আসক্ত না হয় ॥ ১৮ ॥ এবং যে ব্যক্তি স্তুতি নিন্দায় হর্ষ বিষাদ জ্ঞান না করে এবং বাক্যসংযম করে এবং অদৃষ্টাধীন লব্ধ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকে, আর এক স্থানে নিয়ত বাস না করে এবং স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ভক্তিমান হয়, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৯ ॥ (দ্বাদশ শ্লোকাবধি কথিত) উক্ত ধর্ম্ম সকল, যাহা মুক্তির সাধক হয়

স্বামিকৃত টীকা

সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ [illegible] ॥ ১৮ ॥ কিঞ্চ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ যস্য সঃ মৌনী সংযতবাক্ যেন কেনচিৎ যথালাভং সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তনিবাসশূন্যঃ স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ। এবংভূতো ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥ উক্তং ধর্ম্মজাতং [illegible] [illegible] ধর্ম্মাদনপেতং [illegible] অনুতিষ্ঠন্তি [illegible]

প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ভক্তিযোগোনাম-দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥ তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো-যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥ ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ

স্বামিকৃত টীকা।

পরমাশ্চ সন্তোমদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া—ইতি ॥ ২০ ॥

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈ ব্রহ্মবিদ্যমতোবুধঃ। সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তি সৎপথবান্ ভজেৎ।

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং দ্বাদশঃ।

ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ। ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥ "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থেতি" পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং নচাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায়-আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ। যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরবিভক্তং তত্ত্বতোনিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্যোবেত্তি,অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ; কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১ ॥ তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিদানীং তস্যৈব পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি। তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্যোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতজ্জ্ঞানং স্তৌতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরুক্তলক্ষণয়োর্যজ্জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাজ্জ্ঞানং মম মতং, অন্যত্তু বৃথাপাণ্ডিত্যং, বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং।—"তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্" ইতি ॥ ২ ॥ তত্র যদ্যপি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবাবিবেকঃ স্ফুটইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং, তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে। তদুক্তং যৎ ক্ষেত্রং যৎস্বরূপতো-জড়দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং, যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈ-

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সেই সকলের অনুষ্ঠান করে, আর আমাকে পরম জ্ঞানে ভক্ত হয়, সেই ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার দ্বাদশাধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(সপ্তমাধ্যায়ে অপরা এবং পরা ন্যামে দুই প্রকার প্রকৃতি কহিয়াছেন, যে দুয়ের অবিবেকে সাক্ষাৎ চিদংশও জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া সংসারী হয়েন এবং যে দুই প্রকৃতিদ্বারা জীবের উপভোগার্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই দুই প্রকৃতিকে ক্ষেত্র এবং (জীবকে) ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে কহেন, তাহারা পরস্পর পৃথক, সেই দুইকে যথার্থত নিরূপণ করিবার নিমিত্ত) শ্রীভগবান্ কহিতেছেন॥ হে কুন্তীনন্দন! এই শরীর ভোগস্থান, ইহাতে সংসাররূপ শস্যের অঙ্কুর হয় এইপ্রযুক্ত ইহাকে ক্ষেত্র শব্দে কহা যায়, আর যিনি ইহাকে জানেন (অর্থাৎ ইহাকে আমি বা আমার বলিয়া মানেন) তিনিই সংসারী (অর্থাৎ জীব এই ক্ষেত্রের কৃষকস্বরূপ হয়েন) অতএব শরীর ও জীবের প্রভেদবেত্তারা জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহেন॥ ১ ॥ সংসার জীব যাহা সকল শরীরেতে অনুগত, তাহাও আমি এই রূপ জানিবা। ঐ ক্ষেত্রের এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে এই পৃথক জ্ঞান, আমার মতে ইহাই মুক্তির কারণ॥ ২ ॥ সেই ক্ষেত্র যে স্বভাববিশিষ্ট, যে২ ধর্ম্মবিশিষ্ট ও যে২ বিকারযুক্ত হয়, আর যাহাতে তাহা জন্মে এবং যে ভেদবিশিষ্ট হয়; আর ক্ষেত্রজ্ঞ যে স্বভাববিশিষ্ট এবং যেরূপ প্রভাবান্বিত হয়েন, সেই সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ৩ ॥ (সেই সংক্ষেপ কি? তাহা দেখাইতেছেন) বশিষ্ঠাদি ঋষি সকল যোগ-ধ্যান-ধারণাদির বিষয়রূপে, এবং বেদ সকল নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদির বিষয়রূপে, আর ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ উপনিষদ্বাক্য এবং ব্রহ্মপদ (অর্থাৎ সৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ

স্বামিকৃত টীকা।

যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি। যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতো যৎপ্রভাবঃ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎসর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু। তত্তু বিস্তরেণোক্তম্যাহং সংক্ষেপইত্যপেক্ষায়ামাহ। ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাগ্যাদিস্বরূপেণ বহুধা গীতং, নিরূপিতং। বিবিধৈঃ পৃথগ্বিধৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ, ব্রহ্ম সূচ্যতে সূত্র্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি। তথা—ব্রহ্ম পদ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে এভিরিতি ব্রহ্মপদানি, স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মে"ত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতং।

পৃথক্। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥ মহাভূতান্যহঙ্কারো-বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৬ ॥ অমানিত্বমদম্ভিত্ব-মহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য-মনহঙ্কারএব চ। জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনং ॥ ৮ ॥ অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব-মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥ ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জন সংসদি ॥ ১০ ॥ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥ জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা-

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ, এষহ্যেবানন্দয়তী" ত্যাদি যুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ; প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈকৈকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্ব্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সঙ্ক্ষেপতস্তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎশৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তৎ ক্ষেত্রস্বরূপমাহ মহাভূতানীতিদ্বাভ্যাং। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বং অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যাভ্যন্তরাণি একং মনঃ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপাএব, শব্দাদয়-আকাশাদি-বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি ॥ ৫ ॥ ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ সংঘাতঃ শরীরং চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ ধৃতির্ধৈর্য্যং, এতে চেচ্ছাদয়োদৃশ্যত্বান্নাত্মধর্ম্মাঃ, অপি তু মনোধর্ম্মাঃ, অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিনএবোপলক্ষণঞ্চৈতৎ। তথা চ শ্রুতিঃ। "কামঃ সংকল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মনসএবেতি"। অনেন যাদৃগিতিপ্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রকর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সঙ্ক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৬ ॥ ইদানীমমানিত্বমিত্যাদিপঞ্চভিরুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদ্ব্যতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তজ্জ্ঞানসাধনান্যাহ অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যং, দম্ভরাহিত্যং, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বং; আর্জ্জবমবক্রতা, আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরুসেবনং, শৌচং বাহ্যমভ্যন্তরঞ্চ, বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, অভ্যন্তরং রাগাদিমলক্ষালনং। স্থৈর্য্যং সন্মার্গপ্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ, এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং, দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৮ ॥ কিঞ্চ অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী

ইত্যাদিস্বরূপ) লক্ষণাযুক্ত উপনিষদ্বাক্য ও যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য এবং অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকল বিস্তারিত রূপে যে ক্ষেত্রকে নিরূপণ করিয়াছেন; আমি তোমাকে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি॥ ৪॥ (এইক্ষণে ক্ষেত্রের পরিচয় কহিতেছেন) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল-প্রকৃতি; জ্ঞানেন্দ্রিয়, (কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা) কর্ম্মেন্দ্রিয়, (বাক্; হস্ত, পাদ, গুহ্য, লিঙ্গ, এই দশ, আর মন) এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পাঁচ॥ ৫॥ ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ চেতনা ধৈর্য্য (এই ছয় মনের ধর্ম্ম) এবং শরীর, এই সবিকার ক্ষেত্র; (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিকারসহিত ক্ষেত্র) তোমাকে ইহা সংক্ষেপে কহিলাম॥ ৬॥ (এইক্ষণে পাঁচ শ্লোকদ্বারা শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাকে জানিবার উপায় কহিতেছেন) আত্মশ্লাঘা কাপট্য এবং পরপীড়ন ত্যাগ, আর সহিষ্ণুতা এবং সরলতা ও সদ্গুরুসেবা, আর কায়িক, এবং মানসিক শুচিতা, অত্যন্ত নিষ্ঠতাপূর্ব্বক সৎপথে প্রবৃত্তি ও শরীরসংযম॥ ৭॥ ইন্দ্রিয়ের তুষ্টিজনক বস্তু সকলেতে অনাদর, অহঙ্কারত্যাগ ও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে যে দুঃখ এবং দোষ তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা॥ ৮॥ স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে স্নেহ এবং স্ত্রী পুত্রাদির সুখদুঃখে সুখদুঃখ পরিত্যাগ, অভীষ্টপ্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাব॥ ৯॥ অন্য যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরে নিশ্চলা ভক্তি এবং অন্তঃক-রণের প্রসন্নতাজনক স্থানে বাস, আর গ্রাম্যজনদিগের সভাতে অসন্তোষ॥ ১০॥ আত্মজ্ঞানে (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানে) নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার আলোচনা; এই সকলই (বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি সকল আত্মগুণশ্লাঘাদিপরিত্যাগ প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন) পরম জ্ঞানসাধন হয়। এই সকলের বিপরীত (অর্থাৎ আত্মগুণশ্লাঘা প্রভৃতি) যাহা জ্ঞান বিরোধী; সে সকল পরিত্যজ্য॥ ১১॥ (পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানসাধন-দ্বারা যাহা জানিতে হয়, ছয় শ্লোকদ্বারা তাহা কহিতেছেন) যাঁহাকে জানিলে মোক্ষ

স্বামিকৃত টীকা।

দুঃখী চেত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বং॥ ৯॥ কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ। বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরঃ, তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং। প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিঃ রত্যভাবঃ॥ ১০॥ কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ, ত্বম্পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষ-স্তস্য দর্শনং, মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ। এতদমানিত্বমিত্যাদি-বিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ, অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি-যত্তদজ্ঞানমিতি জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ॥ ১১॥ এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ জ্ঞেয়মিতি ষড্ভিঃ। যজ্জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি, যজ্জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ? অনাদিমৎ

মৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥ সর্ব্বতঃ
পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমা-
বৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥ বহিরন্তশ্চ ভূতা-
নামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥
॥ ১৫ ॥ অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং। ভূতভর্তৃ চ তজ্-
জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥ জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি-স্তমসঃ
পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং ॥ ১৭ ॥
ইতিক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ। মদ্ভক্ত-এতদ্বিজ্ঞায়
মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥ প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভা-

স্বামিকৃত টীকা।

আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ; পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা
অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপ্প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। তদেবাহ ন সদিত্যাদি বিধিমুখেন প্রমা-
ণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে, নিষেধবিষয়স্তচ্ছব্দেনোচ্যতে, ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়-
মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মৈবেদং
সর্ব্ব"মিত্যাদি-শ্রুতের্বিরোধইত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-
ক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং সত্য দর্শয়ন্নাহ সর্ব্বতইতি পঞ্চভিঃ।
সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। সর্ব্বতোঽক্ষীণি, শিরাংসি, মুখানি চ যস্য তৎ। সর্ব্বতঃ
শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি, সর্ব্বপ্রাণিবৃত্তিভিঃ পাণ্যা-
দিভিরুপাধিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ কিঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বে-
ষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণাভাসত-ইতি সর্ব্বে-
ন্দ্রিয়গুণাভাসং তথাপি সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিবর্জ্জিতং। অসক্তং সঙ্গশূন্যং, তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বস্যাধারভূতং;
তদেবং নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃপালকং ॥ ১৪ ॥ কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতা-
নাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব, সুবর্ণমিব কনককুণ্ডলাদীনাং। অচরং স্থাবরং, চরঞ্চ
জঙ্গমং ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদ-
বিজ্ঞেয়ং, ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। এতদবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব
দূরস্থঞ্চ সবিকারাঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মকত্বাদন্তিকে চ তৎ, নিত্য-
সন্নিহিতং। তথা চ মন্ত্রঃ।—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে চ তদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু-
সর্ব্বস্য বাহ্যত" ইতি। এজতি চলতি, নৈজতি ন চলতি। তদন্তিকে ইতিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥ কিঞ্চ
অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষবিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্য্যাত্মনা ভিন্নমিব
স্থিতং সমুদ্রাদিন্যায় ভবতি, তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ং, ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে,
প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা ভবনশীলং ॥ ১৬ ॥
কিঞ্চ জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধস্তত্র
সূর্য্যোভাতি ন চ চন্দ্রতারকং, নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিস্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য

প্রাপ্তি হয়, তিনি উৎপত্তি রহিত এবং বিধিনিষেধের বিষয় নহেন।। ১২।। তিনি অচিন্তনীয় শক্তিদ্বারা সর্ব্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখযুক্ত এবং সর্ব্বত্র কর্ণময় হইয়া লোকে সর্ব্বব্যাপকরূপে (সকল প্রাণিরূপে) বিরাজ করিতেছেন।। ১৩।। তিনি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগের বিষয় রূপ রস প্রভৃতিতে রূপ-রসত্বাদি রূপে প্রকাশমান, আর রূপ রসাদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করান্, অথচ স্বয়ং ইন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিত হইয়াও সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করেন এবং স্বয়ং আসক্তি শূন্য তথাচ সকলকে ধারণ করিতেছেন এবং নিজে নির্গুণ হইয়াও সত্ত্বাদি সকল গুণের পালন করেন।। ১৪।। তিনি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রাণির বাহিরে এবং মধ্যে অবস্থিত, (যেমন কুণ্ডল প্রভৃতির বাহির অন্তর সর্ব্বত্র স্বর্ণ) এবং সকলের কারণপ্রযুক্ত তিনিই চরাচর সমুদায়; কিন্তু রূপাদিহীন, এই কারণ স্পষ্টরূপে জ্ঞানের গোচর হয়েন না, আর অজ্ঞানিদিগের অতি দূরস্থের ন্যায় কিন্তু জ্ঞানিদিগের নিকটবর্ত্তী হয়েন।। ১৫।। তিনি সকলের কারণ, এপ্রযুক্ত কোন প্রাণি হইতে ভিন্ন নহেন, কেবল কার্য্যরূপে ভিন্নের ন্যায়। তিনি স্থিতিকালে সকলের পোষক, প্রলয়কালে সকলের নাশক, সৃষ্টিকালে পৃথক্ পৃথক্ রূপে উৎপত্তিশীল।। ১৬।। তিনি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সকলের প্রকাশক এবং অজ্ঞানসম্বন্ধরহিত ও বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান, রূপ-রস প্রভৃতিরূপে জ্ঞানগোচর এবং জ্ঞানগম্য (অর্থাৎ পূর্ব্বে কথিত যে অমানিত্ব অদম্ভিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানোপায় তাহার দ্বারা প্রাপ্য) ও সকল প্রাণির হৃদয়ে সর্ব্বনিয়ন্তা-স্বরূপে অবস্থিত।। ১৭।। (পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকদ্বারা) ক্ষেত্র এবং (সপ্তমাবধি একাদশপর্য্যন্ত শ্লোকদ্বারা) জ্ঞানসাধন ও (দ্বাদশপর্য্যন্ত শ্লোকদ্বারা) জ্ঞেয় যে পরব্রহ্ম (যাহা বশিষ্ঠাদি ঋষি সকল বিস্তারক্রমে কহিয়াছেন) তাহা এই তোমাকে সঙ্ক্ষেপে কহিলাম। পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত যে আমার ভক্ত সে ইহা জানিলে আমাকে পাইবার যোগ্য হইবে।। ১৮।। (পূর্ব্বে দেহকে ক্ষেত্র কহিয়াছেন, সেই ক্ষেত্র যে সকল বিকারযুক্ত

স্বামিকৃত টীকা।

ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীত্যাদি” শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদি” শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং, তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ, জ্ঞানগম্যঞ্চ; তদেব অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতং। ধিষ্ঠিতমিতিপাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ।। ১৭।। উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্টিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তং। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণোমদ্ভক্তোবিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে, যোগ্যোভবতি।। ১৮।। তদেবং তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতমিদানীন্তু যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ, স চ যো-যৎ প্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়ো-

ব্যপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯ ॥ কার্য্য-কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০ ॥ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥ ২১॥ উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো-দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২॥ য-এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩॥ ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪॥ অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য-উপাসতে। তেঽপি চাতি তরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫॥

স্বামিকৃত টীকা।

রাদিমত্ত্বে প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি, অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং, পুরুষেপি তদংশত্বাদনাদিরেব, অতঃ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চা-নাদিত্বং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রবৃক্ষ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সংভবান্ বিদ্ধি॥ ১৯॥ বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারিহেতুত্বং দর্শয়তি কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরং, কারণানি—সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো-জীবস্তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ, যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথা পুরুষস্যাবিকারিণোভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্ত্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্বর্ত্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ সম্ভবতি, যথা বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্গমনং বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনং, তচ্চ চেতনধর্ম্মএবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি॥ ২০॥ তথাপ্যবিকারিণো-জন্মরহিতস্য ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ পুরুষইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে, তস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু অস-তীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি, তেষু গুণসঙ্গো-গুণৈঃ শুভাশুভ-কর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণং॥ ২১॥ তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো-নতু স্বরূপ-মাহ উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষস্য পরোভিন্নএব ন তদ্গুণৈর্যুজ্যতইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ-যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূতএব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষী-ত্যর্থঃ। তথা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ সাক্ষী। চেতা কেবলোনির্গুণশ্চেত্যাদি-শ্রুতেঃ। তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ ভোক্তা পালকইতি চ। মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি-চ পরমাত্মা অন্তর্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ। “এষ-ভূতাধিপতিরেষলোকপাল এষ লোকেশ্বর” ইত্যাদি॥ ২২॥ এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেক-জ্ঞানিনং স্তৌতি যএবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যোবেত্তি, প্রকৃতিঞ্চগুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহ যোবেত্তি, স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে, মুচ্যত-এবেত্যর্থঃ॥ ২৩॥ এবংভূত-বিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ ধ্যানেনেতিদ্বাভ্যাং। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহএব আত্মনা মনসা এব-

এবং যাহা হইতে হয়, ও তাহা যে সকল ভেদে ভিন্ন, আর ক্ষেত্রজ্ঞ জীব যে রূপ প্রভাববিশিষ্ট হয়েন ; এইক্ষণে প্রকৃতিপুরুষের সংসারকারণতা বর্ণনদ্বারা তাহা কহিতেছেন) (যেহেতু প্রকৃতি পরমেশ্বরের অংশ হয়েন অতএব) প্রকৃতি পুরুষ উভয়কেই অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত জানিবা। আর বিকার সকল (অর্থাৎ দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি) ও গুণের পরিণাম যে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি, তাহারা প্রকৃতি হইতে জন্মে ॥ ১৯ ॥ (বিকার সকল প্রকৃতিজাত, ইহা জানাইবার নিমিত্ত জীব যে সংসারের হেতু হয়েন ইহা জানাইতেছেন) শরীররূপে সুখদুঃখাদিসাধন ইন্দ্রিয়গণের হেতু প্রকৃতি, আর জীব সুখ-দুঃখাদি ভোগের কারণ হয়েন। (ইহা কপিলদেব প্রভৃতি কহিয়াছেন) ॥ ২০ ॥ প্রকৃতির কার্য্য যে শরীর তাহাকে আত্মারূপ মানিয়া জীব তাহাতে থাকেন ; এবং প্রকৃতিজাত যে সুখ দুঃখাদি তাহার অনুভব করেন। আর জীবের দেবাদি বা পশ্বাদি শরীরে যে প্রকাশ, তাহার কারণ শুভাশুভ কর্ম্মকারক ইন্দ্রিয়বর্গ। অর্থাৎ জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গই উৎপত্তির কারণ হয় ॥ ২১ ॥ (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকৃতির অবিবেকাধীন জীবের সংসার, নতুবা স্বরূপতঃ নহে, এই অভিপ্রায়ে জীবের স্বরূপ কহিতেছেন) প্রকৃতিকার্য্য যে শরীর তাহাতে জীব থাকেন কিন্তু শরীরের গুণ-দোষাদিতে আবদ্ধ হয়েন না, যেহেতু তিনি দেহের নিকটস্থ সাক্ষীস্বরূপ এবং অনুমন্তা, শরীরে অধিষ্ঠিতপ্রযুক্ত অনুগ্রাহক ও ঈশ্বররূপে শরীরের পালক এবং ব্রহ্মাদির পতি ও অন্তর্যামী ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি জীবকে এই রূপ, এবং প্রকৃতিকে সুখ দুঃখাদির কারণরূপ জানে, সে শাস্ত্রীয় পথ উল্লংঘন করিলেও ক্রমে মুক্ত হইতে পারে (ইহা এই রূপ প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানির প্রশংসা মাত্র) ॥ ২৩ ॥ কেহ ধ্যানে মনোদ্বারা দেহমধ্যে এই আত্মাকে দেখেন, কেহ কেহ প্রকৃতিপুরুষেয় বৈলক্ষণ্যবিবেচনায় এইরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার করেন, আর কেহ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা, কেহ বা ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি কর্ম্মযোগদ্বারা দর্শন করেন ॥ ২৪ ॥ আর যাহারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আত্মাকে জ্ঞানযোগ প্রভৃতিদ্বারা দর্শন করিতে না পারে, কেবল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্যান করে, সেই সকল পরম শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরাও ক্রমে সংসারহইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ২৫ ॥ হে অর্জ্জুন! স্থাবর বা জঙ্গম

স্বামিকৃত টীকা।

মাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি। অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন, যোগেনাষ্টাঙ্গেনাপরে, অপরে চ কর্ম্মযোগেন, পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুসঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪ ॥ অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবমুপরস্থিতাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য-আচার্য্যেভ্য-উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো-মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫ ॥ তত্র

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্ত-দ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥ সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং। বিনশ্যৎ-স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥ সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সম-বস্থিতমীশ্বরং। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং ॥ ২৮ ॥ প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানম-কর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥ যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০॥ অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়-মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥ যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-

স্বামিকৃত টীকা।

কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ; ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ যাবদিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তেঃ। যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপদ্যতে তৎসর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃতাদাত্মধ্যা-সাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬ ॥ অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষ-সদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি তথা তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সএব সম্যক্ পশ্যতি নান্যঃ ॥ ২৭ ॥ কুতইত্যতআহ সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্। হি যস্মাদাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। যস্ত্বেবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ। "অসূর্য্যা-নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনা" ইতি ॥ ২৮ ॥ ননু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃ-ত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি তথাত্মানঞ্চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ন স্বত-ইত্যেবং যঃ পশ্যতি সএব সম্যক্ পশ্যতি, নান্যঃ ॥ ২৯ ॥ ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিভাবমাত্রত্বেনাভে-দাত্ তদ্ভেদকৃতমপ্যাত্মনোভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবর জঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং ভেদং একস্থং একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিত-মনুপশ্যতি আলোচয়তি, অতএব তস্যাএব প্রকৃতেঃ সকাশাত্ তেষাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিভাবমাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সংপ-দ্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ তথাপি সংসারাবস্থায়াং দেহবন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎ ফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং? তত্রাহ অনাদিত্বাদিতি।

যে কিছু উৎপন্ন হয়, তুমি জানিবা—কেবল প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাধীন তাহা জন্মে ॥ ২৬ ॥ পরমাত্মা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল প্রাণিতে সমান ভাবে আছেন কিন্তু প্রাণি সকল নষ্ট হইলে তিনি নষ্ট হয়েন না, যে ব্যক্তি এই রূপ জানেন তিনিই উত্তম জ্ঞানী ॥ ২৭ ॥ পরমাত্মা সর্ব্বত্র সমান ভাবে অনশ্বররূপে বিরাজমান, যে ব্যক্তি এই রূপ দেখে, সে আত্মার দ্বারা আত্মাকে নষ্ট করে না এবং এই হেতু মুক্তিও পায় ॥ ২৮ ॥ (কেহ শুভ কর্ম্ম, কেহ বা অশুভ কর্ম্ম করে এবং কেহ সক্ষম কেহ বা অক্ষম হয়, তবে আত্মার সর্ব্বত্র সমান রূপে অবস্থিতি কি রূপে ঘটিতে পারে ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কহিতেছেন) দেহ—ইন্দ্রিয়াদি রূপে পরিণতা যে প্রকৃতি, তিনিই পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত সকল কর্ম্ম করেন, আর দেহে আত্মাভিমান না হইলে আত্মা স্বরূপতঃ কোন কর্ম্ম করেন না, ইহা যিনি জানেন তিনি উত্তম জ্ঞানী ॥ ২৯ ॥ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দেহ সকল প্রলয়সময়ে পরমেশ্বর-শক্তিস্বরূপ প্রকৃতিতে লীন হয়, আর সৃষ্টিসময়ে সেই প্রকৃতি হইতেই বিস্তৃত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি এই আলোচনা (অর্থাৎ দেহভেদ জন্য আত্মার ভেদ নাই ইহা আলোচনা) করেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩০ ॥ (যদ্যপি দেহভেদে আত্মার ভেদ নাই, তথাপি দেহবন্ধনের কারণ যে কর্ম্ম এবং তৎফল সুখ-দুঃখাদি তাহার দ্বারা বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি, তবে সমজ্ঞান কি রূপে হইবে ? অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ কহিতেছেন) পরমাত্মা অনাদি (অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত) এবং নির্গুণ, এতৎপ্রযুক্ত তিনি অব্যয় (অর্থাৎ উৎপত্তি নাশাদি বিকারবিহীন) হয়েন, অতএব তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না এবং কর্ম্মফলেতেও লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩১ ॥ যেমন আকাশ, সকল বস্তুতে স্থিত হইয়াও সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত কোন বস্তুতেই লিপ্ত হয় না, তেমনি সর্ব্ব দেহে স্থিত হইয়াও পরমাত্মা ঐ সকল দেহ-জন্য দোষগুণে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩২ ॥ যেমন সূর্য্য সকল লোককে প্রকাশ করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, তেমনি আত্মা অশেষ দেহের প্রকাশকমাত্র, দোষগুণে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৩ ॥ যাঁহারা জ্ঞানরূপ চক্ষুর্দ্বারা দেহের এবং

স্বামিকৃত টীকা ।

যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি সীদিঃ, যচ্চ গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়োভবতি । অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ । তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি, ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥ তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি । যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে, দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্নযুজ্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ অসঙ্গত্বাল্লেপো-নাভাবাত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং ; প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্নযুজ্যতইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ যথা প্রকাশয়তীতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি । এবমুক্তপ্রকারেণ

য়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং ॥৩৪॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমং। যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥১॥ ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥ মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ ৩ ॥ সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্মমহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥ সত্ত্বং রজস্তম-ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা যেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪ ॥ বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন, মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ। তং বন্দে পরমানন্দং নন্দ-নন্দনমীশ্বরং ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং ত্রয়োদশঃ।

পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ। প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে ॥ "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি"ত্যুক্তং ; স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো–নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্ত্বীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বিত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি–পরং ভূয়ইতি দ্বাভ্যাং। পরং পরমাত্মনিষ্ঠং, জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতং ? জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদি–বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং ; মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ো–মননশীলাঃ সর্ব্বেঃ ইতোদেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥ কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি, প্রলয়দুঃখং নানুভবন্তি, পুনর্নাবর্ত্তন্তইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ; নতু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তম্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩ ॥ ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রমএব মদধিষ্ঠিতাভ্যামাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যামিয়ং ভূতোৎপত্তিরপিতু

আত্মার এই প্রভেদ দেখিতে পান, আর ভূত সকলের প্রকৃতি যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে মুক্তির উপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারাই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাসের কৃত শত সহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র, তাহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(সত্ত্বাদি গুণদ্বারা সংসার নানা প্রকার হয়, ইহা বিস্তারক্রমে কহিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রথম দুই শ্লোকদ্বারা ইহার ঔৎকর্ষ্য কহিতেছেন) পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান যাহা তপস্যাদি বিষয়ক তাবৎ জ্ঞানের মধ্যে উত্তম এবং যাহা প্রাপ্ত হইয়া মুনি সকল দেহবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছেন; তোমাকে পুনর্ব্বার সেই জ্ঞানোপদেশ কহিতেছি ॥ ১ ॥ ঐ জ্ঞানসাধনের অনুষ্ঠান করিলে সাধক আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন, অতএব তিনি সৃষ্টিসময়ে (অর্থাৎ ব্রহ্মাদির জন্মকালে) জন্মেন না আর মহাপ্রলয় সময়েও প্রলয়জন্য দুঃখ পান না (অর্থাৎ তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না) ॥ ২ ॥ দেশ-কালদ্বারা যাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না এমন যে ব্রহ্মপ্রকৃতি, তিনিই আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) গর্ব্ভাধানস্থান, প্রলয়কালে আমি তাঁহাতে চিদাভাসরূপ বীজ নিঃক্ষেপ করি (অর্থাৎ সৃষ্টিসময়ে ঐ জীবকে প্রকৃতিতে সংযুক্ত করি) হে অর্জ্জুন! সেই জীবসংযোগাধীন ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলের উৎপত্তি হয় ॥ ৩ ॥ মনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে মূর্ত্তি সকল জন্মে, ব্রহ্মপ্রকৃতিই তাহাদিগের মাতা, আর প্রকৃতিতে জীবরূপ বীজ বপনকর্ত্তা পিতা আমি ॥ ৪ ॥ (পূর্ব্বোক্ত রূপে পরমেশ্বরাধীন যে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, ইহা নিরূপণ করিয়া এক্ষণে চারি শ্লোকদ্বারা প্রকৃতিপুরুষের সংসারবন্ধন কহিতেছেন) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, নামক যে তিন গুণ, ইহাদের সমান ভাবে অবস্থানের নাম প্রকৃতি। ইহারা সেই প্রকৃতি

স্বামিকৃত টীকা।

সর্ব্বদেবেত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্ব্রহ্মপ্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ পিতা, গর্ব্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥ তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্যেদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বরজস্তমইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়োগুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ-প্রকৃতিঃ সম্ভব-উদ্ভবোযেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ কার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥ ৫ ॥ তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গসমুদ্ভবং। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং ॥ ৭ ॥ তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং। প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥ সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥ রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন প্রকাশ-উপজায়তে। জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥ লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যে-

স্বামিকৃত টীকা।

চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি, স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারমাহ তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং ভাস্বরং অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃশান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি, হে অনঘ! অপাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রজসোলক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ রজইতি। রজঃ সংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণা—সঙ্গসমুদ্ভবং, তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিবিশেষেণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবোযস্মাৎ তদ্রজো-দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি, তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি ॥ ৭ ॥ তমসোলক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ তমইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতং আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকং; অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো-দেহিনং নিবধ্নাতি। অত্র প্রমাদোঽনবধানং, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদঃ ॥ ৮ ॥ সত্ত্বাদীনামেব স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি, দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি—আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ তত্র হেতুমাহ রজইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি, অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্য্যে সুখাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি। অতঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাদৌ সঞ্জয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ সর্ব্বদ্বারেষিতি ত্রিভিঃ।

হইতে পৃথক পৃথক হইয়া দেহকে আত্মজ্ঞানে দেহস্থিত চিদংশ নির্ব্বিকার জীবকে আবদ্ধ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহাদিতে যুক্ত করে॥ ৫॥ ঐ তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্ম্মলপ্রযুক্ত প্রকাশক এবং শান্ত, অতএব শান্তের কার্য্য সুখ এবং প্রকাশকের কার্য্য জ্ঞান, যাহা মনের ধর্ম্ম, হে নিষ্পাপ! তাহার দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে (তাহাতেই আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, এই অভিমান হয়)॥ ৬॥ হে কুন্তীনন্দন! রজোনামক গুণকে অনুরাগের কারণ জ্ঞান কর, ঐ রজোগুণ হইতে অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ এবং প্রাপ্ত বস্তুতে প্রীতিজন্য আসক্তি জন্মে। সেই রজোগুণ দৃষ্টার্থক বা অদৃষ্টার্থক ক্রিয়া সকলেতে আসক্ত করিয়া জীবকে বদ্ধ করে॥ ৭॥ আবরণশক্তিপ্রধান যে প্রকৃতির অংশ, তাহা হইতে তমোগুণ জন্মে, তাহাকে সকল প্রাণির ভ্রান্তিজনক জানিবা। সেই হেতু অনবধানতা ও আলস্য নিদ্রাদি দ্বারা সেই তমোগুণ জীবকে বদ্ধ করে॥ ৮॥ সত্ত্বগুণ জীবকে সুখাভিমুখ, আর রজোগুণ কর্ম্মেতে সংযুক্ত করে। এবং মহৎসঙ্গাদি ও সাধুদিগের উপদেশাদিদ্বারা জন্মে যে জ্ঞান, তমোগুণ তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া অনবধানতা এবং আলস্যাদিতে যুক্ত করে॥ ৯॥ হে অর্জ্জুন! জীবের অদৃষ্টাধীন তমোগুণ এবং রজোগুণকে পরাভব করিয়া সত্ত্বগুণ উদিত হয়, অতএব তাহার কার্য্য যে সুখাদি, জীবকে তাহাতে যুক্ত করে। এই রূপ সত্ত্বকে এবং তমোকে পরাভব করিয়া রজোগুণ প্রাদুর্ভূত হয়, অতএব সে জীবকে আপন কার্য্য তৃষ্ণাদির সহিত যুক্ত করে। আর সত্ত্বকে এবং রজোকে পরাভব করিয়া তমোগুণ প্রকাশ পায়, অতএব তাহার কার্য্য অনবধানতা ও আলস্যাদি সহিত জীবকে যুক্ত করে॥ ১০॥ (এইক্ষণে তিন শ্লোকদ্বারা ঐ গুণত্রয়ের চিহ্ন বলিতেছেন) জীবের ভোগস্থান যে এই দেহ, ইহাতে যখন চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বিষয়জ্ঞান প্রকাশ পায় এবং সুখানুভব হয়, তখন জানিবা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে॥ ১১॥ হে অর্জ্জুন! লোভ (অর্থাৎ ধনাদির আয়ে পুনঃ পুন ইচ্ছার বৃদ্ধি) এবং প্রবৃত্তি (অর্থাৎ সর্ব্বদা কর্ম্ম করণের ইচ্ছা ও মহৎ গৃহাদি নির্ম্মাণাদির উদ্যম) আর অশম (অর্থাৎ ইহা করিয়া পরে ইহা করিব,

স্বামিকৃত টীকা।

অস্মিন্নাত্মনোভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ, জানীয়াৎ। উত শব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তং॥ ১১॥ কিঞ্চ লোভইতি। লোভো-ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনঃপুনর্ব্বর্দ্ধমানাভিলাষঃ। প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা। কর্ম্মণামারম্ভো-মহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ। অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদি-সঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ। স্পৃহা উচ্চাবচেষু

তানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥ অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো-মোহএব চ। তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥ যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥ রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা প্রলীন-স্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥ কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং। রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬ ॥ সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো-লোভএব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো-ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তস্থা মধ্যে গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥ নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধি-গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃত্যু-জরাদুঃখৈ-র্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥ অর্জ্জুনউবাচ। কৈর্লিঙ্গৈ-

স্বামিকৃত টীকা।

দৃষ্টমানেষু বস্তুষু ইতস্ততো-জিঘৃক্ষা। রজসি বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এভির্লিঙ্গৈ-রজোগুণস্য বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ কিঞ্চ অপ্রকাশইতি। অপ্রকাশো-বিবেকভ্রংশঃ। অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ। প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং। মোহো-মিথ্যাভিনিবেশঃ। তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসোবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ যদেতি দ্বাভ্যাং। সত্ত্বে বিবৃদ্ধে সতি যদা জীবোমৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদোত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিন্দন্ত্যুপাসত-ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশ-ময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে, প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥ কিঞ্চ রজসীতি। রজসি বিবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলী-নোমৃতো-মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥ ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্র-ফলহেতুত্বমাহ কর্ম্মণইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশ-বহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজসইতি রাজসস্য কর্ম্মণইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতিত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ। তমসইতি তামসস্য কর্ম্মণইত্যর্থঃ। তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফল-মাহুঃ। সাত্ত্বিকাদি-কর্ম্মফলঞ্চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাষ্টাদশে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ ॥ তত্রৈব হেতুমাহ সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং জায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো-লোভোজায়তে, তস্য চ দুঃখহেতুত্বাৎ পূর্ব্বস্য কর্ম্মণোদুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, অতস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রায়ং ফলং ভবতীতি যুক্তমে-বেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ব প্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, সত্ত্বোৎকর্ষ-তারতম্যাদুত্তরোত্তর-শতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদি-লোকান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি, মনুষ্যলোক-এবোৎপদ্যন্তে,

এই রূপ সংকল্প) এবং স্পৃহা (অর্থাৎ যে বস্তু দৃষ্ট হয় তাহা গ্রহণেচ্ছা) রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে এই সকল হয়॥ ১২॥ হে কুরুনন্দন! বিবেক এবং উদ্যমনাশ ও কর্ত্তব্যবিষয়ে অনুসন্ধানত্যাগ, আর মিথ্যাতে মনোনিবেশ; তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে এই সকল জন্মে॥ ১৩॥ সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধিসময়ে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, সে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপাসকদিগের লোক (অর্থাৎ সুখভোগের যে বিশেষহ স্থান তাহা) প্রাপ্ত হয়॥ ১৪॥ রজোগুণের বৃদ্ধিসময়ে মৃত্যু হইলে মনুষ্যযোনিতে জন্মে। আর তমোগুণ-বৃদ্ধিসময়ে মরিলে মূঢ়যোনিতে (অর্থাৎপশুপ্রভৃতি যোনিতে) উৎপন্ন হয়॥ ১৫॥ সাত্ত্বিক ক্রিয়ার ফল সুখ এবং রাজস ক্রিয়ার ফল দুঃখ ও তামস ক্রিয়ার ফল মূঢ়তা; ইহা কপিলদেব প্রভৃতি কহেন॥১৬॥ (যেহেতু) সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, ও রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অনবধান, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে (অতএব সাত্ত্বিকাদি ক্রিয়ার ফল যাহা পূর্ব্ব শ্লোকে কহিয়াছেন তাহাই হয়)॥ ১৭॥ সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধে-গমন করেন (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের তারতম্য অনুসারে মনুষ্যলোক বা গন্ধর্ব্বলোক, অথবা পিতৃলোক কিম্বা দেবলোক বা সত্যলোকপর্য্যন্ত উত্তম স্থান প্রাপ্ত হয়েন) রজোগুণাবলম্বি ব্যক্তিরা মনুষ্যলোকেই জন্মে, আর ঐ গুণের তারতম্য বশে অধিক দুঃখী বা অল্প দুঃখী হয় এবং তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিরা ঐ তমোগুণের তারতম্যাধীন তামিস্র মহারৌরবাদি নরকগামী হয়॥ ১৮॥ জীব যখন বিবেকী হইয়া দেখিতে পান বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত যে সত্ত্বাদি গুণসকল, তাহারাই কর্ত্তা, অন্য কেহ কর্ত্তা নাই, এবং আত্মা ঐ সকল গুণহইতে পৃথক্ অথচ সাক্ষীস্বরূপ; তখন সেই জীব ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন॥ ১৯॥ দেহাকারে পরিণত যে সত্ত্বাদি গুণত্রয়, আত্মা ঐ সকল গুণসম্বন্ধ রহিত, ইহা জানিলে গুণত্রয়ের কার্য্য জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখাদি রহিত হইয়া জীব পরমানন্দ প্রাপ্ত হন॥ ২০॥ অর্জ্জুন কহিতেছেন।

স্বামিকৃত টীকা।

জঘন্যো-নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তং প্রমাদমোহাদি তত্র স্থিত্বা অধোগচ্ছন্তি, তমোবৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষূৎপদ্যন্তে॥ ১৮॥ তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্ব্যতিরেকেণ মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি। যদা দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো-গুণেভ্যোন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি, অপি তু গুণাএব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি, গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ১৯॥ তত্র গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থোভবতীত্যাহ গুণানিতি। দেহাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতং পরমানন্দং প্রাপ্নোতি॥ ২০॥ গুণানেতানতীত্যামৃতমশ্নুত-ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্বুভুৎসুরর্জ্জুনউবাচ কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মচিহ্নৈর্গুণাতীতো-দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ। কথমাচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ,

স্ত্রীন্ গুণানেতানতীতোভবতি প্রভো। কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥ উদাসীনবদাসীনো-গুণৈর্যোন বিচাল্যতে। গুণা বর্ত্তন্ত-ইত্যেবং যোবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥ সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো-ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥ মানাপমানয়োস্তুল্য-স্তুল্যমিত্রারি-পক্ষয়োঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥ মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়যোগোনাম চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

কথং বর্ত্ততে কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গণানতীত্য বর্ত্ততে তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষ৷" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমেব দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ প্রকাশঞ্চেত্যাদি সপ্তভিস্ত্রৈঃ কেন লক্ষণমাহ প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং মোহঞ্চ তমঃ কার্য্যং। উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যোন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যোন কাঙ্ক্ষতি, গুণাতীতঃ স উচ্যত-ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥ তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার-ইত্যস্যোত্তরমাহ উদাসীনইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাব্যতে অপিতু গুণাএব স্বস্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্ম্মম সম্বন্ধএব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি, (পরস্মৈপদমার্ষং) নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ ॥ অপিচ সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপএব স্থিতঃ। অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরোধীমান্। তুল্যা নিন্দা আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪ ॥ অপিচ মানেতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ, সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য, স এবম্ভূতাচারযুক্তো-গুণাতীতউচ্যতে ॥ ২৫ ॥ কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত-ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি। চ শব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণৈকান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থোভবতি ॥ ২৬ ॥ তত্র হেতুমাহ ব্রহ্মণোহীতি। হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং, যথা ঘনীভূতপ্রকাশএব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য চ মোক্ষস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্য

হে প্রভো! গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি? এবং তাঁহার আচার কি প্রকার? আর কি রূপেই বা তিনি গুণাতীত হয়েন? ॥ ২১ ॥ (দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকদ্বারা অর্জ্জুন এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান্ তাহার উত্তরও করিয়াছেন, তথাপি যে, অর্জ্জুন পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা বিশেষ বোধের কারণ হইবেক, এই বিবেচনায় শ্রীভগবান্ তিন শ্লোকদ্বারা প্রকারান্তরে সেই কথার উত্তর করিতেছেন) সত্ত্বগুণের কার্য্য জ্ঞানাদি, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তিপ্রভৃতি এবং তমোগুণের কার্য্য মোহাদি উপস্থিত হইলে দুঃখবুদ্ধিতে ইহাদিগকে যে দ্বেষ না করে এবং এই সকলের অনুপস্থিতিকালে সুখবুদ্ধিক্রমেও কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহাকেই গুণাতীত বলা যায়। (অর্জ্জুনের প্রথম জিজ্ঞাসার এই উত্তর) ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করে এবং সত্ত্বাদি-গুণকার্য্য সুখ-দুঃখাদি যাহার স্বভাবের অন্যথা করিতে না পারে, আর "গুণ সকল আপন আপন কার্য্য করিতেছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই" যে ব্যক্তি এই প্রকার বিবেক জ্ঞানাবলম্বনে থাকে এবং চঞ্চল না হয় ॥ ২৩ ॥ আর যে ব্যক্তি আপনাকে আত্মস্বরূপ জানিয়া সুখ দুঃখে সম ভাবে থাকে এবং মৃত্তিকার ডেলা, বহুমূল্য প্রস্তর ও সুবর্ণ, এই সকলকে তুল্য জ্ঞান করে, আর যাহার প্রিয় এবং অপ্রিয় তুল্য হয় ও যে ব্যক্তি বিবেকজ্ঞানবিশিষ্ট, আর, স্তুতি-নিন্দায় যাহার সমান বোধ ॥ ২৪ ॥ আর যে ব্যক্তি মানাপমানে এবং শত্রুমিত্রে সমান জ্ঞান করে এবং ইচ্ছাধীন সকল উদ্যম ত্যাগ করিতে পারে; এই সকল আচারযুক্ত ব্যক্তিকে গুণাতীত কহা যায় (ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিদ্বারা কেবল পরমেশ্বরসেবা করে, সেই ব্যক্তি তাবৎ গুণাতীত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। (ইহা তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর) ॥ ২৬ ॥ (যেমন সূর্য্যমণ্ডল কেবল প্রকাশের ঘনতা প্রযুক্ত মূর্ত্তিমান দেখা যায় সেইরূপ) আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। নিত্যের, মুক্তির, সনাতন ধর্ম্মের এবং নিত্যসুখের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ আমিই হই (অতএব আমার একান্ত ভক্ত ব্যক্তি অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্তির যোগ্য) ॥ ২৭ ॥

ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের এই শেষ হইল।

স্বামিকৃত টীকা।

শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ। অতোমৎসেবিমোমদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্‌যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি ॥ ২৭ ॥ তৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসজ্জিত-ভবাম্বুধিং। হ্যুধং তরতি মদ্ভক্ত-ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে ॥ ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং চতুর্দ্দশঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখ-মশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতা যস্য শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥ ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো-ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥ অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ॥ ৪ ॥ তমেব-চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিপ্রসৃতা পুরাণী ॥ ৫ ॥ নির্ম্মাণ-মোহাজিতসঙ্গদোষা-অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ

স্বামিকৃত টীকা।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটং। বৈরাগ্যোপস্করং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশে-ঽদিশৎ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে"—ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমে-কান্তভক্ত্যা ভজতঃ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবোভবতীত্যুক্তং, নচৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা অবি-রক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বং জ্ঞানোপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসার-স্বরূপং বৃক্ষরূপেণ বর্ণয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধেতি। ঊর্দ্ধমুত্তরঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো-মূলং যস্য তং। অধইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়োহিরণ্যগর্ভাদয়োগৃহ্যন্তে, তে তু শাখাইব শাখা যস্য তং। বিনশ্বরত্বেন ন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ। কাঃ প্রাহুঃ, ঊর্দ্ধমূলোঽর্ব্বাক্ শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি, ধর্ম্মাধর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্ব-জীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ সএব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরোব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়া, স চ সংসারবৃক্ষোবিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যঃ, বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ- সেব্যতামাপাদিতশ্চ, ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থ অত এবং বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে ॥ ১ ॥ কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ, সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদি-বৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং, শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধঃশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বরএব ইমানি ত্ববান্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনা-লক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্ম অনুবন্ধি উত্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষ্বপি ভুক্তভোগবাসনাভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকপ্রাপ্তানাং তত্তদনু-রূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারোনান্যেষু লোকেষু অতোমনুষ্যলোক-ইত্যুক্তং ॥ ২ ॥ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য তথা ঊর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে। ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ। ন চাদিরনাদিত্বাৎ। নচ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ, কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে ॥ ৩ ॥ যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরুচ্ছেদ্যো-

(বৈরাগ্যব্যতিরেকে জ্ঞান বা ভক্তি হইতে পারে না, অতএব শ্রীভগবান্ পঞ্চদশাধ্যায়ে বৈরাগ্য কথনপূর্ব্বক জ্ঞানের উপদেশ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ বৃক্ষত্বরূপে উপলক্ষ করিয়া সংসার বর্ণন করিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এই সংসাররূপ বৃক্ষ—অশ্বত্থ, (অর্থাৎ পরদিনপর্য্যন্ত থাকিবেক এমত বিশ্বাসের অযোগ্য) ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট যে পরম পুরুষ, তিনি ইহার মূল এবং তাঁহা হইতে অর্ব্বাচীন যে হিরণ্যগর্ভাদি তাঁহারা ইহার শাখাস্বরূপ; আর ধারাবাহিক ক্রমে পুনঃ পুনঃ হইতেছে অতএব অব্যয় (শ্রুতি সকল ইহা কহিয়াছেন) বেদ সকল ইহার শাখার ন্যায়। (যেমন উত্তপ্ত ব্যক্তিরা শাখাবান বৃক্ষের ছায়াতে শীতল হয়, তদ্রূপ বেদোক্ত ক্রিয়ার ফলাকাঙ্ক্ষায় জীব সকল সংসারবৃক্ষের আশ্রিত) এই সংসাররূপ বৃক্ষকে (অর্থাৎ বেদের এই অর্থ) যে ব্যক্তি জানে, সেই ব্যক্তিই বেদবেত্তা॥ ১॥ সংসারবৃক্ষের শাখাস্বরূপ ব্রহ্মাদি জীব সকলের মধ্যে দেবতাদিরূপে বিস্তৃত সুকৃতীগণ ঊর্দ্ধ শাখা, আর দুষ্কৃতি জীব সকল পশু প্রভৃতি রূপে বিস্তৃত অধঃশাখা-স্বরূপ। সত্ত্বাদি গুণস্বরূপ জলসেচনদ্বারা শাখা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল ইহার পল্লবস্বরূপ। এই বৃক্ষের প্রধান মূল পরমেশ্বর, আর নানা ভোগ-বাসনা-রূপ অবান্তর মূল সকল ঊর্দ্ধে এবং অধোভাগে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতেই মনুষ্যলোকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি জন্মে॥ ২॥ সংসারে স্থিত প্রাণি সকল সংসারবৃক্ষের পূর্ব্বোক্ত রূপের উপলব্ধি করিতে পারে না, আর ইহার অন্ত এবং আদি জানিতেও সক্ষম হয় না এবং ইহা কি রূপে আছে, তাহা জানিতেও যোগ্য নয়॥ ৩॥ অতি বদ্ধমূল এই সংসারবৃক্ষকে অসঙ্গ (অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী এবং আমার পুত্র, আমার গৃহ, ইত্যাকার বুদ্ধিত্যাগরূপ) ও বিচারশস্ত্রদ্বারা মূল হইতে পৃথক্ করিয়া, ঐ মূলের অন্বেষণ করিবেক। সেই মূল প্রাপ্ত হইলে পুনরাগমন করিতে হয় না॥ ৪॥ "যাঁহা হইতে এই সংসারপ্রবৃত্তির বিস্তারতা হইয়াছে, সেই সর্ব্বাদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণাগত হইলাম" এই রূপ একান্ত ভক্তিদ্বারা ঐ পরম বস্তুর অন্বেষণ করিবেক॥ ৫॥ যাঁহারা অহং বুদ্ধি ও মিথ্যা প্রবৃত্তি-রহিত এবং পুত্রাদিতে আসক্তিরূপ

স্বামিকৃত টীকা।

হনর্থকরশ্চ তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং অসঙ্গো-হহং-মমত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা সম্যক্ পৃথক্কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু পরিমার্গিতব্যং অন্বেষ্টব্যং। কীদৃশং? যস্মিন্ গতা-যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়োন নিবর্ত্তন্তে, নাবর্ত্তন্ত—ইত্যর্থ॥ ৪॥ অন্বেষণপ্রকারমেবাহ তমেবেতি। যতএষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা। তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ॥ ৫॥

সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৬ ॥ ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো-ন শশাঙ্কো-ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৭ ॥ মমৈবাংশো-জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৮ ॥ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৯ ॥ শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ। অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ১০ ॥ উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১১ ॥ যতন্তো-যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং। যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো-নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১২ ॥ যদা-

স্বামিকৃত টীকা।

তৎ প্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ নির্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ, অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে। জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপোদোষোযৈস্তে। অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ। বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামোযেভ্যস্তে। সুখদুঃখসংজ্ঞকানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি, তৈর্ব্বিমুক্তা অতএবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্ত-স্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৬ ॥ তদেবং পদমব্যয়ং বিশিনষ্টি ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়োন কিঞ্চ প্রকাশয়ন্তি যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদ্ধামস্বরূপং মম সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গোনিরস্তঃ ॥ ৭ ॥ ত্বদীয়ং ধামপ্রাপ্তাঃ সন্তোযদি ন নিবর্ত্তন্তে তর্হি সতি সংপদ্য বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ-ইত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কোনাম সংসারী-স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ, অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থং। অয়ম্ভাবঃ, সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যাবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো-নতু শুদ্ধে। তদুক্তং "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তী"-ত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি। বিদুষাস্তু শুদ্ধরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥ ৮ ॥ তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি, যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতি, ঈশ্বরোদেহাদীনাং স্বামী তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্যাতি। শরীর সত্যেব ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ, আশয়াৎ স্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৯ ॥ তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্ক্তে ॥ ১০ ॥ ননু

দোষশূন্য ও আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাযুক্ত, আর বিশেষরূপে কামনাতে নিবৃত্ত এবং সুখ--দুঃখের কারণ যে শীত উষ্ণ প্রভৃতি, তৎসহিষ্ণু, আর অজ্ঞানরহিত; তাঁহারা সেই অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়েন॥ ৬॥ সূর্য্য এবং চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশ করিতে পারেন না, আর যাহা প্রাপ্ত হইয়া যোগি সকল পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করেন না, সেই আমার পরম পদ॥ ৭॥ আমারই অংশ অবিদ্যাদ্বারা জীবরূপ হইয়া সর্ব্বদা সংসারিত্বরূপে খ্যাত হয়েন, এবং প্রকৃতিতে লীন যে অন্তঃকরণ, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সংসারভোগার্থ তিনিই জীবলোকে আকর্ষণ করেন। (এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সুষুপ্তি অবস্থায় ও মহাপ্রলয়-সময়ে জীবমাত্র ভগবৎপ্রাপ্ত হইলেও তাহাতে জীব প্রকৃতিযুক্ত পরমেশ্বর প্রাপ্ত হয়েন; এই কারণ অবিদ্যাযুক্ত জীবকে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় কিন্তু জ্ঞানী জীব প্রকৃতিরহিত পরমেশ্বরে লীন হইলে তাঁহার সংসারাশ্রম হয় না॥ ৮॥ শরীরের স্বামী জীব যখন অদৃষ্টাধীন শরীরান্তর প্রাপ্ত হন অথবা শরীরহইতে যান, তখন পূর্ব্বশরীরসত্বেও তাহা হইতে অন্তঃকরণ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলকে লইয়া গমন করেন। যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া বায়ু ধাবমান হয় সেই রূপ॥ ৯॥ কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্ জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দাদি সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন॥ ১০॥ জীব এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করুন বা সেই দেহেই সুখভোগে থাকুন, অথবা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হউন; অজ্ঞান ব্যক্তিরা তাঁহার আলোচনা করে না কিন্তু বিবেকিরা জ্ঞানচক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখেন॥ ১১॥ দেহেতে অবস্থিত যে জীব, শুদ্ধচিত্ত লোকেরা তাঁহার সাক্ষাৎকার করেন কিন্তু অশুদ্ধচিত্তেরা শাস্ত্রাভ্যাসাদিদ্বারা যত্ন করিলেও দেখিতে পায় না॥ ১২॥

স্বামিকৃত টীকা।

কার্য্যকারণসংহতিব্যতিরেকেণৈবন্তু তমাত্মানং সর্ব্বে কিং ন পশ্যন্তি? তত্রাহ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং, তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা, বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা, গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নালোচয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি॥ ১১॥ দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতোবিবেকিষ্বপি কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ যতন্তইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানং দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি। শাস্ত্রাভ্যাসাদিভির্যত্নং কুর্ব্বাণা-অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অতএবাচেতসো-মন্দমতয়-এনং ন পশ্যন্তি॥ ১২॥ তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তৎপ্রাপ্তানাঞ্চ পুনরাবৃত্তিরুক্তা, তত্র সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতং, ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি যদিত্যাদিচতুর্ভিঃ।

দিত্যগতং তেজো-জগদ্ভাসয়তেঽখিলং। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং॥ ১৩॥ গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৪॥ অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥ ১৫॥ সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো-মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো-বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥ ১৬॥ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষরএব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর-উচ্যতে॥ ১৭॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো-লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়-ঈশ্বরঃ॥ ১৮॥ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৯॥ যোমামেবমসম্মূঢ়ো-জানাতি পুরুষোত্তমং। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ২০॥ ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽ-

স্বামিকৃত টীকা।

আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো-বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো-মদীয়মেব জানীহি॥ ১৩॥ কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথ্বীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব চ রসময়ঃ সোমোভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি॥ ১৪॥ কিঞ্চ অহমিতি। বৈশ্বানরো-জঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যান্তঃ প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চূষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং। যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে, পায়সাদি, তদ্ভোজ্যং। যজ্জিহ্বায়াং নিঃক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নিগীর্য্যতে, দ্রবীভূতং গুড়াদি, তল্লেহ্যং। যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চূষ্যমিতি চতুর্ব্বিধস্য ভেদঃ॥ ১৫॥ কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহং, অতশ্চ মত্তএব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি, জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষোভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব বেদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ তৎসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকোজ্ঞানদাগুরুরহমিত্যর্থঃ। বেদার্থবিদপ্যহমেব॥ ১৬॥ ইদানীং তদ্ধাম পরমং মমেতি যদুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং, তদ্দর্শয়তি দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষোনাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটোরাশিঃ শিলারাশিঃ, পর্ব্বতইব একদেশেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনোভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষউচ্যতে বিবেকিভিঃ॥ ১৭॥ যদর্থমেতৌ তদাহ উত্তমইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যোবিলক্ষণস্তূত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি উদাহৃত-উক্তঃ শ্রুতিভিঃ, আত্মত্বেন ক্ষরা-

(এক্ষণে শ্লোকচতুষ্টয়দ্বারা অনন্ত শক্তি কহিতেছেন) সূর্য্যেতে এবং চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে স্থিত ভিন্ন২ তেজ যাহা জগতের প্রকাশক হয়, তাহা আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) তেজ বলিয়া জানিবা ॥ ১৩ ॥ আমি বলদ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগৎকে ধারণ করিয়াছি এবং আমিই রসময় চন্দ্ররূপ হইয়া সকল শস্য বৃদ্ধি করি ॥ ১৪ ॥ আমি প্রাণিদিগের দেহে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রাণ এবং অপান বায়ুদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া জঠরাগ্নিরূপে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক করি ॥ ১৫ ॥ আমি সকল প্রাণির হৃদয়ে অন্তর্যামিত্বরূপে প্রবিষ্ট হই, অতএব আমাহইতেই সকল বিষয়ের স্মৃতি এবং সকল বিষয়জ্ঞান ও ঐ স্মৃতির এবং জ্ঞানের অন্যথা হয়। আর সকল বেদদ্বারা দেবতা রূপে আমিই জ্ঞেয় এবং আমিই গুরু ও বেদার্থবেত্তা হই ॥ ১৬ ॥ লোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন, এক ক্ষর, অন্য অক্ষর। ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত যত শরীর, তাহা ক্ষর, আর কূটস্থ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, যিনি ভোক্তা তিনি অক্ষর হয়েন ॥ ১৭ ॥ এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে যিনি ভিন্ন তিনি উত্তম পুরুষ তাঁহাকেই বেদে পরমাত্মা কহেন, তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, নির্ব্বিকার এবং সকল প্রাণির হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া সকলের পালন করেন ॥ ১৮ ॥ যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত অতএব, জড়বর্গের অতীত, এবং সর্ব্বনিয়ন্তা এই হেতু চেতন সমুদায়ের অতীত হই,; অতএব লোকে এবং বেদে আমাকে পুরুষোত্তম কহেন ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি নিশ্চিত-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া আমাকে উক্ত প্রকার পুরুষোত্তম জানে এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে, সে ঐ ভজনাধীন সর্ব্বজ্ঞ হয় ॥ ২০ ॥ এই যে জ্ঞানোপদেশ কহিলাম, ইহা অতি গোপনীয় এবং ইহা (কেবল বিংশতি শ্লোকমাত্রের নহে) সর্ব্বশাস্ত্রার্থের সংগ্রহ। যে কেহ ইহা জানে

স্বামিকৃত টীকা।

দচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাচ্চ ভোক্তুর্ব্বিলক্ষণইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি যঈশ্বর-ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকারএব সন্ লোকত্রয়হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৮ ॥ এবংভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনোনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি যস্মাদিতি। যস্মাৎ,ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ অতোলোকে বেদে চ পুরুষোত্তমইতি ,প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ। স চায়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তীত্যাদি ॥ ১৯ ॥ এবংভূতেশ্বরজ্ঞাতুঃ ফলমাহ যইতি। এবং নিরুক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো-নিশ্চিতমতিঃ সন্ যোমাং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি, ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞোভবতি ॥ ২০ ॥ অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপ প্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন পুনরেকবিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রং। হে অনঘ! অঘশূন্য! অতএবৈতন্ময়োক্তং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্জ্ঞানী

ময়। এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২১ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি-র্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ-আর্জ্জবং ॥ ১ ॥ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলং ॥ ২ ॥ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ-মদ্রোহো-নাভিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব ॥ ৩ ॥ দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং ॥ ৪ ॥ দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিব-

স্বামিকৃত টীকা।

স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ, যোঽপি কোঽপি, হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি-ভাবঃ ॥ ২১ ॥ সংসারশাখিনং ভিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ। পুরুষোত্তমযোগাখ্যং পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং পঞ্চদশঃ।

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ। মুচ্যন্ত-ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেত্যুক্তং, তত্র কএব তত্ত্বং বুধ্যতে কোবা ন বুধ্যত? ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি, তদুক্তং ভট্টৈঃ— "ভাবোযো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগান্দোলিতোযদা। তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণমিতি" ॥ তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ। তত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিষু প্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা। দানং স্বভোগ্যস্যান্নাদের্যথোচিতসম্বিভাগঃ। দমো-বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। যজ্ঞো-যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাস্যাদিঃ। স্বাধ্যায়ো-ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ। তপ-উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং। আর্জ্জবমবক্রতা ॥ ১ ॥ কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং। সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণং। অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ। ত্যাগ-ঔদাস্যং। শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ। পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং, তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং। ভূতেষু দীনেষু দয়া। অলোলুপত্ত্বং। অবর্ণলোপশ্চার্ষঃ। মার্দ্দবং মৃদুত্বং অক্রূরতা। হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা। অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং ॥ ২ ॥ কিঞ্চ তেজইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং। ক্ষমা পরিভবাদিষুৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ। ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণং। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ। অদ্রোহো-জিঘাংসারাহিত্যং। অভিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভা-

সেই পরম জ্ঞানী এবং কৃতকার্য্য। হে অর্জ্জুন! তুমি নিষ্পাপ, অতএব তুমি যে কৃতকার্য্য হইবে ইহাও কি বলিতে হয়? ॥ ২১ ॥

ব্যাসের কৃত শতসহস্র (অর্থাৎ লক্ষ) শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র, তাহার পঞ্চদশ অধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কৃতকার্য্য হয়েন, এইক্ষণে সেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিনিরূপণার্থ শ্রীভগবান তিন শ্লোকদ্বারা সম্পত্তি-যুক্ত ব্যক্তির মুক্তিতে অধিকার কহিতেছেন) ভয়ের অভাব, চিত্তপ্রসন্নতা, জ্ঞান যোগে নিষ্ঠা, যোগ্য পাত্রে যথোচিত দান, বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি স্বাধ্যায় এবং তপস্যা ও সরলতা ॥ ১ ॥ অহিংসা, পরপীড়া নিবৃত্তি, সত্যকথন, কেহ তাড়না করিলেও তাহার প্রতি ক্রোধবর্জ্জন, সকল বিষয়ে ঔদাস্য, বিষয়বাসনা নিবৃত্তি, পরোক্ষে পরদোষকথন ত্যাগ, দীনগণের প্রতি দয়া, লোভরাহিত্য, অক্রূরতা, কুক্রিয়াপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, ব্যর্থক্রিয়া ত্যাগ ॥ ২ ॥ প্রাগলভ্য ত্যাগ, তিরস্কারকালেও ক্রোধবর্জ্জন, সুখাদি উপস্থিত হইলেও স্থৈর্য্যাবলম্বন, শুচিতা, মারণেচ্ছা এবং আপনাতে পূজ্যজ্ঞান পরিত্যাগ; এই সকল পদার্থ দৈবসম্পত্তি (অর্থাৎ দেবতার যোগ্য সাত্ত্বিক সম্পত্তি) মোক্ষ প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তি এই সকল প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ, ধন-বিদ্যাদি জন্য গর্ব্ব, দর্প, অভিমান (অর্থাৎ আপনাতে পূজ্যজ্ঞান) ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও বিবেচনাভাব, এই ছয় পদার্থ অসুরদিগের সম্পত্তি, এই সকলে বাসনাযুক্ত ব্যক্তির এই সকল হয় ॥৪॥ দৈবী সম্পত্তি মুক্তির কারণ, আর আসুর সম্পত্তি বন্ধের কারণ (ইহা শ্রবণে আমি তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী কি না? এই সন্দেহে অর্জ্জুনকে ব্যাকুল দেখিয়া আশ্বাস

স্বামিকৃত টীকা

বো—নাতিমানিতা। এতান্যভয়াদীনি ষড়্‌বিংশতির্দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ আসুরীং সম্পদমাহ দম্ভইতি। দম্ভো—ধর্ম্মধ্বজিত্বং। দর্পো—ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যোৎ-সুক্যং। অভিমান—উক্তঃ। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বং। অজ্ঞানমবিবেকঃ। আসুরীমিত্যুপলক্ষণং। অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিস্তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪ ॥ এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ দৈবীতি। দৈবী যা সম্পত্তিস্তয়া যুক্তো—মদুপদিষ্টতত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্ত নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা

ঞ্চায়াসুরী মতা। মা শুচ সম্পদং দৈবীমভিজাতোসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥ দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব-আসুর-এব চ। দৈবো-বিস্তরশঃ প্রোক্ত-আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনানবিদু-রাসুরাঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো-ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ অস-ত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং। অপরস্পরসংভূতং কিমন্যৎ কামহে-তুকং ॥ ৮ ॥ এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যু-গ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥ কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ। মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥ চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামপাশ্রিতাঃ। কামোপভোগপ-রমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ-পরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থ মন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥ ইদমদ্য

স্বামিকৃত টীকা।

কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহাদ্ব্যাকুলমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব! মা শুচঃ শোকং মাকা-র্ষীঃ, যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি ॥ ৫ ॥ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে বচনাচ্ছৃণু। আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তং, অতোরাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতা ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত-প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬ ॥ আসুরীং বিস্তরশো-নিরূপয়তি প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ অসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥ ননু বেদোক্তয়োর্ধর্ম্মা-ধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং বিদুঃ? কুতোবা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখ-দুঃখাদি-ব্যবস্থা স্যাৎ। কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতোজগদুৎপত্তিঃ স্যাদতআহ অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তা-দৃশং জগদাহুঃ, বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং "ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো-মুনি-ভণ্ডনিশাচরা" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুর্যস্য তৎস্বাভাবিকং জগ-দ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত-উৎপত্তিং বদন্তীত্যতআহ অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপর-স্পরং, অপরস্পরতো-ঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্ম্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহেতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কামএব প্রবাহরূপেণ হেতু-রস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মা-নো-মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো-দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ; অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে অহিতা বৈরিণোভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি, উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ অপি চ কামমাশ্রি-ত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ

করিতেছেন) হে অর্জ্জুন! তুমি দৈবী সম্পত্তি-যুক্ত, অতএব শোক করিও না॥ ৫॥ ইহলোকে প্রাণিদিগের সৃষ্টি দুই প্রকার হয়, এক দৈবী সম্পত্তিযুক্ত, অপর আসুর সম্পত্তিযুক্ত। ইহার মধ্যে দৈব সম্পত্তিযুক্ত বিস্তারক্রমে কথিত হইল; হে অর্জ্জুন! এইক্ষণে আসুর সম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয় শ্রবণ কর॥ ৬॥ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, এই দুই বিষয় আসুর এবং রাক্ষস-সম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তিরা জানে না, অতএব শুচিতা এবং আচার ও সত্য তাহাদিগের নাই॥ ৭॥ তাহারা জগতের বিষয়ে সৎপ্রমাণ যে বেদাদি, তাহা, এবং সুখ-দুঃখাদি-ব্যবস্থার কারণ যে জগতের ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহাও মানে না, এবং জগতের ব্যবস্থাপক পরমেশ্বর নাই, এই কথা কহে, অতএব শুচিতা এবং আচারাদি বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা অতিক্রম করে, আর কহে "কেবল স্ত্রীপুরুষের কামসম্ভোগে জগৎ হয়; ইহার অন্য কারণ নাই"॥ ৮॥ এই লোকপরম্পরা দর্শন আশ্রয় করিয়া, মলিনচিত্ত দৃষ্টার্থমাত্রপ্রত্যয়ি-হিংস্র-স্বভাব ব্যক্তি সকল শত্রুস্বরূপ হইয়া জগতের ক্ষয়ার্থ উৎপন্ন হয়॥ ৯॥ অত্যন্ত কামনা, যাহাকে পূর্ণ করা যায় না, তাদৃশ কামনাবলম্বন করিয়া, দম্ভ অভিমান এবং গর্ব্বযুক্ত ব্যক্তিরা মদ্য-মাংসাদি অপবিত্র দ্রব্য-স্বীকারাদিরূপ ব্রত ধারণ করে এবং "অমুক মন্ত্রদ্বারা অমুক দেবতার আরাধনা করিলে ধনাদি পাইব" দুর্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত এইরূপ অসৎ জ্ঞানে সেই সকল ক্ষুদ্র দেবতাদির আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়॥ ১০॥ এবং কামনাসিদ্ধিই পরম পুরুষার্থ, এই নিশ্চয়যুক্ত হইয়া মরণকালপর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তাগ্রস্ত থাকে॥ ১১॥ আর শত শত আশারূপ রজ্জুতে বদ্ধ-প্রযুক্ত নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগের নিমিত্ত চৌর্য্যাদিদ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে॥ ১২॥ এবং " অদ্য আমার

স্বামিকৃত টীকা।

প্রবর্ত্তন্তে। কথং?—অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়াম ইত্যাদি দুরবগ্রাহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে। অশুচীনি মদ্যমাংসাদি-বিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে॥ ১০॥ কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়ো-মরণমেবান্তোযস্যাং তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতা নিত্যচিন্তাপরা-ইত্যর্থঃ। কামোপভোগঃ পরমোযেষাং তে। এতাবদিতি কামোপভোগএব পরমঃ পুরুষার্থো-নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত-ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রং—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থইতি, চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষইতি চ"॥ ১১॥ অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতৈর্বদ্ধা-ইতস্তত-আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধৌ পরময়ণমাশ্রয়োযেষাং। কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত-ইচ্ছন্তি॥ ১২॥ তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তি-

ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং। ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং ॥ ১৩ ॥ অসৌ ময়া হতঃ শত্রু-র্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥ আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া। যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য-ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥ অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥ আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকং ॥ ১৭ ॥ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভামাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততোযান্ত্যধমাং গতিং ॥ ২০ ॥ ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ-স্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥ এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ। আচরত্যাত্মনঃ

স্বামিকৃত টীকা।

মাহ ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি মনোরথং মনসঃ প্রিয়ং। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তোনরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৪ ॥ কিঞ্চ আঢ্যইতি। আঢ্যো—ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ, মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি,-ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥ এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু,-অনেকেষু প্রবৃত্তং চিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যাইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ এবং কামভোগেষু প্রসক্তা-অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥ যক্ষ্য-ইতি চ যত্তেষাং মনোরথউক্তঃ স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধানএব, নতু সাত্ত্বিকইত্যভিপ্রায়েণাহ আত্মেতি দ্বাভ্যাং। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, নতু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ, অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ, ধনেন যো-মানোমদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তো-নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, কথং, দম্ভেন নতু শ্রদ্ধয়া ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥ অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তোযজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনোবৃথৈব পীড়া ভবতি তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ-এবাবশিষ্যতইতি প্রদ্বিষন্ত-ইত্যুক্তং।

এই লাভ হইল, আর এই অভীষ্ট লাভ হইবেক, আমার ইহা আছে এবং আমার ইহা হইবেক, আর আমার পুনর্ব্বার ধন আসিবেক ॥ ১৩ ॥ "আমি এই শত্রুকে নষ্ট করিয়াছি, অন্য শত্রুদিগকেও নষ্ট করিব এবং আমি প্রভু, আমি ভোগী, আমি কৃতকার্য্য, আমি বলবান, আমি সুখী ॥ ১৪ ॥ "আমি সম্পত্তিমান, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে? যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা অন্য যজ্ঞকর্ত্তাদিগকে জয় করিব এবং দান করিব, স্তাবকদিগের স্তবদ্বারা হৃষ্ট হইব" এই রূপ অজ্ঞানে মুগ্ধ ব্যক্তিরা ॥ ১৫ ॥ অভীষ্ট অনেক বস্তুতে মনোনিধানপ্রযুক্ত ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া মোহস্বরূপ জালে বদ্ধ হয়, তৎপরে কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে যায় ॥ ১৬ ॥ আর তাহারা আপনারাই আপনারদিগকে পূজ্য জ্ঞান করে, অতএব অনম্রস্বভাব এবং ধনজন্য যে মান ও দর্প, তদ্বিশিষ্ট হয়, আর "অমুকে সোম যাগ এবং বাজপেয় যাগ করিয়াছে" এইরূপ খ্যাতি পাইবার নিমিত্ত অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করে ॥ ১৭ ॥ অহঙ্কার, বল, দর্প ও কাম ক্রোধাদির আশ্রয় হইয়া স্বদেহে এবং পশ্বাদিদেহে জীবরূপে স্থিত আমার হিংসার নিমিত্ত যাগ করে, (অর্থাৎ শ্রদ্ধারহিত যাগ বিফল; তাহাতে আপনার ক্লেশ আর পশুদিগের বিনাশ মাত্র হয়) ॥ ১৮ ॥ আমি সেই সকল ক্রূর এবং হিংসক নরাধম দিগকে সংসারের মধ্যে অতি ঘোর আসুর যে ব্যাঘ্র-সর্পাদিযোনি তাহাতে নিঃক্ষিপ্ত করি ॥ ১৯ ॥ মূঢ় লোকেরা জন্মে জন্মে আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আমাকে পাইবার উপায় প্রাপ্ত না হইয়া তাহা হইতেও অধম কীটাদি-যোনিতে যায় ॥ ২০ ॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন পদার্থ নরকপ্রাপ্তির দ্বার-স্বরূপ, সুতরাং আপনাকে অতি হীনতা প্রাপ্ত করাইবার কারণ হয়, অতএব এই তিনকে অবশ্য পরিত্যাগ করিবেক ॥ ২১ ॥ নরকদ্বারস্বরূপ এই তিন, ইহা

স্বামিকৃত টীকা

অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥ তেষাং কদাচিদপ্যাসুরস্বভাব-প্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানিতি দ্বাভ্যাং। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষজস্রমনবরতং ক্ষিপামি। তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ কিঞ্চ আসুরীমিতি। মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ প্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোপ্যধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তং। শেষং স্পষ্টং ॥ ২০ ॥ উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জনীয়মিত্যাহ ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধোলোভশ্চ, ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং, অতএবা-ত্মনোনাশনং নীচযোনিপ্রাপকং, তস্মাদেতত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥ ত্যাগে চ বিশিষ্টং

শ্রেয়-স্ততোযাতি পরাং গতিং ॥২২॥ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥২৩॥ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতিভেদোনাম-ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনউবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহোরজস্তমঃ ॥১॥ শ্রীভগবানুবাচ। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ফলমাহ এতৈরিতি। তমসোনরকস্য দ্বারভূতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্ব্বিমুক্তোনর-আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি, ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥ কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ যইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতো-যথেষ্টং বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥ ফলিতমাহ তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমকার্য্যঞ্চেত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণং; অতঃ শাস্ত্রবিধিনোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানো-যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি, তস্মাৎ কৃত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

. দেবদৈতেয়সম্পত্তি-সম্বিভাগেন ষোড়শে। তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতং ॥

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং ষোড়শঃ ॥

উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী। ইতি সপ্তদশে গৌণ-শ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতী"ত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারোনাস্তীত্যুক্তং; তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ যইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে, তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, নচাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধেতি যজন্তে, সাত্ত্বিক্যাদেবানিত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ, অতোনাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনোগৃহ্যন্তে, অপিতু ক্লেশবুদ্ধ্যা, আলস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থঃ। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তোযজন্তে, তেষান্তু কা নিষ্ঠা কা স্থিতিঃ ক আশয়ঃ? তামের

যাতে বিমুক্ত ব্যক্তি তপস্যাদি করে, তৎপ্রযুক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি বেদবিহিত স্বধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টাচরণে যায়, সে তত্ত্বজ্ঞান পায় না, অতএব শান্তও হয় না, সুতরাং শান্তির অভাবে মোক্ষ পাইতে পারে না ॥ ২৩ ॥ ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য, এই ব্যবস্থাবিষয়ে তোমার পক্ষে বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদিই প্রমাণ, এ হেতুক বেদোক্ত কর্ম্ম সকল জানিয়া কর্ম্মাধিকারী তুমি কর্ম্ম করিবার যোগ্য ॥ ২৪ ॥

ব্যাসের কৃত শতসহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র, তাহার ষোড়শাধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(যে ব্যক্তি যথেষ্টাচারী না হইয়াও শাস্ত্রার্থজ্ঞানে যত্ন করে না, অথচ শ্রদ্ধান্বিত হয়; তত্ত্বজ্ঞানে তাহার অধিকার আছে কি না ইহা জানিবার আকাংক্ষায়) অর্জ্জুন কহিতেছেন। যাহারা ক্লেশ বা আলস্যপ্রযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানে অনাদর করিয়া কেবল সদাচারমাত্র-প্রমাণে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাগাদি করে, হে শ্রীকৃষ্ণ! তাহাদের সেই শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিকী বা রাজসী কি তামসী হয়? ॥ ১ ॥ শ্রীভগবান কহিতেছেন। (শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ জ্ঞান হইলে প্রাক্তন সংস্কারের অন্যথা হইয়া কেবল পরমেশ্বরের আরাধনাবিষয়ে যে শ্রদ্ধা জন্মে সেই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা এক প্রকারই হয় কিন্তু) শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে লোকদিগের প্রাক্তন সংস্কারহেতুক সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ (শ্রদ্ধা কেবল সত্ত্ব গুণের কার্য্য কিন্তু সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত হইয়া তিন প্রকার হয়, অতএব শ্রদ্ধাও তিন প্রকার কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! সকলেরই যেমন

স্বামিকৃত টীকা।

বিশেষেণ পৃচ্ছতি—কিং সত্ত্বং আহো-কিং রজঃ অথবা তমইতি? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদি-প্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাত্রিধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্‌যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১ ॥ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজা-বিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব শ্রদ্ধা ভবতি, লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা, স্বভাবমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানং তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেন ভবন্তী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু ইতি। তদুক্তং "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" ইত্যাদিনেতি ॥ ২ ॥ ননু শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং "শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ" ইত্যেতাঃ সত্ত্ববৃত্তয়ইতি, অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো-যোযচ্ছ্রদ্ধঃ সএব সঃ ॥ ৩ ॥ যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥ আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো-ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥ কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥ যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যু-

স্বামিকৃত টীকা।

ষটত-ইত্যাহ সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনোবা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি,তস্মাদয়ং পুরুষোলৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ,শ্রদ্ধাবিকারঃ ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত-ইত্যর্থঃ। তদেবাহ যোযচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য সএব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ। সএব ইতি যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তৎসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্ত-এব ভবতি। যস্তু উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশএব ভবতি। যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশএব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিক-রাজস-তামস-শ্রদ্ধা-ব্যবস্থা, শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাস্তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥ সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি যজন্তইতি। সাত্ত্বিকা-জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সত্ত্বাদিজ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ রাজসতামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাং। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকাএব ভবন্তি। কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ,দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ ; তথা কামোঽভিলাষঃ, রাগ-আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ। তানাসুরনিশ্চয়ান বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ কিঞ্চ কর্ষয়ন্তইতি। শরীরস্থং আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং গ্রামং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্ষয়ন্তো-বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽ-চেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চান্তর্যামিতয়া অন্তঃ শরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্ষয়ন্তোযে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরোনিশ্চয়ো-যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৬ ॥ আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য আহারোঽন্নাদিঃ, স তু যথা যথং ত্রিবিধঃ প্রিয়োভবতি। তথা যজ্ঞ-তপোদানানি ত্রিবিধানি ভবন্তি। তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস-তামসা-

সত্ত্বগুণ থাকে, শ্রদ্ধাও তাদৃশ হয়, আর জীবও শ্রদ্ধাময়, অতএব যিনি পূর্ব্বে যাদৃশ শ্রদ্ধাবান থাকেন,তিনি সেই পূর্ব্বসংস্কারাধীন তাদৃশ শ্রদ্ধাবান হয়েন, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আধিক্য ও অন্যান্য গুণের ন্যূনতা থাকিলে সাত্ত্বিকী এবং রজোগুণ অধিক ও অন্যান্য গুণ অল্প থাকিলে রাজসী, এবং তমঃ অধিক ও সত্ত্বরজের ন্যূনতায় তামসী শ্রদ্ধা জন্মে এবং ব্যক্তিরাও ঐ প্রকার শ্রদ্ধাভেদে তিন প্রকার; কিন্তু শাস্ত্রার্থজ্ঞানজন্য বিবেক জ্ঞান হইলে ঐ প্রাক্তন সংস্কারকে পরাভব করিয়া কেবল সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই হয় ॥ ৩ ॥ (এইক্ষণে কার্য্য দর্শাইয়া সাত্ত্বিকাদি ব্যক্তি দর্শাইতেছেন) সাত্ত্বিকেরা উপাস্য দেবতাদিগের পূজা করেন এবং রাজসগণ যক্ষ এবং রাক্ষসদিগের, আর তামসেরা ভূত এবং প্রেতগণের পূজা করেন ॥ ৪ ॥ এই রাজস এবং তামস দিগের মধ্যে যাহারা অতি মন্দভাগ্য, তাহারা পাষণ্ডাদির সংসর্গাধীন ভগবদাজ্ঞারূপ শাস্ত্রের উল্লংঘন করিয়া দম্ভ, অহঙ্কার, অভিলাষ, আসক্তি এবং আগ্রহযুক্ত হইয়া প্রাণিদিগের ভয়ঙ্কর তপস্যা করে ॥ ৫ ॥ যাহারা শরীরে স্থিত পঞ্চ ভূতকে উপবাসাদিদ্বারা ব্যর্থ ক্ষীণ করে এবং অন্তর্যামিরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত আমাকেও ক্লেশ দেয়, তাহাদিগকে অতি ক্রূরবুদ্ধি জানিবা ॥ ৬ ॥ ঐ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ব্যক্তিদিগের আহার যেমন তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান, ইহাও তিন প্রকার হয়, ইহার বিশেষ কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃপ্রসন্নতা ও রুচি, এই সকলের বৃদ্ধিকর, আরোগ্যজনক ও উৎকৃষ্ট রস ও স্নেহযুক্ত এবং যে দ্রব্যের সারভাগ শরীরে অধিক কাল স্থায়ী হয়, আর যে দ্রব্য সুদৃশ্য, এইরূপ আহার্য্য সামগ্রী, সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয় ॥ ৮ ॥ অতিশয় তিক্ত বা অম্ল অথবা উষ্ণ কিম্বা ঝাল বা রুক্ষ দ্রব্য এবং যে দ্রব্য কিঞ্চিৎ কাল চর্ম্মে থাকিলে চর্ম্ম নষ্ট করে, যেমন সর্ষপাদি; এই সকল সামগ্রী ভক্ষণকালে কষ্টকর এবং পরে মনের গ্লানি ও রোগজনক হয়, ইহাই রাজস ব্যক্তিদিগের প্রিয় ॥ ৯ ॥ যে সকল দ্রব্য পাকের পর অনেক ক্ষণ গত হইলে

স্বামিকৃত টীকা।

হার-যজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য-ইত্যেতদর্থং কথ্যতে।৭। তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ আয়ুরিতিত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবনং, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ। আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনা বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ, তে চ রস্যা রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ, এবংভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥ তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুর্নিম্বাদিঃ,অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতি তীক্ষ্ণো-মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ। অতিকট্বাদয়-আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকহৃদয়সন্তাপাদিঃ, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবি-দৌর্ম্মনস্যং, আময়ো-রোগঃ, এতান্ প্রদদতি প্রয়চ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥ যাতযামমিতি। যাতো-

ষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥ অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো-বিধিদিষ্টো-য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥ অভিসন্ধায়-তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ। ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২ ॥ বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবং। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ-উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ-উচ্যতে ॥ ১৫ ॥ মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো-মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ সৎকার-মানপূজার্থং তপো-দম্ভেন চৈব যৎ। ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥ ১৮ ॥ মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো-যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ১৯ ॥ দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। দেশে কালে

স্বামিকৃত টীকা।

যামঃ প্রহরো-যস্য পক্কস্যৌদনাদেঃ তদ্গতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। গতসারং নিষ্পীড়িতসারং, পূতিদুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কং, উচ্ছিষ্টং অন্যভুক্তাবশিষ্টং, অমেধ্যং অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি-এবংভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ং ॥ ১০ ॥ যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ অফলাকাঙ্ক্ষিভির্বিভিস্ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনাদিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো-যোযজ্ঞ-ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকোযজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে? যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ রাজসং যজ্ঞমাহ অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য য-ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে, দম্ভার্থঞ্চ মহত্ত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥ তামসং যজ্ঞমাহ বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যং অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তৎ মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্ত-দক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩ ॥ তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দেবেত্যাদিত্রিভিঃ। তত্র শারীরমাহ দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদি পূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপউচ্যতে ॥ ১৪ ॥ বাচিকং তপ আহ অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥ মানসং তপআহ মনইতি। মনঃপ্রসাদঃ স্বচ্ছতা। সৌম্যত্বমক্রূরতা। মৌনং মুনের্ভাবোমননমিত্যর্থঃ। আত্মনোবিনিগ্রহো-বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ। ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে মায়ারা-

শীতল হয়, যেমন দুগ্ধাদি, তাহা, এবং যাহার সারভাগ নিঃসৃত হয়, তাহা, আর যাহা দুর্গন্ধযুক্ত বা পর্য্যুষিত অথবা উচ্ছিষ্ট কিম্বা অপবিত্র, সেই সকল দ্রব্য তামস দিগের প্রিয় হয় ।। ১০ ।। শাস্ত্রে অবশ্যকর্ত্তব্য-রূপে যে যজ্ঞ কহিয়াছেন, সেই যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য, এই রূপে মন স্থির করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তিরা যে যজ্ঞ করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ।। ১১ ।। ফলাভিলাষ পূর্ব্বক আপনার মহত্ত্ব প্রকাশার্থ যে যজ্ঞ করে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবা ।। ১২ ।। শাস্ত্রোক্ত বিধান ও মন্ত্ররহিত এবং যথোচিত দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবর্জ্জিত, অথচ যাহার দ্রব্যাদি দেবোদ্দিশ্যে নিবেদিত নাহয়, পণ্ডিতেরা সেই যজ্ঞকে তামস কহেন ।। ১৩ ।। (এইক্ষণে সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার তপস্যা কহিতেছেন) দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, এবং গুরুভিন্ন তত্ত্ববেত্তা, ইঁহাদের পূজা এবং শুচিতা, সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, এই সকলকে শারীরিক তপস্যা কহেন ।। ১৪ ।। যে বাক্য অন্য লোকের ভয়জনক নয়, অথচ সত্য ও প্রিয় এবং পরে উপকার করে, তাহা, আর বেদাভ্যাস, এই সকল তপস্যা বাক্যদ্বারা হয়, অতএব ইহাকে বাঙ্ময় তপস্যা কহেন ।। ১৫ ।। মনের নির্ম্মলত্ব, অক্রূরতা, মৌন অর্থাৎ মননশীলতা, আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়দমন, এবং ব্যবহারে কাপট্যশূন্যতা, এই কয়েক তপস্যা মনোদ্বারা হয়, অতএব ইহাকে মানস তপস্যা কহেন ।। ১৬ ।। কায়-মনোবাক্যদ্বারা কৃত এই যে তিন প্রকার তপস্যা, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্থির মনে ইহা করিলে, ইহাকে সাত্ত্বিক কহেন ।। ১৭ ।। সৎকার, (অর্থাৎ ইনি সাধু এবং তপস্বী ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সম্মান) মান (অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্র গাত্রোত্থানাদি পূর্ব্বকাভ্যর্থনা) এবং পূজা (অর্থাৎ অর্থ লাভাদি) এই সকল প্রাপ্তির নিমিত্ত দম্ভদ্বারা কৃত যে ঐ পূর্ব্বোক্ত তপস্যা, যাহা ক্ষণিক হয়, তাহাকে রাজস কহেন ।। ১৮ ।। কাম্যসিদ্ধি-বাসনায় আত্মাকে ক্লেশ দিয়া, কিম্বা পরের অভিচারাদিকারণ যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস কহেন ।। ১৯ ।। (এইক্ষণে তিন প্রকার দানপ্রসঙ্গ কহিতেছেন) যিনি প্রত্যুপকার

স্বামিকৃত টীকা।

হিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ ।। ১৬ ।। তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপোদর্শিতং, তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যু ক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং ।। ১৭ ।। রাজসমাহ সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ, সাধুরয়মিতি, তাপসোঽয়মিত্যাদি বাক্পূজা, মানং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদি-দৈহিকী পূজা, পূজা অর্থলাভাদি,-এতদর্থং দম্ভেন চ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তং অধ্রুবক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তং ।। ১৮ ।। তামসং তপ-আহ মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে, পরস্যোৎসাদনার্থং, অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং, তত্তামসমুদাহৃতং কথিতং ।। ১৯ ।।

চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥ ২০ ॥ যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥ ২১ ॥ অদেশকালে যদ্দান-মপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥২২॥ ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো-ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥ তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪ ॥ তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥ সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥ যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥ অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং

স্বামিকৃত টীকা।

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে, অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ রাজসং দানমাহ যত্ত্বিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে, পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবংভূতং দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতং ॥ ২১ ॥ তামসং দানমাহ অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদিসময়ে, অপাত্রেভ্যোযদ্দানং দীয়তে; দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি—অসৎকৃতং, পাদপ্রক্ষালনাদি-সৎকারশূন্যং, অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তং—এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥ নম্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো-যজ্ঞাদিপ্রয়াস-ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ ওমিতি। ওঁ তৎ সদিতি ত্রিবিধো-ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোনির্দ্দেশো-নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্রতাবদোমিতি ত্রিবৃৎ্বেত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেরোমিতি ব্রহ্মণোনাম, জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধত্বাদবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণোনাম, পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণোনাম। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশোবিগুণমপি সগুণং কর্ত্তুং সমর্থ-ইত্যাশয়েন স্তৌতি, তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণোনির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা,বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ, সগুণীকৃতা ইতি বা ॥ ২৩ ॥ ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্নোঙ্কারস্য তদেবাহ তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃত্বা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে, সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্ম্মোক্ষাকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারা ফলসংকল্পত্যাগেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ সদ্ভাবইতি দ্বাভ্যাং। সদ্ভাবে অস্তিত্বে, দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে, সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদ-

করণে অসমর্থ অথচ বেদাধ্যয়নাদি সম্পন্ন, এই প্রকার পবিত্র পাত্রকে তীর্থাদি পবিত্র স্থলে, পুণ্যকালে, অবশ্য কর্ত্তব্য এই নিশ্চয় বোধে, দান করিলে, তাহাই সাত্ত্বিক দান হয়॥ ২০॥ কোন কালে প্রত্যুপকার হইবে, এই বোধে, স্বর্গাদি ফলোদ্দেশে ক্লেশপূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহাকে রাজস কহেন॥ ২১। অশুচি স্থলে এবং অশৌচাদি সময়েও অপাত্রে যে দান, আর উত্তম দেশ, কাল, পাত্র পাইয়াও অবজ্ঞা এবং তিরস্কার পূর্ব্বক যে দান, এ উভয়ই তামস দান হয়॥ ২২॥ প্রণব এবং তৎ ও সৎ, এই তিন শব্দ পরমেশ্বরের নামত্রয়স্বরূপ হয়, শিষ্টেরা ইহা কহিয়াছেন। সৃষ্টিসময়ে বিধাতা পরমাত্মার স্মারক এই তিন শব্দ স্মরণ--পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের এবং বেদের ও যজ্ঞ সকলের সৃষ্টি করেন, অতএব ইহাঁরা অতি পবিত্র হয়েন। (এ শ্লোকদ্বারা এই জানাইলেন যে, এই তিন শব্দ উচ্চারণ-দ্বারা পরমাত্মস্মরণপূর্ব্বক যজ্ঞ দানাদি করিলে তাহা সাত্ত্বিক হয়। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের মানস পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিকাদি ক্রিয়ার যে লক্ষণ করিলেন তাহাতে প্রায় তাবৎ কর্ম্মেই রাজস তামসাশঙ্কা হয়;--সে পূর্ব্বপক্ষও ইহাতে নিরস্ত হইল॥ ২৩॥ যেহেতু প্রণব পরমাত্মার স্মারক হয়েন অতএব প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ দান তপস্যাদি ক্রিয়া করিলে ঐ সকল ক্রিয়ার অঙ্গবৈগুণ্য হইলেও ব্রহ্মবাদি দিগের ক্রিয়া চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়॥ ২৪॥ আর পরমাত্মার স্মারক তৎ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোক্ষাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা ফলাকাংক্ষা রহিত হইয়া যজ্ঞ তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া করেন॥ ২৫॥ অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠ এবং এই কর্ম্ম প্রশস্ত, এই সকল অর্থে সৎ শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ২৬॥ যজ্ঞ দান তপস্যার যে তাৎপর্য্য তাহাকে এবং যে কর্ম্মের ফল পরমাত্মপ্রাপ্তি তাহার সিদ্ধ্যর্থে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাকেও সৎ শব্দবাচ্য কহেন। যে হেতু পরমাত্মার স্মারক এই তিন শব্দ অতি প্রশস্ত অতএব সকল কর্ম্মকে সাত্ত্বিক করিবার নিমিত্ত এই তিন শব্দের উচ্চারণ কর্ত্তব্য॥ ২৭॥ অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে হোম, বা দান অথবা তপস্যা, কিম্বা যে কোন

স্বামিকৃত টীকা।

ত্তস্য পুত্রাদি-শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদি-কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দোযুজ্যতে, সজ্জন্তুইতি॥ ২৬॥ কিঞ্চ যজ্ঞইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং সএব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম-পুজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপযজ্ঞমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া তৎসি-দ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে, উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং, তৎ কর্ম্ম তদর্থীয়ং তচ্ছাতিব্যব-হিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গু-ণ্যার্থং কীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে বিধেয়ং স্তুয়তে বহুভিন্যায়াৎ। অপরে তু প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিরিত্যাদি বর্ত্ত-মানোপদেশঃ সমিধোযজতীত্যাদিবদ্বিধিত্বয়া পরিগণনীয়-ইত্যাহুস্তম, সদ্ভাবে সাধুভাবে চেত্যঃ-দিষু প্রাশস্ত্যার্থত্বাৎ সদসদ্ভবইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী॥ ২৭॥ ইদানীং

কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো-ইহ ॥ ২৮ ॥ ইতি-শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে আচারবিবেক-যোগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনউবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং। ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ! পৃথক্কেশিনিসূদন! ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো-বিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্মপ্রাহুর্ম্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত-সত্তম। ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥ যজ্ঞো-দানং

স্বামিকৃত টীকা।

সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। যতস্তৎ-প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ নোইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮ ॥ রজস্তমোময়ীং কৃত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতং।

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং সপ্তদশঃ।

ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহং। স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥ অত্র চ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যাস্যাস্তে সুখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মে"ত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস-উপদিষ্টস্তথা—"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবানি"ত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টং ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞ-পরমকারুণিকোভাবানুপদিশেৎ, অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুনউবাচ সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! কেশি-নাম্নো--মহতোহয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তমুখে বামবাহুঃ প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্, অত-এব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনং। সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১ ॥ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কাম্যানামিতি। পুত্রকামো-যজেত, স্বর্গকামোযজেতেত্যাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়োবিদুঃ। সম্যক্ ফলৈঃ সহ কর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসংপণ্ডিতা জানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কামানাং নিত্য-নৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ, নতু স্বরূপতঃ কর্ম্ম-ত্যাগং ॥ ২ ॥ অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থে;-ন কর্ম্মত্যাগ-ইত্যেতদেব-মতান্তর-নিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি-হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণইতি। অস্যায়ং ভাবঃ।— "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি" নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যাহ অগ্নীসোমীয়ং পশুমালভেতে-

কর্ম্ম করে, তাহাকে অসৎ কহা যায়, সে কর্ম্ম অখ্যাতিজনক, এ প্রযুক্ত ইহলোকে এবং বৈগুণ্যপ্রযুক্ত পরলোকে শুভদায়ক হয় না ॥ ২৮ ॥

ব্যাসের কৃত শত সহস্র অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্ম পর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদস্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার সপ্তদশাধ্যায়ের এই শেষ হইল।

(অষ্টাদশাধ্যায় এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, অতএব ইহাতে সন্ন্যাসের এবং ত্যাগের বিশেষ কথনসহিত সমুদায় গীতার অর্থ স্পষ্ট করিয়া কহেন, এই অভিপ্রায়ে) অর্জ্জুন কহিতেছেন। হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! সন্ন্যাসের এবং ত্যাগের যে যথার্থ অর্থ, আমি তাহা স্পষ্ট রূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥১॥ শ্রীভগবান ইহার উত্তর করিতেছেন। যে সকল কর্ম্ম করিলে ফল জন্মে, পণ্ডিতেরা ফলসহিত ঐ সকল কর্ম্ম-পরিত্যাগকে সন্ন্যাস কহেন। আর, নিপুণতম ব্যক্তিরা তাবৎ কর্ম্মের ফল-পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন ॥ ২ ॥ সাংখ্যবাদি পণ্ডিতেরা কহেন যজ্ঞমাত্রেই পশুহিংসা বা জীবনাশ-অন্ততঃ বৃক্ষ বা লতা কিম্বা পত্রাদি ছেদনও আছে, তৎপ্রযুক্ত সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত অতএব তাহা ত্যাজ্য হয়, মীমাংসকেরা কহেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মে হিংসাদি যাহা আছে, তাহা কেবল যজ্ঞের সম্পূর্ণতাজনক; সুতরাং যাগকারির দূষণাবহ নয়, অতএব নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে ॥ ৩ ॥ (কর্ম্মত্যাগবিষয়ে বাদিগণের পরস্পর মতের বিরোধ দেখা যায়, অতএব শ্রীভগবান্ সিদ্ধান্ত কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! এই বিপ্রতিপন্ন কর্ম্মত্যাগবিষয়ে আমার বাক্য হইতে নিশ্চয় শ্রবণ কর। হে পুরুষপ্রধান! সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভেদে সেই ত্যাগ তিন প্রকার কথিত হইয়াছে ॥৪॥ যজ্ঞ দান ও তপস্যা, বিবেকিদিগের চিত্ত-

স্বামিকৃত টীকা।

ত্যাদি প্রাকরণিকোবিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ, অতো-ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষ-ন্যায়াগোচরত্বাৎ দ্রব্যসাধ্যেষু সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তইতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ। ক্রত্বর্থাপি সতী হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা, সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি বিধির্ব্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে, তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেশত্বা। নত্বেবং নিষেধো-নিষেধ্যস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষকত্বাৎ, অন্যথা প্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বং, অতোনিত্যং যজ্ঞাদিকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি ॥ ৩ ॥ এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মা মংস্থা ইত্যাহ হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোহি দুর্ব্বোধঃ, হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যঞ্চ "নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্ম" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥ প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাং। মনীষিণাং বিবে-

তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥ ৫ ॥ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥ ৬ ॥ নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো-নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥ ৯ ॥ ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে। ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো-মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥ অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

কিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকারণানি ॥ ৫ ॥ যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎ প্রকারং দর্শয়ন্নাহ এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তমেতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি। কথং?—সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাধীনতয়া কর্ত্তব্যানি ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি মে মতং নিশ্চিতং, অতএবোত্তমং ॥ ৬ ॥ প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসোযুক্তঃ, নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো-নোপপদ্যতে, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ, অতস্তস্য পরিত্যাগ-উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ রাজসং ত্যাগমাহ দুঃখমিতি। অকর্ত্রাত্মবিবেকং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়াম্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি-যত্তাদৃশস্ত্যাগোরাজসোদুঃখস্য, রাজসত্বাৎ। অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত-ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিত্যেব বুদ্ধ্যা নিয়তমবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত-ইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥ ৯ ॥ এবংভূত-সাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন ব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ, মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ যত্র পরপরিভবাদি-মহদপি দুঃখং সহ্যতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজ্যতে তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো-মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসা পরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০ ॥ নন্বেবংভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্বরং কর্ম্মত্যাগ-এব-সতি কর্ম্মবিশেষাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সংপদ্যতে তত্রাহ নহীতি। দেহভৃতা দেহাভিমানবতা বিশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যং। তদুক্তং,নহি কশ্চিৎ ক্ষণ-

শুদ্ধিজনক হয়, অতএব যজ্ঞ দান তপস্যা পরিত্যাগ করিবেক না॥ ৫ ॥ এই সকল পবিত্রতাজনক কর্ম্মেতে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাংক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করিবে; ইহাই আমার নিশ্চিত মত। হে অর্জ্জুন! এই মতই উত্তম॥ ৬॥ (কাম্য কর্ম্ম সংসারবন্ধনের কারণ, অতএব তাহা ত্যাগ যুক্তিসিদ্ধ কিন্তু) নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ উচিত নহে (যেহেতু চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তাহা মুক্তির কারণ হয়) অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে নিত্যকর্ম্মত্যাগ, তাহাকে তামস ত্যাগ কহেন॥ ৭॥ কর্ম্ম করণে দুঃখ হয় এই জ্ঞানে, শারীরিক ক্লেশভয়ে যে কর্ম্মত্যাগ, সে রাজস ত্যাগ, তাহা করিলে কর্ম্মত্যাগের ফল জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না॥ ৮॥ হে ধনঞ্জয়! 'এ কর্ম্ম করিতেই হয়' এই বুদ্ধিক্রমে অবশ্যকর্ত্তব্য যে কর্ম্ম, তাহা করিবে, অথচ তাহাতে আপনার কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিলাষ রাখিবেক না। এই ত্যাগ সাত্ত্বিক হয়॥ ৯॥ সাত্ত্বিক ত্যাগি ব্যক্তি মেধাবী (অর্থাৎ পরকৃত অপমানও সহ্য করিতে পারেন) এবং স্বর্গাদি সুখের আকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করেন, আর মিথ্যা জ্ঞানজন্য শারীরিক সুখেচ্ছা এবং দুঃখ পরিহরণেচ্ছা তাহাঁর থাকে না, অতএব সে ব্যক্তি শীতকালে প্রাতঃস্নানাদির ন্যায় দুঃখদায়ক যে কর্ম্ম,তাহার দ্বেষ করেন না, এবং গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নস্নানাদির ন্যায় প্রীতিজনক কর্ম্মেতেও তিনি প্রীত হয়েন না॥ ১০॥ (ফলত্যাগাপেক্ষা কর্ম্মত্যাগ উত্তম, যেহেতু কর্ম্মত্যাগ করিলে কেবল জ্ঞাননিষ্ঠাজন্য সুখ হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ কহিতেছেন) শরীরাভিমানি ব্যক্তিরা একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, অতএব যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফলত্যাগী, তাহাকেই ত্যাগী কহেন॥ ১১॥ কর্ম্মের ফল তিন প্রকার, যথা—নারকিত্ব, দেবত্ব, আর পাপ-পুণ্য-মিশ্রিত মনুষ্যত্ব। সকাম ব্যক্তিরা পরলোকে এই সকল ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কর্ম্মফল পরিত্যাগিদিগের কদাপি ইহা ভোগ করিতে হয় না॥ ১২॥ পরমাত্মনির্ণায়ক শাস্ত্রে এবং বেদান্তসিদ্ধান্তে

স্বামিকৃত টীকা।

মপি শক্যন্তু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃদিত্যাদিনা। তস্মাদ্‌যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব কর্ম্মফলত্যাগী সএব ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১ ॥ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বং, ইষ্টং দেবত্বং, এবং ত্রিবিধং পাপস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণোযৎ ফলং প্রসিদ্ধং তৎসর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি, তেষাং ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ নতু সংন্যাসিনাং কচিদপীতি। সংন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনোগৃহ্যন্তে; "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্মকরোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী" চেত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগেষু সন্ন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাভাবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২ ॥ ননু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য

পঞ্চৈমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে। সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ১৩ ॥ অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং ॥ ১৪ ॥ শরীর-বাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্মপ্রারভতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈবং সতি কর্ত্তার-মাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥ যস্য নাহংকৃতো-ভাবো-বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্ম চোদনা। করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

সঙ্গত্যাগিনো-নিরহঙ্কারস্য কর্ম্মলেপোনাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে ইমানি পঞ্চ কারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমাহ—সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাঙ্খ্যং, তস্মিন্ কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তির্যস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ তান্যেবাহ এবংভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্ত্তা চিৎ, চিদগ্রন্থিরহঙ্কারঃ, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং, করণং চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ, অত্র এতেষ্বেব পঞ্চমং দৈবং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদি-সর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা ॥ ১৪ ॥ এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ আরভ্যমানং কর্ম্ম ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব্যমিতি শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তং, শারীরং বাচিকং মানসিকঞ্চেতি ত্রিবিধকর্ম্মপ্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ কিমত আহ তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব-ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্দুর্ম্মতিরসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥ কুতস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপোনাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহঙ্কর্ত্তেত্যেবংভূতো-ভাবোঽভিপ্রায়ো-যস্য নাস্তি, যদ্বা, অহঙ্কারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো-যস্য নাস্তি, শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ। অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে স এবংভূতো-দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনোলোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং প্রাপ্নোতি কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য বন্ধাশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং। "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি" ॥ ১৭ ॥ হত্বাপি ন নিবধ্যত-ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্যাত্মন স্তৎসম্বন্ধোনাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্ম-

সকল কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত এই যে পাঁচ কারণ কহিয়াছেন; হে মহাবাহো! তাহা কহিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণাধীন অবধারণ কর ॥ ১৩ ॥ (সে পাঁচ কারণ এই) শরীর,এবং কর্ত্তা (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান) ও চক্ষুঃ--কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ; আর, প্রাণ প্রভৃতির ক্রিয়া এবং সকলের অধিষ্ঠাতা সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা, এই পাঁচ কারণ ॥১৪॥ শরীরদ্বারা বা বাক্যদ্বারা,অথবা মনোদ্বারা লোক সকল যে সৎ বা অসৎ কর্ম্মই করুন; এই পাঁচ তাবৎ কর্ম্মের হেতু হয় ॥ ১৫ ॥ সকল কর্ম্মের হেতু এই পাঁচ বর্ত্তমানেও যে ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত কেবল আপনাকে কর্ম্মকারক জ্ঞান করে; সে সম্যগদর্শী নহে ॥ ১৬ ॥ কর্ম্মকর্ত্তা আমি, এরূপ অভিমান যে ব্যক্তির নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত না হয়, এই সকল প্রাণীকে নষ্ট করিয়াও সে কর্ম্মফলে আবদ্ধ হয় না ॥ ১৭ ॥ এই কর্ম্মদ্বারা আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবেক—এই জ্ঞান, ও জ্ঞেয় (অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধিজনক কর্ম্ম) এবং পরিজ্ঞাতা (অর্থাৎ ঐ উভয় জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি) এই তিন কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ। আর কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, এবং অভীষ্ট কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিন প্রাধান্যরূপে ক্রিয়ানিষ্পাদক ॥ ১৮ ॥ পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত জ্ঞান এবং কর্ম্ম ও কর্ত্তা, ইহারা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥ (জ্ঞান এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তা, ইহারা সত্ত্বাদি গুণের কার্য্য। আত্মা নির্গুণ,অতএব ইহাদের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই তৎপ্রযুক্ত আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা নহেন। আর গুণ যে সংসারের কারণ, তাহা চতুর্দ্দশাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে এবং রাজস-তামস-স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিক স্বভাববিশিষ্ট

স্বামিকৃত টীকা

চোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ। জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং। কর্ম্ম-পরিজ্ঞাতা এতজ্জ্ঞানাশ্রয়ঃ। এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা; চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽনয়েতি চোদনা, জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। তথা করণং সাধকতমং, কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমং, কর্ত্তা ক্রিয়ানিবর্ত্তকঃ, কর্ম্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ, করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয়-ইত্যর্থঃ। সংপ্রদানাদি-কারকত্রয়ন্তু পরম্পরাক্রিয়ানিবর্ত্তকমেব কেবলং, নতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ, অতঃ করণং ॥ ১৮ ॥ ততঃ কিমত আহ জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যে-বকারো—গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ম্মাদিপ্রতিষেধার্থঃ। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারোনিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে—যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকঃ স্বভাবঃ সম্পাদনীয়ইত্যুক্তং; ইহ তু ক্রিয়া-কারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত—ইতি বিশেষোঽজ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র জ্ঞানস্য

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥ ২০ ॥ পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥ ২১ ॥ যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং। অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥ নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং। অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥ অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং। মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥ রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ বুদ্ধের্ভেদং ধৃতে-

স্বামিকৃত টীকা।

সাত্ত্বিকাদি-ত্রৈবিধ্যমাহ সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু পরস্পরব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতং একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মকং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি তজ্‌জ্ঞানং সাত্ত্বিকং ॥ ২০ ॥ রাজসং জ্ঞানমাহ পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তজ্‌জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু নানা ভাবান্ বস্তুতএকানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখী-দুঃখীত্যাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তজ্‌জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১ ॥ তামসং জ্ঞানমাহ যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তং অহৈতুকং নিরুপপত্তিকং অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থালম্বনশূন্যং অতএবাল্পং তুচ্ছং অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ যদেবম্ভূতং জ্ঞানং, তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥ ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যত্বেন বিহিতং সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যং অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম্মকামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা "মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং" নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে, তচ্চ পুনর্ব্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং; তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥ অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত-ইত্যনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাবিশুভাশুভং, ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্যাপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্মারভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২৫ ॥ কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ মুক্তসঙ্গ ইতি। মুক্তসঙ্গ-স্ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতির্ধৈর্য্যং, উৎসাহ-উ-

হইবেক, ইহাও সপ্তদশাধ্যায়ে বলা গিয়াছে ; এস্থলে ক্রিয়ার এবং ক্রিয়ানিষ্পাদকের ও ক্রিয়াফলাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, ইহা জানাইবার কারণ ঐ ক্রিয়াদির ত্রিগুণাত্মকতা কহিতেছেন) ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ শরীর সকলে অবস্থিত অক্ষয় নির্ব্বিকার পরমাত্মা এক ; যে জ্ঞানদ্বারা ইহা জানা যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে ॥ ২০ ॥ "এই সংসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে কেহ সুখী কেহ দুঃখী, ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ২ অনেক প্রকার জীব আছে" এই রূপ ভেদজ্ঞানকে রাজস বলিয়া জান। ২১। আর "প্রতিমা প্রভৃতি এক এক পদার্থে সম্পূর্ণ রূপে পরমেশ্বর আছেন, অতএব ইনিই পরমেশ্বর" এই রূপ নিশ্চয়যুক্ত, অথচ অবাস্তবিক এবং অযৌক্তিক তুচ্ছ যে জ্ঞান, সে তামস জ্ঞান ।। ২২।। কর্ত্তৃত্বাভিমান-রহিতভাবে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ এবং শত্রুর প্রতি দ্বেষ ব্যতিরেকেও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিক কহেন।। ২৩।। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক অহংকারযুক্ত হইয়া অতিশয় আয়াসে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম কহেন।। ২৪ ।। পরে শুভ হইবেক, ইহা, এবং বিত্তনাশ, পরহিংসা ও আপন সামর্থ্য, এই সকল বিবেচনা ব্যতিরেকে কেবল অজ্ঞানপ্রযুক্ত যে কর্ম্মারম্ভ করে, তাহাকে তামস কর্ম্ম কহেন ।। ২৫ ।। কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য এবং অহঙ্কার বাক্য ও কর্ম্ম-সিদ্ধিতে হর্ষ এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ-রহিত, অথচ ধৈর্য্য এবং উদ্যমযুক্ত যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহাকে সাত্ত্বিক কহেন ॥ ২৬ ।। পুত্রাদিতে স্নেহযুক্ত এবং কর্ম্মফলাভিলাষী ও পরদ্রব্যে লোভাসক্ত আর হিংস্র স্বভাব এবং শাস্ত্রোক্ত শুচিতা-রহিত ও লাভে হর্ষ এবং অলাভে বিষাদযুক্ত যে কর্ত্তা, তাহাকে রাজস কর্ত্তা কহেন ।। ২৭ ।। অমনোযোগী, বিবেচনা-শূন্য, পরাপমানকারী এবং আলস্য ও বিষাদযুক্ত, আর দীর্ঘসূত্রী যে কর্ত্তা, তাহাকে তামস কহেন ।। ২৮ ।। হে অর্জ্জুন ! সত্ত্বাদি গুণভেদে বুদ্ধি এবং তাহার ধারণাশক্তি

স্বামিকৃত টীকা।

দ্যম-স্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ, আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারো-হর্ষবিষাদশূন্যঃ, স-এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক-উচ্যতে ।। ২৬ ।। রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান্ কর্ম্মফল-প্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকোমারকস্বভাবঃ, অশুচির্বিহিতশৌচ-শূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ ।। ২৭ ।। অযুক্তইতি। অযু-ক্তোঽনবহিতঃ প্রাকৃতবিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈকৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী, এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতৃরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং, কর্ম্ম-ত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং, বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যেন চ করণস্যাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি ।। ২৮ ।। ইদানীং জ্ঞাতব্যং বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ

শ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু। প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥ যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ। অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥ অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥ ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥ যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন। প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥ যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥ সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিযচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥ যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্ত-মাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং ॥ ৩৭ ॥ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রে-ঽমৃতোপমং। পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

॥ ২৯ ॥ তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিমধর্ম্মে যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ ভয়াভয়ে [কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি—বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০ ॥ যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদাত্মনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ ॥ অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানন্তু তদ্বৃত্তিঃ ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব ॥ ৩২ ॥ ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্রেণ হেতুনাব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥ রাজসীং ধৃতিমাহ যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি তৎপ্রসঙ্গেন তৎফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি, সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥ তামসীং ধৃতিমাহ যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্ম্মেধঃ পুরুষো—যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন ন বিমুঞ্চতি পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি, (স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা) সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥ সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে সুখন্ত্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদ্রমতে নতু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং যচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশীং, যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং

যে তিন প্রকার হয়, এই ক্ষণে তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ যে স্থলে বা কালে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তি হয়, এবং সৎ কর্ম্মের ফল প্রয়োজনসিদ্ধি এবং অসৎ কর্ম্মের ফল অনর্থ, আর কি প্রকারে সংসারবন্ধন হয় এবং কি প্রকারে মুক্তি পায় যে বুদ্ধি-দ্বারা এই সকল জানা যায় (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান যাহাদ্বারা হয়) সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥ যাহাদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কার্য্যাকার্য্য-বিষয়ে সন্দেহজ্ঞান হয় (অর্থাৎ সন্দেহের কারণ যে বুদ্ধি) সেই রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১ ॥ তমোগুণে আবৃতপ্রযুক্ত যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করায় এবং সকল বিষয়েতেই বিপরীত জ্ঞানের কারণ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকে তামসী কহেন ॥ ৩২ ॥ চিত্তের একাগ্রতা প্রযুক্ত যে মেধা পরমেশ্বরাতিরিক্ত বিষয়কে গ্রহণ না করিয়া একাগ্র-ভাবে মনের ও প্রাণের এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে মন-প্রাণাদির বিষয়ে প্রেরণ করে, তাহাকেই সাত্ত্বিকী মেধা কহেন ॥ ৩৩ ॥ হে অর্জ্জুন! যে মেধা ধর্ম্ম এবং অর্থ ও কামকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ধারণ করে এবং ধর্ম্ম কাম অর্থের সংসর্গবশাৎ ব্যক্তিকে ফলাকাঙ্ক্ষী করায়; সেই মেধা রাজসী ॥ ৩৪ ॥ অবিবেচক ব্যক্তি যে মেধাপ্রযুক্ত নিদ্রা ভয় শোক বিষণ্ণতা এবং মত্ততা ত্যাগ করিতে না পারে, সেই মেধাকে তামসী কহি ॥৩৫॥ হে ভরতশ্রেষ্ঠ! গুণভেদে সুখও তিন প্রকার হয়; এইক্ষণে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। ৩৬॥ বিষয় সুখের ন্যায় হঠাৎ প্রীতিজনক নহে, অথচ অভ্যাসা-ধীন রমণযোগ্য হয় এবং যে সুখে রত হইলে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ বিনাশ পায়, এবং যে সুখ প্রথমে মন প্রভৃতিকে দমন করণে দুঃখজনকের ন্যায় হয় কিন্তু পরিণামে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযত হইলে) অমৃতের কর্ম্ম করে; সেই সুখ সাত্ত্বিক। তাহা পরমা-ত্মাবিষয়ে নির্ম্মল বুদ্ধিপ্রসাদে জন্মে; যোগিরা ইহা কহিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ বিষয়েতে ইন্দ্রিয়সংযোগাধীন হয় যেস্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ, যাহা প্রথমে প্রীতিজনক এবং পরি-ণামে (অর্থাৎ তাহার পর ইহলোকে এবং পরলোকে) দুঃখদায়কপ্রযুক্ত বিষতুল্য, তাহাকে রাজস সুখ কহেন ॥৩৮॥ কেবল মনের গ্রাহ্য সুখ, যাহা নিদ্রা এবং আলস্য ও

স্বামিকৃত টীকা।

বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে ত্বমৃতসদৃশং আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধি-স্তস্যাঃ প্রসাদো-রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততোজাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ রাজসং সুখমাহ বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখং অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি, অগ্রে প্রথমং পরিণামে চ বিষতুল্যং, ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎসুখং রাজসং স্মৃতং ॥ ৩৮ ॥ তামসং সুখমাহ যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনোমোহকরং, তদেবাত্র

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ৩৯ ॥ ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥ শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪২ ॥ শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥ কৃষিগৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজং। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং ॥ ৪৪ ॥ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥ যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পর-

স্বামিকৃত টীকা।

নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ৩৯ ॥ অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন তদিতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসংভবৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ম্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ ননু যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেত্যাদি-যাবৎ-সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি, প্রকর্ষেণ বিভাগতোবিহিতানি। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তমোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজোপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১ ॥ তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো—বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তং শরীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ; এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ধৃতির্ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং অপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যং, ঈশ্বরভাবো—নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গাঃ রক্ষতীতি

কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিশ্চয়শূন্যতা হইতে জাত এবং পরেও আত্মার মোহজনক হয়, তাহাকে তামস সুখ কহেন।। ৩৯।। প্রকৃতি হইতে জাত যে এই সত্ত্বাদি গুণ, ইহাতে রহিত কোন প্রাণী, বা পৃথিবীতে মনুষ্যাদির মধ্যে এবং স্বর্গে দেবতা প্রভৃতির মধ্যে অন্য কিছুই নাই।। ৪০।। (যদ্যপি সকল প্রাণী ত্রিগুণময়, তবে কি প্রকারে তাহাদিগের মুক্তি হয়? এই আশঙ্কাপ্রযুক্ত সকল গীতার্থের সার কথনমানসে প্রকরণান্তর কহিতেছেন) অদৃষ্টবশতঃ প্রাদুর্ভূত যে সত্ত্ব, বা রজঃ, অথবা তমোগুণ, তাহার অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বিভাগক্রমে, অর্থাৎ যাহার প্রতি যাহা উচিত হয় বেদে সেই রূপ কহিয়াছেন।। ৪১।। সত্ত্বগুণপ্রধান—ব্রাহ্মণ, অতএব বিষয়াভিলাষ ত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়দমন ও তপস্যা আর শুচিতা এবং ক্ষমা ও সরলতাপ্রকাশ, আর শাস্ত্রীয় জ্ঞানাভ্যাস এবং অনুভব ও আস্তিকতা করণ. এই সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।। ৪২।। ক্ষত্রিয়ের সত্ত্বগুণমিশ্রিত রজোগুণের বাহুল্যপ্রযুক্ত পরাক্রম এবং প্রগলভতা ও ধৈর্য্যধারণ; নিপুণতা এবং যুদ্ধে বিমুখতা পরিত্যাগ ও উদারতাপ্রকাশ, আর শাসনকরণ; এই সকল ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম।। ৪৩।। বৈশ্যদিগের তমোগুণমিশ্রিত রজোগুণাধিক্য, তৎপ্রযুক্ত কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম। আর শূদ্রদিগের রজোগুণমিশ্রিত তমোগুণাধিক্যহেতুক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-সেবারূপ কর্ম্ম স্বাভাবিক হয়।। ৪৪।। আপন আপন বর্ণের প্রতি বিহিত যে সকল কর্ম্ম, তাহাতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি জ্ঞানপ্রাপ্তির যোগ্য।। ৪৫।। স্বজাতিবিহিত জাত্যুক্ত কর্ম্মদ্বারা যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয় তাহা শ্রবণ কর;—সর্ব্বান্তর্যামী যে পরমেশ্বর হইতে প্রাণিদিগের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি জন্মে, স্বজাতিবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়।। ৪৬।। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যে পর ধর্ম্ম, তদপেক্ষা অপকৃষ্ট

স্বামিকৃত টীকা।

গোরক্ষস্তস্য ভাবো-গোরক্ষ্যং, পশুপালনমিত্যর্থঃ।, বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদিএতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বাভাবিকং কর্ম্ম।। ৪৪।। এবংভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে।। ৪৫।। কর্ম্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ স্বকর্ম্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে, তং প্রকারং শৃণু। তমেবাহ যতইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি, যেনাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং, তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণাঽভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ।। ৪৬।। স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্যুদ্ধাদি-স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদি-পরধর্ম্মঃ

ধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ৪৭ ॥ সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥ অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ সিদ্ধিং প্রাপ্তো-যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥ বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো-নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো-ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ৫৪ ॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং

স্বামিকৃত টীকা।

শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যং, যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥ যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ; হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভাদৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেন চিদাবৃতা ব্যাপ্তা-এব। সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ, অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃ-শীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব শুদ্ধয়ে সেব্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ নন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহরণেন গুণাংশ এব সংপদ্যতে? ইত্যপেক্ষায়ামাহ অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ, বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়া যস্মাৎ, স এবংভূতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব। স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমত-ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মাসক্তিফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সন্ন্যাসেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব, কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ, তদুক্তং, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি, যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন। তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশীত্যেবং লক্ষণাং পারমহংস্যচর্য্যামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥ এবম্ভূতস্য পারমহংস্যজ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি যড্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদেবাহ বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত

হইলেও স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু স্বজাতীয় স্বভাবপ্রাপ্ত যে কর্ম্ম, তাহা করিলে পাপ হয় না। ৪৭। হে অর্জ্জুন! স্বজাতীয় নিয়মপ্রাপ্ত যে কর্ম্ম, তাহাতে দোষ থাকিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না, যেহেতুক কর্ম্মমাত্রই দোষাবৃত, যেমন অগ্নি সহজ ধুম দ্বারা আবৃত থাকে সেই রূপ। (অতএব তাহার দোষাংশ ত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক)।। ৪৮।। কর্ম্মেতে আসক্তি, কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা এই সকল কর্ম্মের দোষাংশ, ইহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিরূপ যে সিদ্ধি (অর্থাৎ পরম হংসের ধর্ম্ম) তাহা প্রাপ্ত হয় ।। ৪৯ ।। পরম হংস-ধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা যে প্রকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ সাধনাত্মক জ্ঞানের পর্য্যবসান হয়) তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর ।। ৫০ ।। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ম্মল বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিকী মেধা দ্বারা সেই বুদ্ধি নিশ্চল করিয়া শব্দাদি সকল বিষয়কে এবং তদ্বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাকে নিরাশ পূর্ব্বক ।। ৫১ ।। শুচি স্থানে স্থিতি এবং লঘু আহার ও কায়মনোবাক্যের সংযম করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মস্পর্শে রত এবং অতি দৃঢ় বৈরাগ্যযুক্ত হইবেক ।। ৫২ ।। আমি বৈরাগ্যযুক্ত, এই রূপ অহঙ্কার এবং নিন্দিত বিষয়ের আদর ও যোগবলদ্বারা কুপথে প্রবৃত্তি, আর অদৃষ্টাধীন কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে অভিলাষ, এবং ক্রোধ আর ঐ বস্তু স্বীকার, এই সকলকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া, হঠাৎ কোন বস্তু প্রাপ্ত হইলে "সে বস্তু আমার" এ জ্ঞান রহিত হইলে পরম শান্তি (অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির উপশম) প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান তাহা প্রাপ্তির যোগ্য হয় ।। ৫৩।। ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ সুপ্রসন্ন হয়, তৎপ্রযুক্ত তিনি বিনষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, আর সকল প্রাণির প্রতি সমান ভাবযুক্ত হইয়া সকল প্রাণিতে পরমেশ্বর জ্ঞানরূপ যে পরম ভক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়েন ।। ৫৪ ।। ঐ ভক্তিদ্বারা সর্ব্বব্যাপক এবং সচ্চিদানন্দরূপ আমাকে

স্বামিকৃত টীকা।

ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ।। ৫১ ।। কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী মিতভোক্তা এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানানবচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগাশ্রিতো ভূত্বা ।। ৫২ ।। ততশ্চ অহঙ্কারমিতি। বিরক্তোঽহমিত্যাদ্যহঙ্কারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গ প্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমানেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ।। ৫৩ ।। ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ অতএব সর্ব্বেষ্বপি সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ।। ৫৪ ।। ততশ্চ ভক্ত্যেতি।

তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো-মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥ চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যাস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥ মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি। অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥ যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য-ইতি মন্যসে। মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥ স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভুতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥ ৬২ ॥ ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বগুহ্যতমং ভুয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো-

স্বামিকৃত টীকা।

তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি কথন্তুতং যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনাত্মভূতং। ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদ্যুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যাপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো-নতু স্বর্গাদিফলং যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদিং অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ফলং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥ যস্মাদেবং তস্মাৎ চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যাস্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি ব্রহ্মহরিরিতিন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব ॥ ৫৭ ॥ ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেবং ন শ্রোষ্যসি তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥ কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ যদহঙ্কারমিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি যন্মন্যসে, ত্বমধ্যবস্যসি এষ, তব ব্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব। তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯ ॥ কিঞ্চ স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো-যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎকর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি অবশস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০ ॥ তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং কর্ম্মপারতন্ত্র্যং চোক্তং; ইদানীং স্বমতমাহ ঈশ্বরইতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভুতানাং হৃদ্মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি; কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎ

যথার্থত জানিতে পারেন এবং এই জ্ঞান হইলে স্বয়ং পরমানন্দস্বরূপ হয়েন ॥ ৫৫ ॥ (কর্ম্মদ্বারা যে প্রকারে মোক্ষ হয়, তাহা কহিতেছেন) কেবল আমার উদ্দেশে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা করিলেও ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে অনাদি এবং অব্যয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫৬। অতএব মনোদ্বারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ (অর্থাৎ আমিই তোমার পরম প্রয়োজন এই রূপ) জ্ঞানে সর্ব্বদা আমাতে মনোনিধান কর ॥ ৫৭ ॥ আমাতে চিত্ত নিধান করিলে আমার প্রসাদে অতি দুস্তর সাংসারিক দুঃখ হইতেও উত্তীর্ণ হইবা। যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত আমার কথিত এই সকল অগ্রাহ্য কর, তবে পুরুষার্থ ধর্ম্মাদি হইতেও ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥ (আমার বাক্য না শুনিয়া) তুমি অহঙ্কারবশত "আমি যুদ্ধ করিব না" যাহা মানিতেছ, ইহা মিথ্যা, যেহেতু রজোগুণ তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবেই করিবে ॥ ৫৯ ॥ ক্ষত্রিয়স্বভাবজাত যে শূরত্ব, তাহাতে তুমি বদ্ধ আছ, অতএব অজ্ঞানপ্রযুক্ত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিলেও তোমাকে সেই স্বভাববশতঃ যুদ্ধ করিতেই হইবেক ॥ ৬০ ॥ (সাংখ্যাদি দর্শনমতে প্রকৃতির এবং প্রাক্তন কর্ম্মের বশীভূতত্ব কহিয়া এইক্ষণে আপন মত কহিতেছেন) হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়েতেই আছেন, তিনি স্বকীয় শক্তিদ্বারা সকলকে কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করান্, যেমন সূত্রধর কাষ্ঠযন্ত্রারূঢ় ছবি সকলকে ভ্রমণ করায়, সেইরূপ ঈশ্বর নিজ শক্তি মায়াদ্বারা নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছেন ॥ ৬১ ॥ অতএব অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ লও, তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি (অর্থাৎ কাম-ক্রোধাধি-দোষনিবৃত্তি) এবং মুক্তি উভয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥ হে অর্জ্জুন! তোমাকে অতি গোপনীয় জ্ঞানোপদেশ কহিলাম, তুমি আমার উপদিষ্ট এই সমুদায় জ্ঞানপ্রকরণ অশেষ রূপে আলোচনা করিয়া, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর (অর্থাৎ ইহার আলোচনা করিলেই তোমার মোহ নিবৃত্তি হইবেক) ॥ ৬৩ ॥ আমার কথিত জ্ঞানপ্রকরণ সকল অতি গূঢ়ার্থ, যদি

স্বামিকৃত টীকা।

কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্, যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬১ ॥ তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুপশান্তিং স্থানঞ্চ পরমেশ্বরং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টং। কথং ভূতং?— গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং। এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যত—ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ অতি গম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচিতুমশক্ত বতঃ

বক্ষ্যামি তে হিতং ॥ ৬৪ ॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো-মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো-মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥ ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥ য-ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো-ভুবি ॥ ৬৯ ॥ অধ্যেষ্যতে চ য-ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥ শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো-নরঃ। সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাং ॥ ৭১ ॥ কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টাস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥ অর্জ্জুন-

স্বামিকৃত টীকা।

কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ কথনে হেতুমাহ দৃঢ়মত্যন্তমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা, অতএব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি। দৃঢ়মতিরিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥ তদেবাহ মন্মনা ইতি। মন্মনা-মচ্চিত্তো ভব, মদ্ভক্তোমদ্ভজনশীলো ভব, মদ্যাজী মদ্যজনশীলোভব, মামেব নমস্কুরু, এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, অত্র চ সংশয়ং মাকার্ষীঃ, ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫ ॥ ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণোভব, এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬ ॥ এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসংপ্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ ইদমিতি। ইদং গীতাতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় ধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যং। ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং। ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে বাচ্যং। মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যং ॥ ৬৭ ॥ এতৈর্দোষৈরহিতেভ্যো-গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো-যোবক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো-নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ কিঞ্চ নচেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যোমনুষ্যেষু কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি; নমাপি অস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, নচ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ পঠতঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যত-ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান-এব কেবলং জপতি তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি,যথা লোকে

তাহা সমুদায় আলোচনা করিতে না পার, তবে তোমার উপকারক বাক্য সকল যাহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং নানা প্রকরণে কথিত হইয়াছে; তুমি আমার অতিশয় প্রিয় অতএব তাহার সারসংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছি ।। ৬৪ ।। আমাতে মনোনিধান এবং আমার ভজনা, আমার পূজা এবং আমাকেই প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয়, অতএব তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সত্য কহিতেছি-এইরূপ করিলে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ।। ৬৫ ।। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার শরণাগত হও, কর্ম্মত্যাগজন্য পাপভয় করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥৬৬। এই জ্ঞানশাস্ত্রের অর্থ তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তিকে এবং গুরুতে ও ঈশ্বরেতে ভক্তিরহিত মনুষ্যকে, আর যে ব্যক্তি গুরু-শুশ্রূষা না করে, এবং যে ব্যক্তি ভগবন্নিন্দায় রত তাহাকে কদাচ কহিও না ।। ৬৭ ॥ যে ব্যক্তি আমার ভজনাবিষয়ে অতি গোপনীয় এই জ্ঞানশাস্ত্র উপদেশ করে, এই জ্ঞানোপদেশ করণে আমাতে তাহার ভক্তি করা হয় এপ্রযুক্ত সংশয় জ্ঞানরহিত হইয়া সে আমাকেই পায় ।।৬৮ ।। যে ব্যক্তি আমার ভক্তদিগের প্রতি এই জ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ কহে, মনুষ্যদিগের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি তদপেক্ষা আমার অধিক প্রীতিজনক নাই এবং হইবেক না ।। ৬৯ ।। তোমার আমার এই জ্ঞানকথনরূপ যে ধর্ম্মসম্পত্তি, যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক ইহার পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির কৃত ঐ পাঠ জ্ঞানযজ্ঞতুল্য, তাহার দ্বারা আমিই পূজিত হইব ।। ৭০ ।। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া, গীতা পাঠ শ্রবণ করে, সেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম্মি লোকদিগের প্রাপ্তিযোগ্য উত্তম স্থানে বাসস্থান পায় ।। ৭১ ।। (যদ্যপি অর্জ্জুনের সম্যক্ জ্ঞান না হইয়া থাকে, তবে পুনর্ব্বার উপদেশ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন) কেমন অর্জ্জুন! তুমি মনোযোগপূর্ব্বক এই জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছ? আর শ্রবণাধীন তোমার অজ্ঞানজন্য মোহ নাশ হইয়াছে কি না? ।। ৭২ ।। অর্জ্জুন কহিতেছেন।

স্বামিকৃত টীকা।

যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্নাতি তদাসৌ মামাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ং। অতো যথা অজামিল-ক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখানাং কথঞ্চিন্নামো-চ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো-ভবেয়মিতি ভাবঃ ।। ৭০ ।। অন্যস্য জপ-তো-যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি। শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়মুচ্চৈর্জ্জপতি অবুদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তঃ সন্নশ্ব-মেধাদিপুণ্যকৃতান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ।। ৭১ ।। সম্যগ্বোধামুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে, অজ্ঞানসম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতোবিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ ।। ৭২ ।।

উবাচ। নষ্টো-মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ সঞ্জয় উবাচ। ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ। সম্বাদমিমম-শ্রৌষ-মদ্ভুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪ ॥ ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং। যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫ ॥ রাজন্! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিদমদ্ভুতং। কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥ তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ। বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥ যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো-যত্র পার্থো-ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো-ভূতির্ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥ ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ নষ্টোমোহইতি। আত্মবিষয়োমোহো-নষ্টঃ যতোঽহমস্মীতিস্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা, অতঃ স্থিতোঽস্মি, গতোঽধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহোযস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যামীতি ॥ ৭৩ ॥ তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ ইত্যহমিতি। লোমহর্ষণং লোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহং। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥ আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তং; ততো-ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ শ্রুতবানস্মি। কিং? তদিত্যপেক্ষায়ামাহ পরং যোগং। পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চ রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতোভবামি, হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ তচ্চেতি বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥ অতস্ত্বৎ পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ যত্রেতি। যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো-গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরস্তত্রৈব শ্রীরাজ্যলক্ষ্মী-স্তত্রৈব চ বিজয়-স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ, নীতির্ন্যায়োঽপি তত্রৈবেতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ, অতইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো-নিবেদ্য পুত্র প্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৭৮ ॥

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥ তথাহি—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। মদ্ভক্ত-এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইত্যাদি বচনাৎ। নচ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং। "সমঃ স-

হে কৃষ্ণ! তোমার প্রসাদাৎ আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং আমি আত্মস্মৃতি পাইয়াছি; আর, সন্দেহরহিত হইয়াছি। এইক্ষণে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।। ৭৩।। (শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ সমুদায় কহিয়া অপর কথা কহিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিতেছেন) সঞ্জয়ের উক্তি-শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত সম্বাদ যাহা শ্রবণে লোমাঞ্চ হয়, আমি তাহা শুনিয়াছি।। ৭৪।। শ্রীভগবান বেদব্যাস অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে দিব্য চক্ষুঃ কর্ণাদি প্রদান করিয়াছেন অতএব) তাঁহার প্রসাদে অতি গোপনীয় পরম যোগ, যাহা সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং (অর্জ্জুনকে কহিলেন, আমি এই স্থানে থাকিয়াই) তাহা শ্রবণ করিয়াছি।। ৭৫।। হে মহারাজ! পরম পবিত্র যে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অতি আশ্চর্য্য সংবাদ, ইহা স্মরণ করিতে আমি পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। ৭৬। আর, হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের সেই অতি অদ্ভুত যে বিশ্বরূপ তাহা স্মরণ করিতে করিতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় এবং বার বার লোমাঞ্চ হইতেছে।। ৭৭।। সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারি অর্জ্জুন যে পক্ষে আছেন, সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি, আর অচলা নীতি; আমার বুদ্ধিতে এই লয়।। ৭৮।। (অতএব আপন পুত্রদিগের প্রাণরক্ষার্থ তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও এবং পাণ্ডবদিগের ক্রোধ শান্তি কর)

ব্যাসের কৃত শতসহস্র (অর্থাৎ লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক উপনিষদ স্বরূপ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্র তাহার অষ্টাদশাধ্যায়ের এই শেষ হইল।।

স্বামিকৃত টীকা।

র্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। "ইত্যাদে ভেদদর্শনাৎ ন চৈবং সতি তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি শ্রুতি-বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ। ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য নহি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বলনানাম্নসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।। দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্মতারকং ব্যাচষ্টে যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য· ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণ-বচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি। তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোহহেতুরিতি সিদ্ধং।। তেনৈব দত্তায়া.মত্যা ভগবদ্গীতাবিবৃতিঃ বৃতা। সএব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ।। পরমানন্দশ্রীপাদ-রজঃ শ্রীধারিণা মুনা। শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা সুবোধনী।। স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা। অম্বুস্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণীনাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা।। ইতিশ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধন্যাং পরমার্থনির্ণয়োনামাষ্টাদশো-ঽধ্যায়ঃ।।

সমাপ্তেয়ং সুবোধনী।।